পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 197 Wednesday, 18 June, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ১৯৭ সংখ্যা ✻ ৩ আষাঢ় ১৪৩২, বুধবার, ১৮ জুন ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

ওবিসি মামলায় ফের ধাক্কা রাজ্যের

নতুন বিজ্ঞপ্তিতেও স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ ওবিসি মামলা বড় ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের জারি করা বিজ্ঞপ্তির ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছে। ১৪০টি জনজাতিকে নিয়ে রাজ্যের নতুন বিজ্ঞপ্তি ছিল। সেই বিজ্ঞপ্তিতেই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এবং তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি মান্থার রাজ্য সরকারের উদ্দেশে বলেন, ''কেন ২০১২ সালের আইনে সংশোধনী আনলেন না? আপনারা ২০১২ সালের ওবিসি আইন অনুযায়ী অর্ধেক কাজ করেছেন। তারপর আবার ১৯৯৩ সালের আইনে ফেরত গেছেন। এটা কেন? বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্যের ৪-৫টি বিজ্ঞপ্তিতে আদালতের নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে।'' অন্যদিকে, রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বক্তব্য, ''আগেও বলা হয়েছিল ওবিসি শ্রেণিভুক্ত ৬৬টি সম্প্রদায়কে নিয়ে পদক্ষেপ করুন। আপনারা বলেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অপেক্ষা করছেন। তখন বলেছিলাম ঠিক আছে, তাহলে সেই পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করবেন না।'' কিন্তু সেই নির্দেশও অমান্য হয়েছে বলে জানিয়েছে উচ্চ আদালত। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্যের আবেদন মানেননি দুই বিচারপতি। বলা হয়েছে, আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, ''বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল, সার্ভে হয়েছে তখন কেন প্রশ্ন উঠল না? আমরা অ্যাডমিশন করতে পারছি না। যদি আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক প্রমাণিত হয় তখন?'' এরই পাল্টা বিচারপতি মান্থার বক্তব্য, ''যে ৪-৫টা নোটিফিকেশন এসেছে এটা তো আদালতের নির্দেশ অবমাননা বোঝায়। লেজিসলেটিভ প্রসেসও ভেঙেছেন আপনারা।'' রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বলেন, ''এটি লেজিসলেটিভ ব্যাপার নয়। পার্লামেনটারি ডেমোক্রেটিক সিস্টেম। বিষয়টাই আলাদা। ২৫ বছর আমার সেই অভিজ্ঞতা রয়েছে।'' সরকারি চাকরিতে ওবিসিদের জন্য ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করেছিল রাজ্য। যা নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। ওই মামলায় রাজ্যের সংরক্ষণ নির্দেশ বাতিল করে হাইকোর্ট জানিয়েছিল, 'ধর্মের ভিত্তিতে কোনও সংরক্ষণ করা যায় না'। উল্লেখ্য,

গত বছরের মে মাসে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ ২০১০ সাল থেকে ৬৬টি সম্প্রদায়কে দেওয়া ওবিসি শংসাপত্র বাতিলের নির্দেশ দেয়। প্রায় ১২ লক্ষ শংসাপত্র বাতিল করা হয়। হাইকোর্টের রায় ছিল ২০১০ সালের আগে ৬৬টি সম্প্রদায়ের ওবিসি সার্টিফিকেট বৈধ। তারপর সব শংসাপত্র বাতিল করে আদালত। উচ্চ আদালতের ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায়। শীর্ষ আদালত হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ দেয়নি। মামলা সেখানে চলছে। এ দিকে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মতো নতুন করে তালিকা তৈরি করতে শুরু করে রাজ্য। কিন্তু সেখানে কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে তড়িঘড়ি নতুন ওবিসি তালিকা প্রকাশের অভিযোগ ওঠে রাজ্যের বিরুদ্ধে। নতুন তালিকার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে ফের মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। মামলাকারীদের বক্তব্য, হাইকোর্টের রায় মেনে সমীক্ষা করা হয়নি। তবে রাজ্য সে সময় জানিয়েছিল আদালতের নির্দেশ মেনেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। মামলাকারীদের বক্তব্য ছিল, কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পেশাগত ভাবে ভিন্ন রাজ্যের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমীক্ষা করতে হবে। তবে অভিযোগ, রাজ্য জেলাভিত্তিক কয়েকটি পরিবারের মধ্যেই সমীক্ষা করেছে। তাঁদেরও এও দাবি, আগের প্রকাশিত তালিকার সঙ্গে বর্তমান তালিকার অল্প কিছুই তফাৎ আছে। এরপর সোমবার রাজ্য শুনানির সময় বলে, ''ওবিসি মামলার জন্য কলেজে ভর্তি থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া সব আটকে আছে।'' তখন বিচারপতি মান্থা বলেন, ''কোথাও নিয়োগ বা ভর্তি বন্ধ রাখার কথা আদালত বলেনি।'' মামলাকারীদের মূল বক্তব্য, কোথায় কত জনসংখ্যা রয়েছে তার সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্যই রাজ্যের কাছে নেই। এর জন্যই সঠিক সমীক্ষার প্রয়োজন। এমনকী, নতুন কোনও জনগোষ্ঠীকে ওবিসি-র তালিকায় আনতে গেলে বিধানসভায় বিল পেশ করতে হয়। তবে সেটাও রাজ্য করেনি। এরপরই রাজ্যের বিজ্ঞপ্তি খারিজের আবেদন জানান মামলাকারীরা। এরপর আজ ১৪০টি জনজাতিকে নিয়ে গঠিত নতুন বিজ্ঞপ্তির উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল আদালত। তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ''এখন কী হবে হাইকোর্টকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আদালতের হস্তক্ষেপের দুটো প্রধান কারণ হতে পারে। প্রথম হল, এই তালিকা নিয়ে প্রতিবাদ আছে। দ্বিতীয় হল, কোর্ট বলছে, যে ভাবে কাজ হয়েছে তা সঠিক হয়নি। তার মানে তালিকা ঠিক আছে, কিন্তু কাজের পদ্ধতি ঠিক নেই। তাহলে কোর্ট যে ভাবে বলবে সরকারও সেইভাবে কাজ করবে।''

অভিজিতের শারীরিক অবস্থার উন্নতি, সুকান্তর পর তাঁকে দেখে এলেন শুভেন্দুও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ সোমবার গিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার গেলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি নেতা অর্জুন সিং, রাকেশ সিং। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিসাধীন প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি। নাকে ঢোকানো নল, শীর্ণকায় চেহারা। হাসপাতালের বেডে শুয়ে প্রাক্তন ছবি। যে ছবি অত্যন্ত নাড়া দিয়েছে। এখন কেমন রয়েছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। অভিজিতকে দেখে বেরিয়ে শুভেন্দু বলেন, ''অনেকটাই স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। কথাও বলেছেন। এখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা খুব ভাল। অভিজিৎবাবু নিজেই নিজের ক্যালকুলেশন অনুযায়ী বললেন, তিনি ৬০ শতাংশ উন্নতি

করেছেন। তবে ওনার তো স্থায়ী রোগ কিছু রয়েছে। ইনসুলিন নেন, সুগারের সমস্যাটা জটিল। আজকে ওনার সিটি স্ক্যান হবে।'' শুভেন্দু জানান, ''ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী দফতর থেকে অভিজিতবাবুর স্বাস্থ্যের খোঁজ নেওয়া হয়েছে। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা অভিজিতবাবুর ভাইপোর সঙ্গেও কথা বলেছেন।'' শীর্ষ নেতৃত্বও গোটা বিষয়টির ওপর পুরো নজর রেখেছে বলে জানান শুভেন্দু। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তিনি এখনও বিপন্মুক্ত নন। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকরা মনে করছেন, প্যানক্রিয়াটাইটিসের সমস্যা রয়েছে তাঁর। আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে অভিজিৎকে। তলপেটে ব্যথা নিয়ে গত শনিবার রাতে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন অভিজিৎ। হাসপাতালে যখন ভর্তি হন, তখন তাঁর বমিও হচ্ছিল। সাংসদের প্যানক্রিয়াটাইটিস অর্থাৎ অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ রয়েছে বলে মনে করছেন চিকিসকেরা। ইঙ্গিত, গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিসেরও অর্থাৎ পরিপাকতন্ত্রের সংক্রমণের আশঙ্কা। অভিজিতের হৃদয়ের স্বাস্থ্যও খুব একটা ভাল নয় বলে চিকিৎসকরা রিপোর্টে জানিয়েছেন। আপাতত চিকিৎসকরা কড়া পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। প্রথমে পেটে ব্যথা এবং বমির উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। পরে তাঁর আসল রোগ ধরা পড়ে। বর্তমানে হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে। সোমবারই কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির হাসপাতালের ছবি সামনে আসে। তাতে দেখা যায়, তাঁর নাকে ঢোকানো রয়েছে নল। শরীর যে পুরোপুরি ভেঙে গেছে সেটাও স্পষ্ট।

কবে খুলছে কলেজে অনলাইনে আবেদনের পোর্টাল? ঘোষণা ব্রাত্যর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের ১ মাস ১১ দিনের মাথায় কলেজে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। বুধবার (১৮ জুন) সকাল ১০টা থেকে অনলাইনে আবেদনের জন্য সেন্ট্রালাইজড অ্যাডমিশন পোর্টাল খুলে দেওয়া হচ্ছে বলে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। প্রথম দফায় অনলাইনে আবেদন করা যাবে ১ জুলাই পর্যন্ত। একজন পড়ুয়া পছন্দের সর্বোচ্চ ২৫টি কলেজে ভর্তির আবেদন করতে পারবেন। এই বছর ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ৪৬০ কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে। তবে সেন্ট্রালাইজড এই ভর্তি ব্যবস্থার বাইরে থাকছে প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর এবং স্বায়ত্তশাসিত কলেজগুলি। সংখ্যালঘু কলেজ, আইন কলেজও এই ভর্তি প্রক্রিয়ার বাইরে থাকছে। এদিন ব্রাত্য বসু জানান, একবার মাত্র আবেদনের ভিত্তিতে পছন্দের একাধিক কলেজে আবেদনের সুযোগ পাচ্ছেন পড়ুয়ারা। আবেদন করা যাবে বিনামূল্যে। প্রথম দফায় আবেদনের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর সব কলেজের সমস্ত বিষয়ে সিস্টেম জেনারেটেড মেধাতালিকা প্রকাশিত

হবে এই পোর্টালে। প্রভিশনাল অ্যাডমিশনের জন্য কোনও পড়ুয়াকে সশরীরে কলেজে যেতে হবে না। প্রথম দফায় ভর্তির পর ফাঁকা আসনের ভিত্তিতে পুনরায় মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়লে পড়ুয়াদের জন্য সহায়তা কেন্দ্রও খোলা হয়েছে। সহায়তা কেন্দ্রের নাম বীণা। পড়ুয়াদের জন্য একটি হেল্পলাইন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। নম্বরটি হল- ১৮০০১০২৮০১৪। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ওবিসি সংক্রান্ত মামলার প্রভাব এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় পড়বে না। গত ৭ মে উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে। কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া এখনও কেন শুরু হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। তবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু কয়েকদিন আগেই জানিয়েছিলেন, যথাসময়ে কলেজে ভর্তির আবেদনের জন্য পোর্টাল খুলে দেওয়া হবে। যুক্তি দিয়ে তিনি বোঝান, গত বছর ১৯ জুন পোর্টাল খোলা হয়েছিল। ফলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর ক্ষেত্রে কোনও দেরি হয়নি। ১৯ জুনের আগেই পোর্টাল খোলা হবে বলে তিনি জানিয়েছিলেন। গত বছর এই পোর্টালের মাধ্যমে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৯০ জন ছাত্রছাত্রী কলেজগুলিতে ভর্তি হয়েছিলেন। এবার সেই সংখ্যা কত দাঁড়ায়, সেটাই দেখার।

বিধানসভায় বিকল এসি! শুভেন্দুর বক্তব্যের মাঝে খুলে দেওয়া হল কক্ষের সব দরজা, সারা হল অধিবেশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ রাজ্য বিধানসভায় নজিরবিহীন ঘটনা। অধিবেশন চলাকালীন হঠাৎ করেই এসি-র গোলযোগ দেখা যায়। ফলে অধিবেশন কক্ষের সমস্ত দরজা খুলে দিতে হয়। মঙ্গলবার বিধানসভা অধিবেশন শুরু হওয়ার পর সব ঠিকই ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, অধিবেশন কক্ষের সমস্ত দরজা খুলে দিতে। তখন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বক্তব্য রাখছিলেন। আচমকা দরজা খুলে দিতে বলায় তিনিও অবাক হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষকে প্রশ্ন করেন তিনি যে, পরপর দরজা কেন খোলা হচ্ছে। তখন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি খোলসা করে বলেন তাঁকে। জানান, যাতে সদস্যদের কোনও অসুবিধা না হয় সে কারণে দরজা খুলে দিতে বলা হয়েছে।

মোট ১৫টা দরজা খোলা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, অধিবেশনের দ্বিতীয় অর্ধে এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্যা ঠিকও হয়ে যায়। এসি বিভ্রাটের সময়ে 'ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট' নিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একবার নয়, অন্তত দু-বার এই সমস্যা হয়। মনে করা হচ্ছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই বিভ্রাট হয়েছে। মাঝে একবার এসি চলতে শুরু করায় দরজা বন্ধ হয়েছিল। পরে আবার একই সমস্যা হওয়ায় ফের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

বর্ষা এল কলকাতায়, দক্ষিণবঙ্গে সপ্তাহজুড়ে প্রবল ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ অবশেষে দক্ষিণবঙ্গে ঢুকে পড়ল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। বর্ষা এলো কলকাতায়ও। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আজ মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। কারণ, মৌসুমী অক্ষরেখা আজ বালুরঘাট পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল, ওড়িশার বিস্তীর্ণ এলাকা এবং ঝাড়খণ্ড ও বিহারের কিছু অংশে। মৌসুমী বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি ঘূর্ণাবর্তটি এখন নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এই নিম্নচাপ বর্তমানে রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশ ও বেশি বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলি ও বাঁকুড়া জেলায়। পাশাপাশি কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া জেলাতেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। কিছু এলাকায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা। বুধবার পর্যন্ত থাকবে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃহস্পতিবার কিছুটা কমলেও পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার ও শনিবার বৃষ্টির

সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এটি আরও শক্তিশালী হবে বলে পূর্বাভাস। এর প্রভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে মৌসুমী অক্ষরেখা। যার জেরে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। উপকূলবর্তী এলাকা ও সমুদ্রপৃষ্ঠে ৬০-৬৫ কিমি বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। তাই ২০ জুন বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত বাংলা ও ওড়িশার উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতা সহ রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আজ, মঙ্গলবারই ২০০ মিমি বা তার পরিমাণ কিছুটা কমবে, তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। আবার রবিবার থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আজ মঙ্গলবার মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরে। বৃহস্পতিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে।

ঠিক ক'টায় দমকলে ফোন পায়? বিরোধীদের 'ষড়যন্ত্রের' তত্ত্বে জল ঢাললেন দমকলমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ খিদিরপুরের অরফ্যানগঞ্জ মার্কেটের ভয়াবহ আগুন ঘিরে দমকল বিভাগের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে একাধিক প্রশ্ন উঠছিল। কখনও অভিযোগ উঠেছে দেরিতে ইঞ্জিন পৌঁছনোর, কখনও আবার পর্যাপ্ত জলের ঘাটতির কথা বলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার বিধানসভায় ঘটনার বিস্তারিত বিবৃতি দেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। কোনও গাফিলতি ছিল না বলেই তিনি দাবি করেছেন। এদিন দমকল মন্ত্রী জানান, অগ্নিকাণ্ডের সময় দমকল বাহিনী তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা জীবন রক্ষা করতেই ছুটে গিয়েছিল। পাশাপাশি, বাহিনীর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, সেনাবাহিনীর মতোই দমকল কর্মীরাও জীবন বাজি রেখে কাজ করেন, তাঁদের অবমূল্যায়ন করা ঠিক নয়। মন্ত্রী জানান, রাত ২টা ৫ মিনিটে দমকল কন্ট্রোল রুমে আগুন লাগার খবর আসে। সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জিন পাঠানো হয় এবং পরপর ২০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। তিনি নিজেও সকাল ছ'টায় সেখানে পৌঁছন। বিভিন্ন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা তখন উপস্থিত ছিলেন। ইঞ্জিন পৌঁছতে দেরি হয়েছে এই অভিযোগ ঠিক নয় বলে দাবি মন্ত্রীর। জলের ঘাটতির বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সুজিত বসু বলেন, ''গঙ্গা থেকে জল তুলতে ব্যবহৃত পাম্প কেন চলেনি, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে পরে আদি গঙ্গা থেকে জল এনে আগুন নেভানো হয়েছে।'' তিনি আরও বলেন, ''দমকল বাহিনীর কর্মীরা কোনও অভিযোগ ওঠার আগেই নিঃশব্দে কাজ করে যান। অতীতে আগুন নেভাতে গিয়ে একাধিক দমকল কর্মী তাঁদের জীবন দিয়েছেন। গত বছরেই চারজন কর্মী কর্তব্যরত অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছেন। একজন কর্মী বালির ঘটনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান। এই পেশা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, তা মানুষকে বোঝা উচিত।'' দমকলমন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্নিকাণ্ডস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট তলব করেছেন। প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, প্রায় ৭০০ জন এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহের কাজ এখনও চলছে। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে, মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফরেন্সিক দল এবং নমুনা সংগ্রহ করে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং এদিন ঘটনাস্থলে যান এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সেই সঙ্গে তাঁরা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলায় গাফিলতির অভিযোগও জানান।

একইদিনে ড্রিমলাইনারের ৫ বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি! বাড়ছে উদ্বেগ, বড় ধাক্কা এয়ার ইন্ডিয়ায়

নয়াদিল্লি, ১৭ জুনঃ গত সপ্তাহে আমদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর মঙ্গলবার ফের প্রবল চাপে এয়ার ইন্ডিয়া। বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার মডেলের অন্তত পাঁচটি আন্তর্জাতিক বিমান এদিন একসঙ্গে বাতিল করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় ব্যবহৃত বিমানটিও ছিল এই মডেলেরই। আর তারপরই উঠছে নানা প্রশ্ন। বাতিল হওয়া উড়ানগুলি হল, দিল্লি-দুবাই (এআই ৯১৫), দিল্লি-ভিয়েনা (এআই ১৫৩), দিল্লি-প্যারিস (এআই ১৪৩), আমদাবাদ-লন্ডন (এআই ১৫৯) এবং লন্ডন-অমৃতসর (এআই ১৭০)। এছাড়া মঙ্গলবারই ফের সমস্যায় পড়ে দিল্লিগামী এআই ৩১৫, যা হংকং থেকে উ।ছিল। মাঝ আকাশে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ায় সেটিও ফিরে যায় হংকংয়ে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ আরও বেড়েছে, কারণ একই দিনে লুফথানসা ও ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের দু'টি বোয়িং ড্রিমলাইনার, যা যথাক্রমে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট-হায়দরাবাদ এবং লন্ডন-চেন্নাই রুটে চলছিল, তাও মাঝপথে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, মঙ্গলবার একটি সান ফ্রান্সিসকো-মুম্বই ফ্লাইটও কলকাতায় নির্ধারিত বিরতিতে যান্ত্রিক গোলযোগে পড়ে এবং সমস্ত যাত্রীকে নামিয়ে দেওয়া হয়। আমদাবাদের ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর বিমানে উঠতে অনেক যাত্রীই ভয় পাচ্ছেন। আতঙ্ক তাড়া করছে আমদাবাদ-সহ দেশের বহু মানুষকে। এই পরিস্থিতিতে ড্রিমলাইনারেরই বিমানে এমন যান্ত্রিক গোলযোগ হওয়ায় আতঙ্ক বাড়ছে। এদিকে আমদাবাদের দুর্ঘটনায় বিমানটির ভয়েস ও ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার (ব্ল্যাকবক্স) উদ্ধার হয়েছে। তদন্ত চলছে। বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক বিশ্লেষণ, দুর্ঘটনার ঠিক আগে বিমান থেকে 'র‍্যাট' (র‍্যাম এয়ার ট্রাইবুনাল) বেরিয়ে আসতে দেখা যায়, যা সাধারণত তখনই ঘটে যখন দু'টি ইঞ্জিনই বিকল হয় বা বিমানের বৈদ্যুতিক-হাইড্রলিক সিস্টেম সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। বর্তমানে ডিজিসিএ সমস্ত বোয়িং ৭৮৭-৮ ও ৭৮৭-৯ মডেলের উপর কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। বিশেষ করে যেগুলিতে জিইএনএক্স ইঞ্জিন রয়েছে, সেগুলির টেক-অফ প্যারামিটার, ইঞ্জিন ফুয়েল সিস্টেম ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিন কন্ট্রোল সিস্টেম খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়ার কাছে বর্তমানে ৩৩টি বোয়িং ৭৮৭ রয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃতদের প্রতি সম্মান জানাতে এআই ১৭১ নম্বরটি বন্ধ করেছে সংস্থা।

চাকরিহারাদের আন্দোলন জোরালো হচ্ছে, অনশনে যোগ দিলেন আরও ৬! রয়েছেন ১ দৃষ্টিহীন শিক্ষকও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ অনশনে বসে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন একেরপর এক চাকরিহারা শিক্ষক। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডল ও একজন মহিলা। বেশিরভাগেরই অবস্থা গুরুতর হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আন্দোলনে যাতে ভাঁটা না পড়ে তাই মঙ্গলবার নতুন করে আরও ছ'জন অনশনে বসলেন। যাঁদের নাম, মুস্তাফিজুর রহমান, সালমা পারভিন, আকবর মির্জা, শুভ্র ঘোষ, সুমনা বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ সাহা। এই শিক্ষকদের মধ্যে একজন দৃষ্টিহীন। পিটিশন রিভিউ ও কিউরেটিভ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ফর্ম পূরণ বা পরীক্ষা নেওয়া যাবে না, যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা ও ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশ করতে হবে, রি-প্যানেলের ব্যবস্থা করতে হবে, যাচাই করে যোগ্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করতে হবে এসএসসিকে, মূলত এই একাধিক দাবিতেই বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে এসএসসি ভবনের অদূরে সেন্ট্রাল পার্ক লাগোয়া অবস্থানমঞ্চে 'আমরণ অনশন' শুরু করেন চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ। অনশনে বসেন ১০ জন শিক্ষক। রবিবার ছিল অনশনের তৃতীয় দিন। সেদিন সকালেই অসুস্থ হয়ে পড়েন বলরাম বিশ্বাস নামের এক অনশনকারী। তাঁকে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আরজি করে ভর্তি করানো হয় আরও চার অনশনকারী সুকুমার সরেন, অচিন্ত্য দাস, বিকাশ রায় এবং মানিক মজুমদারকে। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনের ঝাঁঝে যাতে কোনও রকম ভাঁটা না পড়ে তাই আরও ছ'জন শিক্ষক আনশনে বসলেন মঙ্গলবার। অনশনকারীরা সকলেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, কারও কিছু হয়ে গেলে দায়ী থাকবে সরকার।

দেশে রোল মডেল হতে চলেছে কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচন, দাবি কমিশনের, একগুচ্ছ পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ১৭ জুনঃ আগামী ১৯ জুন কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচন। আর এই উপনির্বাচনে এবারে নজিরবিহীন একাধিক পদক্ষেপ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। যা আগামী দিনে দেশ জুড়ে সমস্ত নির্বাচনের ক্ষেত্রে রোল মডেল হতে চলেছে বলেই দাবি কমিশনের। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে কমিশনের তরফ থেকে কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচন নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আনা হয়। কমিশনার তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও নাগরিক-সহযোগিতা বাড়াতেই এই উদ্যোগ। এবার থেকে প্রতিটি বুথে ভোটারের সর্বোচ্চ সংখ্যা ১২০০ করা হচ্ছে। যার অর্থ আগামীদিনে রাজ্যের মোট বুথের সংখ্যা বাড়তে চলেছে। কমিশন সূত্রের খবর, এতদিন রাজ্যে মোট বুথের সংখ্যা ছিল ৮১ হাজার। নয়া নিয়মের ফলে এবার তা বেড়ে হবে প্রায় ১ লাখ। একই সঙ্গে এবার থেকে ভোটের কাজে আর কোনও ভলান্টিয়ার রাখা হবে না। পরিবর্তে এনসিসি এনএসএস এর মতো ফোর্সকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। এছাড়া এবার ভোটাররা মোবাইল নিয়ে যাবেন কিন্তু বুথে ঢোকার আগে রাখার জায়গা করা হবে সব বুথে। কমিশনের

তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচনকে আরও স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ জুনের মধ্যে মোট ২৩টি উদ্যোগ বাস্তবায়িত করা হয়েছে। যা প্রথম দেখা যাবে কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে। সেদিক থেক এই নির্বাচন এবার সারা দেশের নিরিখে মডেল হতে চলেছে। কী কী নয়া উদ্যোগ দেখা যাবে এই উপ নির্বাচনে? ভোটার স্লিপে এবার থেকে সিরিয়াল নম্বর ও পার্ট নম্বর স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। দীর্ঘ ২০ বছর পর কোনও উপনির্বাচনের আগে এসএসআর সম্পন্ন হয়েছে। কিছু প্রক্রিয়াগত সংস্কার করা হয়েছে। যেমন, ভিআর ট্রেন্ডস ও রিপোর্ট দ্রুত প্রকাশে ডিজিটাইজেশন ও আপগ্রেডেশন। এছাড়াও ইসিআইএনইটি ড্যাশবোর্ড চালু হয়েছে, যাতে ৪০টিরও বেশি অ্যাপসার্ভিস একত্রে মিলবে। ডুপ্লিকেট এপিক নম্বর সমস্যার সমাধানে নতুন মেকানিজম তৈরি হয়েছে। নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের বাড়তি ক্ষমতায়নের ব্যবস্থাও করেছে কমিশন। যেমন, বিএলও-দের জন্য এবার থেকে স্ট্যান্ডার্ড ফটো আইডি কার্ড দেওয়া হবে। কমিশন সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে তিন হাজারের বেশি বিএলও ইতিমধ্যে প্রশিক্ষিত হয়েছেন। আরও এক লক্ষ বিএলও-কে আগামীতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এছাড়াও রাজ্যের সিইও অফিস থেকে মিডিয়া অফিসার ও পুলিশ অফিসারদের জন্যও কমিউনিকেশন ও ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম হয়েছে। এছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে এবারে দফায় দফায় বারবার বৈঠকও করেছে কমিশন। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতের প্রতিটি নির্বাচন আরও প্রযুক্তিনির্ভর, তথ্যভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক করতেই এই পদক্ষেপ। যা আগামীদিনে দেশের প্রতিটি নির্বাচনে প্রয়োগ করা হবে।

হাওড়া-পটনা-হাওড়া স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার বদল হচ্ছে না

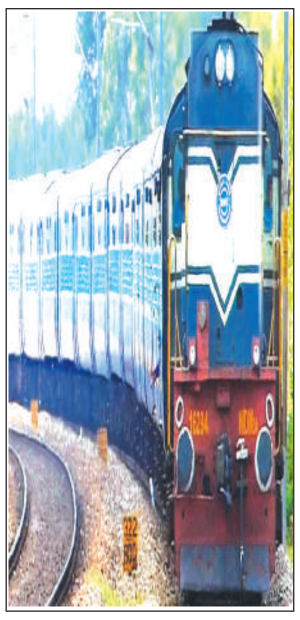

কলকাতা, ১৭ জুনঃ ০২০২৩০২০২৪ হাওড়া-পটনা-হাওড়া স্পেশাল ট্রেনটি তার এখনকার পথ, সময় এবং স্টপেজ অনুসারে পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।পূর্ব রেলের প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ০২০২৩ হাওড়া-পটনা গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনটি প্রতি রবিবার ১৩.০৭.২০২৫ থেকে ১০.০৮.২০২৫ (০৫টি ট্রিপ) এর মধ্যে হাওড়া থেকে দুপুর ২১৫ মিনিটে ছেড়ে একই দিনে রাত ৯৩০ মিনিটে পটনা পৌঁছাবে। ০২০২৪ পটনা-হাওড়া প্রতি রবিবার ১৩.০৭.২০২৫ এবং ১০.০৮.২০২৫ (০৫টি ট্রিপ) এর মধ্যে পটনা থেকে বিকেল ৫ঃ৩০ মিনিটে ছেড়ে একই দিনে হাওড়া পৌঁছাবে।ট্রেনটি পূর্ব রেলপথে উভয় দিকের জসিডিহ, মধুপুর, জামতারা, চিত্তরঞ্জন, আসানসোল এবং দুর্গাপুর স্টেশন সহ ১৫টি স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন এবং এসি চেয়ার কার থাকার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গেছে।

আহমেদাবাদের দুর্ঘটনাগ্রস্থ বিমানের পাইলট সুমিতকে শেষশ্রদ্ধা বৃদ্ধ মা-বাবার

মুম্বই, ১৭ জুন ঃ আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন এয়ার ইন্ডিয়ার অভিজ্ঞ পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত সাবরওয়াল। মরদেহ মহারাষ্ট্রের পোয়াইতে তাঁর বাসভবনে আনা হয়। মঙ্গলবার তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত শোকস্তব্ধ মা-বাবা ও পরিজনরা। ছেলের কফিনের সামনে হাত জোড় করে প্রণাম জানান তাঁরা। এই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।আহমেদাবাদে ভেঙে পড়া বিমানটির নিয়ন্ত্রণে ছিলেন ক্যাপ্টেন সুমিত সাবরওয়াল। ক্যাপ্টেন সুমিত সাবরওয়াল ছিলেন এয়ার ইন্ডিয়ার একজন অভিজ্ঞ লাইন ট্রেনিং ক্যাপ্টেন। ড্রিমলাইনার বিমান ওড়ানোর ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা সহকর্মীদের কাছে তাঁকে একজন আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে মনে করান।

মান্ডিতে খাদে পড়ল যাত্রিবাহী বাস, জখম প্রায় ২৫ জন

মান্ডি, ১৭ জুন ঃ হিমাচল প্রদেশের মান্ডিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ২০০ মিটার গভীর খাদে পড়ল যাত্রিবাহী বাস। গুরুতর জখম প্রায় ২৫ জন। তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজ চলছে বলে জানা গেছে। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাসটি জাহু থেকে মান্ডি যাচ্ছিল।জানা গেছে, সরকাঘাটের পাত্রিঘাটে একটি বাস ২০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায়। এতে প্রায় ২৫ জন যাত্রী আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। ভারী বৃষ্টিপাতের মধ্যেই চলছে উদ্ধারকাজ। আহতদের চিকিৎসার জন্য নেরচক মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

১ জুলাই থেকে অমরনাথ যাত্রা পথে 'নো-ফ্লাই জোন', ড্রোন নিষিদ্ধের ঘোষণা

শ্রীনগর, ১৭ জুন ঃ অমরনাথ যাত্রাকে ঘিরে নিরাপত্তার জেরে জম্মু-কাশ্মীর সরকার গোটা যাত্রাপথকে ' নো-ফ্লাই জোন' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই নির্দেশ ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়ে ১০ আগস্ট পর্যন্ত বলব থাকবে। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র দফতর জানান , এই নিষেধাজ্ঞা পহেলগাঁও ও বালতাল-উভয় রুটেই কার্যকর থাকবে। যেকোনও ধরনের ড্রোন, ইউএভি , হেলিয়াম বেলুন এগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে জরুরি চিকিৎসা, বিপর্যয় মোকাবিলা বা নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারি অভিযানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে।উল্লেখ্য, চলতি বছর ৩ জুলাই থেকে শুরু হয়ে ৯ আগস্ট পর্যন্ত চলবে অমরনাথ যাত্রা। যাত্রা পথ ও তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পরামর্শে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পহেলগাঁও হামলার প্রেক্ষিতে যাত্রা নির্বিঘ্ন রাখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ফাঁক রাখা হচ্ছে না বলে জানান।

যোগ সপ্তাহঃনমো ঘাটে উৎসাহের সঙ্গে যোগ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ আমজনতার

বারাণসী, ১৭ জুন ঃ ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে নমো ঘাটে আয়োজিত যোগ সপ্তাহের তৃতীয় দিনে মঙ্গলবারও মানুষ পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। যোগ প্রশিক্ষক অভয় স্বাভিমানি এবং রক্ষা কৌরের তত্ত্বাবধানে প্রাণায়াম, তাড়াসন, অনুলোম-বিলোম সহ অনেক ধরনের যোগব্যায়াম করেন। গোবর্ধন পূজা কমিটির বিনোদ যাদব 'গপ্পু'-এর মতে, ঘাটে যোগব্যায়ামের পর সদস্যদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা হয়। যোগব্যায়ামে অংশগ্রহণের জন্য জনগণকে আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং যোগের গুরুত্বও জানানো হয়েছিল। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে যোগব্যায়ামের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

তেহরানে থাকা ভারতীয় শিক্ষার্থীদের শহর থেকে সরানোর ব্যবস্থা দূতাবাসের

নয়াদিল্লি ও তেহরান, ১৭ জুন ঃ ক্রমশই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে ইরান-ইজরায়েল সংঘাত। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা করেই তড়িঘড়ি ইরানে থাকা ভারতীয়দের ইতিমধ্যেই সেই দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারত।নিরাপত্তার কারণে দূতাবাসের ব্যবস্থাপনায় তেহরানে থাকা ভারতীয় শিক্ষার্থীদের শহর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যাঁরা নিজেরা যেতে পারবেন এমন বাসিন্দাদেরও শহর থেকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে পরিস্থিতি বিবেচনা করে। কিছু ভারতীয়কে আর্মেনিয়ার সীমান্ত দিয়ে ইরান ত্যাগ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে ক্রমশই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে ইরান-ইজরায়েল সংঘাত। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা করেই তড়িঘড়ি ইরানে থাকা ভারতীয়দের সেই দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারত। এ বার তেহরান খালি করা নিয়ে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারির পর আর কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না বিদেশ মন্ত্রক। অবিলম্বে ভারতীয়দের তেহরান ছেড়ে বেরনোর নয়া অ্যাডভাইসরি জারি করল কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই তেহরানে থাকা ভারতীয় দূতাবাস ইমারজেন্সি হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে। তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস সব ভারতীয় নাগরিক এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের দ্রুত নিরাপদ এলাকায় সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

লুটেরাদের শেষ ঘন্টা বেজে গেছে, মন্তব্য সুকান্তর

কলকাতা, ১৭ জুন ঃ কালিগঞ্জ উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে গিয়ে জনরোষে পড়লেন মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত সৈনিক রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার এই মন্তব্য করে তোপ দেগেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।সুকান্তবাবু সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ' মুখের ওপর স্পষ্ট বলে দিল - ভোট দেবো না! এই অঞ্চল থেকে একটাও ভোট তোমরা পাবে না, কারণ রাস্তা বানাওনি! রাস্তা নেই, কিছু নেই শুধু ভোটের সময় আসো?গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ জনগণের অভিযোগ একটাইঃভাঙাচোরা, ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তা, যেখানে উন্নয়নের নামগন্ধও নেই। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর দাবি ছিল, হাজার হাজার কিলোমিটার রাস্তা নাকি তৈরিই হয়ে গেছে! এটাই সেই পথশ্রী-রাস্তাশ্রী নাটক, যার ঘোষণা চলেছে চার বছর ধরে - কাজ কোথায়?থ৯ ২০২২ সালে ₹৩,১৪৭ কোটিতে ১৪,৪১৬ কিমি রাস্তা বানানোর কথা ছিল - কোথায় গেল?থ৯ ২০২৩-এ ₹৩,৩০১ কোটিতে ১২,০৭১ কিমি রাস্তা - কিছুই তো নেই!থ৯ ২০২৪-এ ₹৩,৮৬৮ কোটিতে ১২,০০০ কিমি রাস্তা আধুনিক করার দাবি - কোথাও খোঁজ নেই!থ৯ ২০২৫ বাজেটে তো সরাসরি দাবি করা হল ₹১,৫০০ কোটিতে ৩৭,০০০ কিমি রাস্তা সংস্কার! শুনেই বোঝা যায় ভাঁওতা!হিসেব স্পষ্ট - হাজার হাজার কোটি টাকা উধাও, আর গ্রামের মানুষ হাঁটে কাদামাটির ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে। আটকে যায় মুমূর্ষু রোগীর এম্বুলেন্স! জীর্ণ ভাঙাচোরা গ্রামীণ রাস্তায় দুর্বিষহ হয়ে ওঠে জনজীবন।কালিগঞ্জের মানুষ এবার আর চুপ করে থাকেনি। তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে দিয়েছে - ভোট চাইতে এলে প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে। উন্নয়নের নামে লুট আর চলবে না।তৃণমূলের উন্নয়ন আসলে এক দুর্নীতির কারখানা - নাম করে রাস্তা বানানোর, আসলে বানায় কমিশনের খাতা।বাংলা আজ জেগে উঠেছে - নিরীহ মানুষদের ঠকানো আর নয়। দুর্নীতির তামাশা শেষ হবে, গণরোষ শুরু হয়ে.গেছে। লুটেরাদের শেষ ঘন্টা বেজে গেছে।

গোপালপুর সমুদ্র সৈকতে মহিলাকে গণধর্ষণ, মর্মাহত ওড়িশার উপমুখ্যমন্ত্রী

ভুবনেশ্বর, ১৭ জুন ঃ ওড়িশার গোপালপুরে বেড়াতে গিয়ে ভয়াবহ ঘটনার শিকার এক যুগল। গোপালপুরের সমুদ্র সৈকতে তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ। শুধু তাই নয়, তরুণীর সঙ্গে থাকা পুরুষ বন্ধুকেও মারধরের অভিযোগ উঠেছে। গণধর্ষণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ওড়িশা পুলিশ ১০ জন যুবককে গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনায় মর্মাহত ওড়িশার উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভাতী পারিদা। মঙ্গলবার তিনি জানান, গোপালপুর সমুদ্র সৈকতে এক তরুণীর গণধর্ষণের ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এখনও পর্যন্ত ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি এই ঘটনার বিষয়ে পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেছি এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।উল্লেখ্য, ওই নির্যাতিতা রাজা উৎসবে যোগ দিতে তাঁর এক পুরুষ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গোপালপুরে গিয়েছিলেন। উৎসবের মূল অনুষ্ঠান শেষে সৈকতের নির্জন দিকে ঘুরছিলেন বছর কুড়ির ওই তরুণী ও তাঁর বন্ধু। অভিযোগ, সেই সময়ই একদল অপরিচিত যুবক তাঁদের ধাওয়া করেন। দলে ছিল ১০ জন। তরুণী ও তাঁর বন্ধুকে ধরে ফেলার পর শুরু হয় অকথ্য অত্যাচার। তরুণীর বন্ধু তাদের আটকানোর চেষ্টা করলে তাঁকে মারধর করে হাত-পা বেঁধে ফেলা রাখা হয়। তার পরে ১০ যুবক ওই তরুণীকে পাশবিক যৌন নির্যাতন করে বলে অভিযোগ বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্র খবর থেকে আজ সকালে এই মর্মান্তিক গণধর্ষন করা ঠিক নয় বলে জানা গিয়েছে সমাজের বুকে খুবই খাবার চোখে দেখা হয় ধর্ষন কারী যুবকদের।

মঙ্গলবার থেকে মধ্যপ্রদেশ বোর্ডের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা

ভোপাল, ১৭ জুন ঃ মঙ্গলবার থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা মণ্ডল বোর্ড-এর দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রথম পরীক্ষায় অকৃতকার্য বা অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের জন্য এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।জেলা শিক্ষা বিভাগের আধিকারিক গিরিশ তিওয়ারির মতে, শিক্ষার্থীরা সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও বিষয় ও বিভাগের নম্বর বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তিনি বলেন, মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া দশম শ্রেণীর পরীক্ষা ২৬ জুন পর্যন্ত এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা ৫ জুলাই পর্যন্ত চলবে। সকল পরীক্ষা সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা ১৭ থেকে ২৬ জুনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ছুটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী সুখু-র

শিমলা, ১৭ জুন ঃ রাজ্য ও জাতীয়স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায. অংশগ্রহণকারী হিমাচল প্রদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। তিনি বলেছেন, এখন থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের স্কুলে অনুপস্থিত হিসেবে চিহ্নিত করা হবে না বরং বিশেষ ছুটি হিসেবে গণ্য করা হবে। শিক্ষার্থীদের সর্বাত্মক উন্নয়ন এবং খেলাধুলা ও শিক্ষাকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী সুখু স্পষ্ট করেন যে এখন স্বীকৃত ক্রীড়া সংস্থাগুলি দ্বারা

মহেশতলা-কান্ডের প্রতিবাদে বিজেপি-র তুলসী সম্মান যাত্রা

কলকাতা, ১৭ জুন ঃ বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ ও মহেশতলার অশান্তির জেরে বিজেপি-র প্রচারে মাত্রা পেয়েছে তুলসী গাছ।মহেশতলায়. তুলসী মন্দির ভাঙার অভিযোগ তুলের প্রতিবাদ জানাতে বিভিন্ন অঞ্চলে তুলসী গাছ মাথায় নিয়ে পদযাত্রা হয়েছে। মঙ্গলবারও এই ব্যাপারে তারা সমাবেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।ধর্মতলা ওয়াই চ্যানেলে সাংসদ তথা দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, রাহুল সিনহা-সহ কিছু রাজ্য নেতার উপস্থিতিতে তুলসী সম্মান যাত্রার ডাক দেওয়া হয়েছে।সম্প্রতি বিধানসভা অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করে তুলসী গাছ মাথায় নিয়ে রাজভবনের পথে রওনা দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপি বিধায়করা।মহেশতলা ঘটনার জেরে সোমবার রাজ্য জুড়ে মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে প্রতিটি বিধানসভার অন্তর্গত একটি করে থানার সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা মহিলা মোর্চার তরফে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে তুলসী গাছ থাকায় বাধা দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। তুলসী গাছ কোনও বিষাক্ত পদার্থ, বিস্ফোরক, কোনও বেআইনি অস্ত্র, বা কোনও ক্ষতিকারক কিছু নয়। তা সত্ত্বেও এই বাধাদান বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

কজন মুসলমানের সাহস হবে হালাল প্রথায় হত্যার বিরুদ্ধে বলার, প্রশ্ন তথাগতের

কলকাতা, ১৭ জুন ঃ আমাদের মুরগি কাটা বা পাঁঠাবলির সঙ্গে কোরবানির কোন তফা বেশ কিছু হিন্দু-নামধারী লোক খুঁজে পাচ্ছেন না দেখছি! এই মন্তব্য করে প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় প্রশ্ন তুলেছেন, কজন মুসলমানের সাহস হবে হালাল প্রথায.হত্যার বিরুদ্ধে বলার?তিনি সোমবার রাতে সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, কান খুলে শুনে রাখুন। ভারতের হিন্দু ও জৈন সম্প্রদায়ের কিছু অংশ বাদ দিলে পৃথিবীর সব দেশের, সব ধর্মের লোকই আমিষভোজী - অর্থা তারা সবাই জীবন্ত জন্তুকে হত্যা করে খায়। তফাতের মধ্যে মুসলমান বাদে বাকিরা এই হত্যাটাকে একটা পৈশাচিক আড়াই প্যাঁচে কেটে রক্তক্ষরণ করতে করতে মৃত্যুর মত একটা প্রক্রিয়ায় পরিণত করে নি, তারা এটা লোকচক্ষুর অন্তরালে করে, পুরো শহর মৃত জন্তুর রক্তে থৈথৈ করায় না।দুটোর মধ্যে কি প্রভেদ আছে? আমার মনে হয় বিশাল প্রভেদ আছে। বাকিদের কাছে পশুহত্যা একটা necessary evilú এদের কাছে এটা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কে-এক ইব্রাহিম কি জানি করেছিল, তার পুনরাবৃত্তি।ধর্মীয় কারণে পশুবলি প্রথা বহু বাঙালি হিন্দুর অপছন্দদ, যাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও আছেন।রাজর্ষি তাঁর একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস, যা ত্রিপুরার রাজপরিবারের ইতিহাস এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানবতার জয়কে কেন্দ্র করে রচিত। এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্র হলো রাজা গোবিন্দমাণিক্য এবং তাঁর রাজ্যে ধর্মীয় কুসংস্কার ও বলিদান প্রথার বিরুদ্ধে রঘুপতির বিদ্রোহ।

জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ক্যালগারি পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

ক্যালগারি ও নয়াদিল্লি, ১৭ জুন ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য মঙ্গলবার ক্যালগারি পৌঁছেছেন। এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে টানা ষষ্ঠ অংশগ্রহণ। এই সফর প্রধানমন্ত্রী মোদীর তিন দেশের সরকারি সফরের অংশ।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন জানান, জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে কানাডার ক্যালগারিতে পৌঁছেছি। শীর্ষ সম্মেলনে বিভিন্ন নেতার সঙ্গে সাক্ষা করব এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয়গুলিতে আমার মতামত ভাগ করে নেব।

প্রায় সাড়ে ৫ ঘণ্টা পর খুলল স্কুল সার্ভিস কমিশনের পোর্টাল

কলকাতা, ১৭ জুন ঃ সময় ছিল সোমবার বিকেল পাঁচটা। কিন্তু সোমবার বিকেল পাঁচটা বেজে গেলেও ওয়েবসাইটে পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। ফলে ফর্ম ফিলাপ ঘিরে তৈরি হয় নতুন বিতর্ক।সেই প্রক্রিয়া শুরু হয় সোমবার সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পর। এদিন রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ ফর্ম ফিলাপের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে জানা যাচ্ছে, ফর্ম ফিলাপের প্রক্রিয়া শুরু হতেই এসএসসি-র ওয়েবসাইট খুলতে বেশ সমস্যা পড়েন পরীক্ষার্থীরা।

সান ফ্রান্সিসকো থেকে মুম্বইগামী বিমান আটকে কলকাতায়, নামানো হল যাত্রীদের

কলকাতা, ১৭ জুন ঃ কলকাতা বিমানবন্দরে মাঝরাতে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দাঁড়িয়ে গেল এয়ার ইন্ডিয়ার একটি আন্তর্জাতিক উড়ান। সান ফ্রান্সিসকো থেকে মুম্বইগামী ওই বিমান কলকাতা হয়ে যাওয়ার পথে এক ইঞ্জিনে প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দেয়। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে যাত্রীদের নামিয়ে নেওয়া হয়।কলকাতা থেকে রাত ২টোর সময় বিমানটির মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও বিমানটি রওনা হয়নি। সূত্রের খবর, বিমানটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। বিমানের বাঁ দিকের ইঞ্জিনে কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা রয়েছে। সে কারণে এখনও তা আটকে আছে।এদিন ভোর ৫টা ২০ মিনিট নাগাদ সকল যাত্রীকে বিমান থেকে নেমে যাওয়ার জন্য বলা হয়। এআই ১৮০-র পাইলট ঘোষণা করেন, বিমানের সুরক্ষাজনিত কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের বিমান থেকে নামানোর পরে এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিমানটিকে দমদম বিমানবন্দরে টারম্যাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই বিমানবন্দরে উড়ান সংস্থার কর্মীরা (গ্রাউন্ড স্টাফ) ইঞ্জিনের সমস্যাটি খতিয়ে দেখছেন।

হরিয়ানার মডেল শীতল খুনের ঘটনায় গ্রেফতার এক যুবক

সোনিপত, ১৭ জুন ঃ হরিয়ানার মডেল শীতল ওরফে সিম্মি চৌধুরী খুনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক যুবককে সোমবার রাতে গ্রেফতার করেছে সোনিপত পুলিশ। জানা গেছে, ধৃতের নাম সুনীল। সে শীতলের পরিচিত বলে জানা যাচ্ছে। পুলিশের দাবি, সুনীল জেরায় স্বীকার করেছে, সেই শীতলকে খুন করেছে। হরিয়ানা পুলিশ মঙ্গলবার সুনীলকে আদালতে পেশ করবে।উল্লেখ্য, সোমবার সোনিপতে খাল থেকে উদ্ধার হয় শীতল ওরফে সিম্মির দেহ। থাকতেন বোনের সঙ্গে, পানিপতে। ১৪ জুন শুটিংয়ে যাবেন বলে বেরোন। না ফেরায় পানিপত থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছিল পরিবার।

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনাঃ১৩২ দেহ শনাক্ত

আহমেদাবাদ, ১৭ জুনঃকেটে গিয়েছে চারটে দিন। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় মৃত ১৩২ জনের দেহ ডিএনএ পরীক্ষায় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে এখনও পর্যন্ত। আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে স্বজনহারাদের ভিড় চোখে পড়েছে হাসপাতাল চত্বরে।গুজরাটের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রুশিকেশ প্যাটেল মঙ্গলবার জানান, আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত ১৩২ জন নিহতের দেহ শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯৭ জনের মৃতদেহ ইতিমধ্যেই নিহতদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে আহমেদাবাদ-লন্ডন এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান টেকঅফের কিছুক্ষণ পরেই ভেঙে পড়ে আহমেদাবাদের মেঘানিনগর এলাকায়। বহু যাত্রী মারা গিয়েছেন এই বিমান দুর্ঘটনায়। এদিন দুপুর ১টা ১৭ মিনিট নাগাদ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল। ১টা ৩৮ মিনিট নাগাদ ভেঙে পড়ে বিমানটি বলে মনে করেনছেন অনেকেই আজ থেকেই।

পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধির চেষ্টায় পূর্ব রেলের সচেতনতা বৃদ্ধি অভিযান

কলকাতা, ১৭ জুন ঃপূর্ব রেল স্টেশন প্রাঙ্গণে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে এবং আবর্জনামুক্ত রেলপথ বজায় রাখার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।শহরতলির স্টেশনগুলিতে যাত্রীর সংখ্যা বেশি, এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই রেল পরিস্কার, নিরাপদ এবং আরও মনোরম পরিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করছে।এই প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান বাধা হল কিছু যাত্রী এবং স্টেশন ব্যবহারকারী। তাঁরা নির্বিচারে আবর্জনা এবং থুতু ফেলা ক্রমাগত চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের আচরণ কেবল রেল চত্বরের চেহারাই নষ্ট করে না, গুরুতর পরিবেশগত এবং পরিচালনাগত উদ্বেগও তৈরি করে।এর সমাধানের জন্য, পূর্ব রেলপথ বিভিন্ন স্টেশনে ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচার করেছে। যাত্রীদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে সংবেদনশীল করে তুলেছে। স্বাস্থ্য বিভাগ, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) এবং স্টেশন কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই প্রচারণাগুলি নিয়মিত পরিচালিত হয় বলে জানা গেছে খবর সূত্র থেকে আজই।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনি সেরা কাজগুলিকে ত্বরান্বিত করতে এগিয়ে থাকবেন। আপনার প্রতি মানুষের আস্থা বাড়বে। দায়িত্বশীল কাজকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বাড়তে পারে। তথ্য আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাবে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জ্ঞানে থাকবেন। আপনি বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে পারবেন।

বৃষঃ আজ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের কাছ থেকে সমর্থন আপনাকে আত্মবিশ্বাস দেবে, যা আপনাকে ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনার রুটিন ভারসাম্য রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়। যোগব্যায়াম এবং ধ্যানের জন্য কিছুটা সময় বের করুন, যা আপনার মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সহায়তা করবে।

মিথুনঃআজ রক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রেড ওয়াইনের সাহায্য নিতে পারেন। এটি তাদের আরো আরাম দেবে।

কর্কটঃআজ আপনি আপনার সুখ বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। আপনি উসাহের সঙ্গে শুভ কাজে অংশ নেবেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তেজনা থাকবে। অনুষ্ঠানগুলি বড় আকারে অনুষ্ঠিত হবে। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে ধৈর্য ধরুন। নৈতিক ও আইনি বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা হবে। বিজ্ঞতার সঙ্গে এগিয়ে. যাওয়ার চেষ্টা করবেন। দূর দেশের বিষয়গুলি অনুকূলে থাকবে।

সিংহঃ আজকের দিনে আপনি আপনার কেরিয়ারের অগ্রগতির জন্য নতুন কিছু করার কথা ভাবতে পারেন। আপনি সহকর্মীদের সমর্থন পাবেন, যা আপনার পরিকল্পনাগুলিকে ত্বরান্বিত করবে। ব্যক্তিগত জীবনে আপনি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে সময়.কাটানো উপভোগ করবেন। পরিবারে সুখ এবং সম্প্রীতি বজায় থাকবে।

কন্যাঃআজ জমি সংক্রান্ত কাজে অপ্রয়োজেনীয.বাধা আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা থাকবে। রাজনীতিতে প্রত্যাশিত জনসমর্থন পাওয়ার ফলে আধিপত্য বাড়বে।

তুলাঃআজকের দিনটি আপনার জন্য ভারসাম্য এবং সম্প্রীতি আনার সুযোগ নিয়ে.এসেছে।

বৃশ্চিকঃ আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সাথে সম্পর্ক এবং বন্ধন পুনরুজ্জীবিত করার দিন।

ধনুঃআজ পরিবারে কিছু শুভ অনুষ্ঠান হবে। চাকরিতে পদোন্নতির পাশাপাশি আপনার ইচ্ছা অনুযাযী. কাজ করার সুযোগ পাবেন।

মকরঃআজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং সুযোগে ভরপুর। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা ফলপ্রসূ হতে পারে, যা আপনাকে আত্মতৃপ্তি এবং আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি দেবে।

কুম্ভঃআজ আপনি বুদ্ধিবৃত্তিক তীক্ষ্ণতার সাথে সমস্ত বিষযে. কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে স্বাচ্ছ ঃ দ্য বোধ করবেন। শৈল্পিক দক্ষতার উপর জোর দেওয়া. হবে। আপনি বিরোধীদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখবেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। হবে। লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। সাফল্যের হার উর্ধ্বমুখী হবে।।

মীনঃ আজ আপনার সৃজনশীলতা তার শীর্ষে থাকবে, যা আপনাকে শিল্প, সঙ্গীত বা লেখায.নতুন অনুপ্রেরণা দিতে পারে। আপনার

আবহাওয়া

রাজ্যে বর্ষা প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি। সব ঠিকঠাক থাকলে আজকের মধ্যে রাজ্যে ঢুকতে পারে বর্ষা। তারই মাঝে সুখবর। বঙ্গে বেশ কিছুটা কমতে পারে তাপমাত্রা। আপাতত সপ্তাহভর দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। কলকাতা-সহ প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টি চলবে। তবে অতি ভারী বৃষ্টিতে ভিজতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর। বুধবারও একই আবহাওয়া। বৃহস্পতি ও শুক্রবারেও ভারী বৃষ্টি চলবে পশ্চিমের জেলাগুলিতে। এছাড়া ৩০-৫০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। উত্তরবঙ্গেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। মালদহ ও দুই দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং-সহ অন্যান্য জেলাতে। আগামী ৩ দিনে তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে রাজ্যে।।জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ১০টা৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতেপারে।

সোনারপুরে শিক্ষকের বাড়িতে চুরি, উধাও লক্ষাধিক টাকা

দুরন্ত বার্তা,সোনারপুর, ১৭ জুন ঃ বাবার মৃত্যুতে বাড়ি ছেড়েছিলেন শিক্ষক, ফিরে এসে পেলেন লণ্ডভণ্ড সংসার,বাথরুমের জানালার গরাদ কেটে বাড়িতে ঢুকে দোতলার ঘরেও তাণ্ডব চালায় চোরেরা।রামশঙ্কর মন্ডল একজন সংস্কৃত

শিক্ষক, পেশায় গুরুদায়িত্বে থাকলেও জীবনের এই অধ্যায়ে এসে তিনি দাঁড়ালেন নেমে আসা এক নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি। ২১ বছর ধরে রুপনগরের যে বাড়িতে তিনি পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন, সেখানেই ঘটল এক দু ঃসাহসিক চুরির কাণ্ড। পিতার প্রয়াণে পৈত্রিক ভিটে গোসাবার রাঙাবেলিয়ায় গিয়েছিলেন তিনি। ১৩ই জুন তালা বন্ধ করে রওনা দেন।১৬ ই জুন যখন বাড়ি ফিরে এলেন, তখন দেখলেন যে মেন গেটের তালা উধাও। ভিতরে ঢুকেই দেখতে পেলেন বিভীষিকাময় এক দৃশ্য-তালা ভাঙা ঘর, লন্ডভন্ড আসবাব, ও ফাঁকা আলমারি।নিচের তলার একটি ঘর ও দোতলার তিনটি ঘরে দুষ্কৃতীরা নির্বিঘ্নে তাণ্ডব চালায়। ভাঙা তিনটি স্টিলের আলমারি ও শোকেসের ভিতর যা ছিল,তার মধ্যে ছিল স্ত্রীর অপারেশনের জন্য তোলা নগদ এক লক্ষ টাকা ও প্রায় ১৫ ভরি সোনার গয়না। এই ঘটনায় শুধু আর্থিক নয়, মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত মন্ডল পরিবার। তাঁদের আশঙ্কা, বাথরুমের জানালার গরাদ কেটে চোরেরা ঢুকেছিল। চারদিক ঘিঞ্জি এলাকায় ভরা হলেও এই চুরির ঘটনা চোখে পড়েনি কারও-এতেই ভয় বাড়ছে আশেপাশের মানুষদের।আরএই ঘটনার পর রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন রুপনগর এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় নেই পর্যাপ্ত আলো, নেই নিয়মিত পুলিশি টহল। যার সুযোগ নিয়েই একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটছে। রামশঙ্করবাবু ইতিমধ্যেই সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারিনি। স্থানীয়দের দাবি, এভাবে যদি শিক্ষিত পরিবারের ওপর এমন হামলা হয়, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? তাঁরা চাইছেন দ্রুত দুষ্কৃতীদের পাকড়াও করে এলাকায় ফিরিয়ে আনা হোক নিরাপত্তা ও স্বস্তির বাতাবরণ। প্রশাসনের উপর ভরসা রেখেই এখনও অপেক্ষায় গোটা রুপনগরের মানুষ। সোনারপুর থানার পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত করছে বলে জানা গেল।

তদন্তে নেমে প্রায় দু কেজি সোনার গয়না উদ্ধার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১৭ জুন ঃ ১৫ কোটি টাকার প্রতারণার মামলার তদন্তে নেমে মুল অভিযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য ও তার দুই বান্ধবী সহ মোট তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এছাড়া সাড়ে চারকোটি টাকা এখনো পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি। মঙ্গলবার পুলিশ সুপার জানান গত ২২ ফেব্রুয়ারিতে সস্তা সু ন্দর নামে একটি সংস্থার পক্ষ থেকে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তাদের অভিযোগ তারা থার্ড পার্টি এজেন্সি এসবি সিকিউরিটি অ্যান্ড সার্ভিসেস এর মাধ্যমে মেডিকেল সাপ্লাই করতেন। যারা সস্তা সুন্দরের হয়ে বাড়ি বাড়ি মেডিসিন ডেলিভারি দিত। মেডিসিন বিক্রির টাকা সস্তা সু ন্দরের অ্যাকাউণ্টে জমা করার কথা। কিন্তু ২ বছর ধরে সেই টাকা জমা করা হচ্ছিল না। আনুমানিক ১৫ কোটি টাকার মাল বিক্রি করেছে। ঘটনার তদন্তে নেমে প্রথমেই তারকনাথ ভট্টাচার্য কে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া ৩টি ২৫ লক্ষ টাকা মুল্যের চারচাকা গাড়ি, ৪টি ফ্ল্যাট, ১২টি বাইক যার মুল্য ৮ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা, ৮৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে লিজে নেওয়া একটি দোকান, ২৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ল্যান্ড, ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ক্যাশ, ৫১ লক্ষ টাকার মেডিসিন, ৩০ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে ফ্রিজ করা হয়। তারককে জিজ্ঞাসাবাদ করে ১৪ই জুন পম্পা মিস্ত্রিকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় এই টাকা থেকে সোনা কেনা হয়েছে। ১কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার সোনার গহনা বাজেয়াপ্ত করা হয়। মোট ১৫ কোটি টাকার প্রতারণা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে পুলিশ সাড়ে চার কোটি টাকার মালপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। মুল অভিযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য সহ তার দুই বান্ধবী গ্রেফতার। তারমধ্যে একজন শতরুপা সরকার কে গল্ফগ্রীন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। যিনি বার সিঙ্গার ছিলেন। আরেক বান্ধবী পম্পা মিস্ত্রি নিমতা থেকে গ্রেফতার করা হয় যিনি কোম্পানীর হিসাবরক্ষক ছিলেন। পুরো ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশের বিশেষ টিম।

আবর্জনা সাফাইয়ের জন্য হাওড়া পুরসভায় চারটি 'পে-লোডার' আনলো

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ জুন ঃ শহরের আবর্জনা সাফাইয়ের কাজে ব্যবহারের জন্য এবার হাওড়া পুরসভায় চারটি 'পে-লোডার' আনা হলো। মঙ্গলবার সকালে হাওড়া পুরসভার মুখ্য কার্য্যালয়ে এগুলির শুভ সূচনা হয়। জানা গেছে, হাওড়া পুরসভাকে এই 'পে-লোডার'গুলি দেওয়া হয়েছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফ থেকে। পুরসভা সূত্রের খবর, এছাড়াও আবর্জনা বহন করার জন্য কয়েকটি ডাম্পারও আনা হচ্ছে। এদিন হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, এই 'পে-লোডার'গুলি আমাদের গারবেজ লিফটিং এর কাজে ব্যবহৃত হবে। ভ্যাট উপচে ময়লা অনেক সময় রাস্তায় চলে আসে। এগুলি ব্যবহারের ফলে আমরা ময়লা ভ্যাটের মধ্যেই রাখতে পারব। একই সাথে গারবেজ লিফটিংয়ের ক্ষেত্রেও আমাদের বিশেষ সুবিধা হবে।

বিজয় গড় কলেজে এক পক্ষ কাল ব্যাপী ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম

অপরাজিতা ভট্টাচার্য

১৭ জুনঃ গত ১৬ জুন সোমবার থেকে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ইনোভেশন সেন্টারের উদ্যোগে শুরু হল ১৫ দিন ব্যাপী রেডিও প্রোডাকশন এর উপর ইন্টার্নশিপ। সহযোগিতায় রয়েছে এই কলেজের একমাত্র ইন্টারনেট রেডিও স্টেশন রেডিও কলকাতা.উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজ, বারুইপুর কলেজ এবং কে কে দাস কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকা। ইন্টার্নশিপের উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষা ড.রাজ্যশ্রী নিয়োগী। তিনি বলেন ভবিষ্যতে ছাত্র ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে ধারাবাহিক ভাবে ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করবেন এই কলেজ থেকে. প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত দূরদর্শন কলকাতার প্রাক্তন অডিয়েন্ রিসার্চ অফিসার এবং আকাশবাণী ও দূরদর্শনের কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী ড. রাজীব কর চৌধুরী বলেন সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩০ হাজার ইন্টারনেট রেডিও থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে কলেজ স্তরে এরকম উদ্যোগ এক বিরল ঘটনা.অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিদ্যাসাগর কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের বিভাগীয়. প্রধান ড. সোনারেখা চট্টোপাধ্যায়. বলেন ছাত্রছাত্রীরা ১৫ দিন ধরে হাতে কলমে কাজ করার যে সুযোগ পাবে তা ওদের ভবিষ্যত জীবন কে ত্বরান্বিত করবে। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের অভ্যন্তরীণ মান নির্ণয়ক কমিটির তত্বাবধায়ক ড. প্রসেনজিৎ দাস, শিক্ষক সমিতির সম্পাদক ড.অভিজিত দাস। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের বিভিগীয় প্রধান ও রেডিও কলকাতার অধিকর্তা ড. অর্ণব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আকাশবাণী ও কলকাতা দূরদর্শনের অনুষ্ঠান উপস্থাপক সৌম্য দেব বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে রেডিও কলকাতার সমগ্র কার্যকলাপের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দিলেন রেডিও কলকাতার অনুষ্ঠান প্রযোজক নবীনা রায় মজুমদার। পরে রেডিও কলকাতার আরও দুজন অনুষ্ঠান প্রযোজক অর্পিতা সরদার ও শুক্তি বসু পাল নিজেদের কর্ম অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন উপস্থিত সবার সঙ্গে। রেডিও কলকাতার কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান চাষবাস এর অনুষ্ঠান প্রযোজক রাজ্যেশ্বর সাহা এবং বেবী সরদার ও উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে. অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের বিভিগীয় প্রধান ও রেডিও উপস্থাপক ড. বিশ্বজিত দাসের বক্তৃতা। তিনি সবার সাথে নিজের রেডিওতে কাজ করার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন। এই পর্বটি ছিল যথেষ্ট আকর্ষণীয়। বিভিন্ন উদাহরনের মাধ্যমে তিনি ছাত্রছাত্রীদের শেখালেন মাইকের সঠিক ব্যবহার, রেডিও প্রোগ্রামের রকমভেদ, ইন্টারভিউ নেওয়া ও রেডিও স্ক্রিপ্ট লেখার পদ্ধতি। দুটি পর্বেই ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। ১৫ দিন ব্যাপি এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের আগামী দিনগুলিতে থাকবে নিউজ রিডিং, অ্যাঙ্কারিং, রেডিও স্ক্রিপ রাইটিং, রেডিও নাটক, রেডিও টক, টক শো, রেডিও ফিচার, রেডিও জকি, অডিও এডিটিং, প্রোগ্রাম প্রমোশন এরকম নানান বিষয়ে আলোচনা। এরই সাথে হাতে কলমে হবে ফিল্ড ভিজিট, স্টুডিও প্রোগ্রাম, বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাকার নেওয়ার

সর্বভারতীয় মেডিকেল এন্ট্রান্স পরীক্ষায় নিট এ সফল জয়নগরের বহড়ুর মেধাবী ছাত্রী তিস্তা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,১৭ জুন ঃ জয়নগরের মেধাবী এক শিক্ষার্থী ২০২৫ এ সফল হয়ে সরকারি মেডিকেল কলেজে এম বি বি এস এ পড়ার সুযোগ পেল। কিন্তু তাদের পরিবারের আর্থিক সংকটের কারনে ভর্তি হওয়া এবং এম বি বি এস পড়া চালিয়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত। কৃতি এই পড়ুয়া হলো তিস্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার বাবা সজল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি একটি ছোট্ট দোকান চালায় এবং মা বনশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা।তিস্তার বাড়ি জয়নগর থানার জয়নগর ১ নং ব্লকের বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের বহড়ু মাঝের পাড়ায়। তিস্তা পঞ্চম শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত দক্ষিন বারাশত শ্রী শ্রী সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রতি ক্লাসে প্রথম হয়ে এসেছে।একাদশ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত দক্ষিন বারাশত শিবদাস আচার্য হাইস্কুলে পড়াশোনা করে।২০২৪ সালে এই স্কুল থেকে ৯৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে।ছোট বেলা থেকে লেখাপড়ার প্রতি অদম্য

জেদই আজ তাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে।বাবার তেমন সামর্থ্য নেই।তাই স্থানীয় শিক্ষকদের কাছেই পড়াশোনা।আর বাবা, মা, ঠাকুমা, কাকা, কাকিমা,মাসি ও পরিবার পরিজনদের নিরন্তন সহযোগিতায় আজ সে এগিয়ে চলেছে।২০২৫ অর্থাৎ এবছরের সর্বভারতীয় মেডিকেল এন্ট্রান্স পরীক্ষা নিট -এ তিস্তা ৭২০ এর মধ্যে ৫১৮ নম্বর পায়,এবং তার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তার র‍্যাঙ্ক ৩৪০৩৭।ছোট বেলা থেকে তিস্তা ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখতো,সেই মতো তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে এবার সরকারি কলেজে এম বি বি এস পড়ার সুযোগ পেল।কিন্তু তার পরিবার আর্থিক সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে।এ ব্যাপারে তিস্তা বলেন,ছোট থেকেই আমার একটাই ভাবনা আমি কবে এম বি বি এস পড়বো।ডাক্তার হবো।আমি ডাক্তার হয়ে গ্রামের প্রকৃত গরীব মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দোবো। তার শিক্ষকরা চান তিস্তা যেন ভবিষ্যতে মানব সেবায় নিয়োজিত আদর্শ চিকিৎসক হিসাবে সমাজের কল্যাণে অবদান রাখে।আর তার এই সাফল্যে খুশি জয়নগর থানা এলাকার মানুষ।

বসিরহাটের গোটরা পঞ্চায়েতে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে ও গুলি করে খুন,গ্রেপ্তার চার

সৌরভ দাশ,বসিরহাট ,১৭ জুন ঃ বসিরহাটের গোটরা পঞ্চায়েতের ঘোনা গ্রামের ঘটনা। মৃত বছর চব্বিশের আনার হোসেন গাজী। জানা যায়, সোমবার রাতে এলাকার একটি চায়ের দোকানে বসেছিল ওই যুবক,সেই সময় কিছু দুষ্কৃতী এসে তার ওপর হামলা চালায় । ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে কোপ মারে এবং গুলিও চালায় বলে অভিযোগ । তড়িঘড়ি স্থানীয়রা তাকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে । আনার হোসেন এর পরিবারের অভিযোগ গ্রামের দুষ্কৃতীরাই তাকে খুন করেছে। মৃতের

কাকা ফজর আলি গাজী বলেন,আনার হোসেন তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তবে কি কারনে এই ঘটনা তা নিয়ে সন্দীহান তিনি। তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় সাবির গাজী , বিল্লাহ শেখ ,রবিউল সরদার , বাকীবিল্লাহ মন্ডল নামের চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতদের দশ দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে আদালত ধৃত চার জনের সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।তবে কী কারণে এই হামলা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দীর্ঘদিনের বেহাল সেতু মেরামতের দাবিতে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৭ জুন ঃ দীর্ঘদিন ধরেই সেতুর বেহাল অবস্থা। ক্যানিংয়ের ডাবু খালের উপর নির্মিত উত্তর অঙ্গদবেরিয়া ও দক্ষিন অঙ্গদবেরিয়ার সংযোগ কারী স্থানীয় বিধায়ক পরেশ রাম দাস। বছর পনেরো আগে এখানে থাকা কংক্রিটের সেতুটি ভেঙে যায়। এর পর পাশে একটি কাঠের সেতু তৈরি করা হয় সেচ দফতরের উদ্যোগে। রোগী নিয়ে যাতায়াত করা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ এলাকার মানুষদের।এই কাঠের সেতুর উপর দিয়ে ক্যানিং ১ ব্লকের দাঁড়িয়া,হাটপুকুরিয়া, নিকারীঘাটা,

সখেরহাট বটতলার কাঠের সেতু দিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করলেও ভেঙে যাওয়া এই সেতু মেরামতির কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না প্রশাসন। এ বিষয়ে বারে বারে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসন, বিধায়ককে জানালেও কোন লাভ হয়নি বলেই দাবি স্থানীয়দের। বার বার শুধুই আশ্বাস মিলেছে, কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছে না বলে এলাকার মানুষজন একত্রিত হয়ে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখালেন।এই সেতুটি সেচ দফতরের অধীন হলেও তাঁরা এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ নিচ্ছে না বলেই অভিযোগ। আর সেতু সারানো না হলে নেতাদের চরম হুশিয়ারি দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।তবে এ ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু এই কাঠের সেতুটি ও বছর চারেক আগে ভেঙে যায়। তারপর থেকেই এলাকার সাধারণ মানুষ এই সেতুটি মেরামতি কিম্বা বিকল্প হিসেবে কংক্রিটের সেতু তৈরির আবেদন জানিয়ে এলেও কোন লাভ হয়নি। প্রতিদিন স্থানীয় বঙ্কিম সর্দার কলেজ, সরকারি আইটিআই কলেজ, অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র সহ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হাইস্কুলের ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকাদের যেমন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই ভাঙাচোরা সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে তেমনি এলাকার সাধারণ মানুষ সহ আশপাশের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষকে ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটছে। সেতু থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙছে। গোপালপুর ও দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ যাতায়াত করেন। এলাকার স্কুল, কলেজ, থানা, রেল স্টেশন, হাসপাতাল এবং বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি দফতরে যেতে হলে অন্যতম ভরসা এই কাঠের সেতু। নড়বড়ে ভাঙাচোরা এই কাঠের সেতুর উপর দিয়েই চলাচল করতে হয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। নতুবা কয়েক কিলোমিটার ঘুরে দৈনন্দিন কাজকর্ম মেটাতে হয়। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সরকারি দফতর থেকে শুরু করে জন প্রতিনিধিদের কাছে বারে বারে দরবার করেছেন এলাকার মানুষ কিন্তু সুরাহা হয়নি। এ বিষয়ে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস বলেন,মানুষের সমস্যা মেটাতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে এখানে।

বিধায়কের উদ্যোগে নতুন রাস্তা, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গোলাপ ফুল ও চকোলেট তুলে দিল স্কুল পড়ুয়ারা

সুমন আদক , হাওড়া, ১৭ জুন ঃ ভারী যানবাহন চলার কারণে ও জল জমে হাওড়ার ঘুসুড়ির নস্কর পাড়া রোড অনেকদিন ধরেই খানাখন্দের জেরে চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছিল। ওই রাস্তার উপরেই রয়েছে শ্রীহনুমান জুট মিলস হিন্দি হাইস্কুল। খারাপ রাস্তার কারণে ছাত্রছাত্রীদেরও হাঁটাচলায় অসুবিধা হচ্ছিল। সেই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরেই এগিয়ে আসেন উত্তর হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। তাঁর উদ্যোগে নস্কর পাড়া রোড সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি করা হয়। এই নতুন রাস্তা পেয়ে স্থানীয় অধিবাসী থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সকলেই উচ্ছ্বসিত ও আনন্দিত। মঙ্গলবার সকালে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিধায়ক গৌতম চৌধুরীকে গোলাপ ফুল দিয়ে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়েছিল ওই রাস্তা। বেহাল রাস্তার জন্যই প্রতিদিন ঘটত দুর্ঘটনা। বৃষ্টি হলেই স্কুল বন্ধ হয়ে যেত। সাধারণ মানুষ থেকে স্কুল পড়ুয়ারা সকলেই সমস্যায় পড়ত। অবশেষে উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর উদ্যোগে প্রায় ১০ বছর পর নতুনভাবে তৈরি হয়েছে উত্তর হাওড়ার ঘুশুড়ির নস্কর পাড়া রোডের প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা। এই রাস্তার উপরেই রয়েছে হাওড়ার অন্যতম প্রাচীন শ্রীহনুমান জুট মিলস

হিন্দি হাইস্কুল। এই রাস্তা তৈরি হওয়ায় খুশি স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দারা সকলেই। মঙ্গলবার বিধায়কের হাতে গোলাপ ফুল, চকোলেট তুলে দেয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। স্কুল ছাত্ররা জানায়, বর্ষার সময় এখানে রাস্তায় জল জমে যেত। ফলে স্কুলে আসা যাওয়ার সমস্যা হত। ক্লাস মিস হতো। স্থানীয় বিধায়ক গৌতম চৌধুরী এই রাস্তাটি তৈরি করে দেওয়ায় আমাদের সমস্যা দূর হলো। এদিকে, উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, শ্রীহনুমান জুট মিলস হিন্দি হাইস্কুল অনেক পুরনো স্কুল। এখানে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ১,২০০ ছাত্রছাত্রী পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি খুব খারাপ অবস্থায় পড়েছিল। এই রাস্তাটা এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে ছিল যে রাস্তাটা সংস্কার করা যাচ্ছিল না। খুব সমস্যা হচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাস্তা সু ন্দর করে তৈরি করে দিয়েছেন। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আর সমস্যা হবেনা।

ডায়না টি কোম্পানী লিমিটেড

সিনঃ এল ১৫৪৯৫ডব্লুবি১৯১১পিএলসি০০২২৭৫

নিবন্ধিত অফিসঃ স্যার আরএনএম হাউস (৪র্থ তলা),৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোনঃ(০৩৩) ২২৪৮-৮৬৭২, ৪০৬৬ ১৫৯০-৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেইলঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

উপ-বিষয়ঃ ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড (কোম্পানি) এর ইক্যুইটি শেয়ার 'বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ-কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণাল' (আইইপিএফ) এর ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর, যার লভ্যাংশ গত সাত বছর ধরে দাবিহীন বা অপরিশোধিত রয়ে গেছে।

বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (হিসাব, নিরীক্ষা, স্থানান্তর এবং ফেরত) সংশোধনী বিধি, ২০১৭ (নিয়ম) দ্বারা সংশোধিত, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এর ধারা ১২৪ এবং ধারা ১২৫ এর বিধান অনুসারে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (হিসাব, নিরীক্ষা, স্থানান্তর এবং ফেরত) বিধি, ২০১৬ (নিয়ম) এর সাথে পঠিত, ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে ঘোষিত লভ্যাংশের ক্ষেত্রে কোম্পানির যে ইক্যুইটি শেয়ারগুলি টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে দাবিবিহীন বা অপরিশোধিত রয়ে গেছে, সেগুলি কোম্পানি কর্তৃক আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করতে হবে।

কোম্পানি ইতিমধ্যেই নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ-তে স্থানান্তরের জন্য দায়ী প্রতিটি শেয়ারহোল্ডার(দের) কে তাদের সর্বশেষ ঠিকানায় পৃথক নোটিশ পাঠিয়েছে।

এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ বিবরণ, যার মধ্যে রয়েছে তাদের নাম, ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি-ক্লায়েন্ট আইডি এবং স্থানান্তরের জন্য প্রদেয় শেয়ারের সংখ্যা, কোম্পানির ওয়েবসাইট http:www.dianatea.in-এও পাওয়া যাবে।

শেয়ারহোল্ডারদের অবিলম্বে বকেয়া লভ্যাংশ দাবি করার জন্য রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যদি ১০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের মধ্যে এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনও যোগাযোগ না পাওয়া যায়, তাহলে কোম্পানিটি নিয়ম অনুসারে বিজ্ঞাপিত পদ্ধতি অনুসরণ করে, পরবর্তী কোনও নোটিশ ছাড়াই আইইপিএফ -তে শেয়ার স্থানান্তর করতে বাধ্য হবে, যা নিম্নরূপঃ

- যদি আপনার শেয়ারগুলি বাস্তব আকারে থাকে-তাহলে আপনার নামে নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট জারি করা হবে এবং প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর আইইপিএফ-এর অনুকূলে স্থানান্তরিত হবে। অতএব, আপনার নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট বাতিল এবং অ-আদান-প্রদানযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
- ডিম্যাট আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে-কোম্পানি আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে থাকা শেয়ারগুলিআইইপিএফ-এর অনুকূলে স্থানান্তরের জন্য কর্পোরেট অ্যাকশনের মাধ্যমে ডিপোজিটরিকে অবহিত করবে।

শেয়ারহোল্ডাররা আরও মনে রাখবেন যে,আইইপিএফ-তে শেয়ার এবং দাবিবিহীন লভ্যাংশ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা www.iepf.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ নির্ধারিত ফর্মআইইপিএফ-৫-এ একটি অনলাইন আবেদন জমা দিয়ে এবং ফর্ম আইইপিএফ-৫-এ তালিকাভুক্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানি এবং আরটিএ-তে যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত একটি বাস্তব অনুলিপি প্রেরণ করে আইইপিএফ-এর কাছ থেকে একই দাবি দাবি করতে পারবেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত দাবিবিহীন লভ্যাংশ এবং শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও দাবি করা যাবে না।

চিঠিপত্রের ঠিকানা	
সচিবালয় বিভাগ, ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড, ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট,স্যার আরএনএম হাউস (৪র্থ তলা), কলকাতা-৭০০০১ ফোনঃ (০৩৩) ৪০৬৬-১৫৯০ / ৯৩ ইমেলঃcontactus@dianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in	মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ফোনঃ(০৩৩) ২২৪৩-৫০২৯, ২২৪৮-২২৪৮ ফ্যাক্স (০৩৩) ২২৪৮৪৭৮৭ ই-মেইলঃ mdpldc@yahoo.com

বোর্ডের আদেশক্রমে
ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর /-
(নম্রতা সরফ)
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নংঃ এ৪০৮২৪

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ১৭ই জুন, ২০২৫

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী দের নিয়োগ বাতিলের বিরুদ্ধে বিধানসভা অভিযান এ সমর্থনে অংশগ্রহণ করলো পশ্চিমবঙ্গ গনতান্ত্রিক নাগরিক সমাজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুন ঃ তারিখ ০৬.০৪.২৬ এ রাজ্য জুড়ে প্রাথমিক ও শিক্ষামিত্র (বিদ্যালয়সাথী) মামলায় হাইকোর্টে গুরুত্বপূর্ণ রায় হয়েছে। সেই রায়ে প্রায় ৩২,৯৬৫ জন শিক্ষক-শিক্ষামিত্র চাকরি হারিয়েছেন। খুবই কঠিন জীবন ও মুক্তির আশায় ২০০৯ সালের টেট পাশ করা যুবক-যুবতীরা প্রাথমিক শিক্ষায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। তারা আজ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। তাদের অনেকেই মানসিক চাপ থেকে আত্মহত্যা ও প্রচণ্ড দুর্দশার মধ্যে পড়ে রয়েছেন।তাদের এই সমস্যার দ্রুত প্রতিকারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং এই ৩২,৯৬৫ জন বঞ্চিত শিক্ষক-শিক্ষামিত্রদের অবিলম্বে কর্মস্থলে ফিরিয়ে আনার দাবী তে আজ বিধান সভা অভিযান করলো বঞ্চিত যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা।তাতে পশ্চিমবঙ্গ গনতান্ত্রিক নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সামিল হয়েছিল

We are The Common People,PUCL,Bengal Student's Unite ,All indian Human Rights Organisation এর সদস্যরা।পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চের অন্যতম ও We are The Common People এর সম্পাদক শুভজিত দত্তগুপ্ত জানান ,এসএসসি ২০১৬ প্যানেলের যোগ্য চাকরিহারা ভুক্তভোগী শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের চাকরি সুনিশ্চিত করতে, পরীক্ষার নামে স্কুল সার্ভিস কমিশনের বেআইনি নোটিশ এবং বেআইনি গেজেট প্রত্যাহারের দাবিতে, সকল যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ,যোগ্য ওয়েটিং ,নট কলড ফর ভেরিফিকেশন, চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষার্থীদের প্রায় ২২ লক্ষ OMR MIRROR IMAGE COPY প্রকাশের দাবিতে, বিধানসভায় জরুরি অধিবেশন ডেকে এই জ্বলন্ত সমস্যার (সকল যোগ্যদের চাকরি বাঁচানো)অতিদ্রুত সমাধানের দাবিতে হওয়া এই বিধান সভা অভিযান এ পশ্চিমবঙ্গ গনতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চ পূর্ণ সমর্থণ জানায় কিন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যে ডাকা এই কর্মসূচী তে মঞ্চের অন্যান্য সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হতে না পারলেও আগামী সময়ে মঞ্চ পূর্ণ শক্তি নিয়ে এই অন্দোলনের পাশে থাকবে।

দু-যুগ পরে বাড়ি ছেলে ফিরে এল

বনস্পতি দে, সিঙ্গুর,১৭ জুন ঃ দুই যুগের বেশি সময় ধরে নিখোঁজের তালিকায় চলে যাওয়া, ঘরের ছেলে সমর মালিক ঘরে ফিরতেই খুশির হাওয়া বইছে গোটা সিঙ্গুরে। প্রায় ২৫ বছর আগে বাড়ি থেকে কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্য থেকে হারিয়ে যাওয়া ছেলে ফিরে এলো বাড়িতে। ফাদার্স ডে-র দিনে নজিরবিহীন ঘটনাটি ঘটেছে সিঙ্গুর থানার বলরামবাটি গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ভিন রাজ্য রাজস্থানের জয়পুরে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে স্থানীয় এক স্বর্ণকার সিঙ্গুর বলরামবাটির বাসিন্দা সমর মালিককে নিয়ে যায়। সেই রাজস্থান থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় । এত দিন খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাননি বাড়ির লোকজন। হঠাৎ করেই এ দিন ছেলে বাড়ি আসে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হলেও, খুশির হাওয়া এলাকায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৯৭ সংখ্যা, বুধবার ৩ আষাঢ় ১৪৩২

ছুটি মানেই পরিবার— গৃহকর্মের নতুন ধারায় স্কুলগুলির অভিনব মানবিক উদ্যোগ

ছুটির অর্থ এখন আর কেবল বইখাতা নিয়ে বসে থাকা নয়। সময়ের সঙ্গে পালটে যাচ্ছে শিক্ষা ও শিশুদের মানসিক বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গি। এবার সেই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখা গেল ভারতের একাধিক স্কুলের গৃহকর্মের (হোমওয়ার্ক) নতুন ধারায়। গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে সাধারণত যে পরিমাণ প্রজেক্ট, রচনার কাজ বা গণিতের অনুশীলনী দেওয়া হয়, তা বহু ছাত্রছাত্রীর কাছেই হয়ে ওঠে একরকম মানসিক বোঝা। কিন্তু এবার একাধিক স্কুল, বিশেষত বেসরকারি ও বিকল্প শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়া প্রতিষ্ঠানগুলি, গৃহকর্ম হিসেবে এক ব্যতিক্রমী নির্দেশ দিয়েছে:'পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাও'। এই নিরীহ কিন্তু গভীর অর্থবহ বার্তা যেন বর্তমান সময়ের একটি বড় শূন্যতাকে পূরণ করার চেষ্টা। স্কুল কর্তৃপক্ষের মতে, গ্রীষ্মকালীন ছুটি কেবল পড়াশোনার জন্য নয়, বরং শিশুর সামগ্রিক মানসিক ও আত্মা বেগিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। একদিকে এই ছুটিতে যেমন শরীর ও মন বিশ্রাম পায়, অন্যদিকে এই সময়টাই উপযুক্ত পরিবারের সঙ্গে আত্মিক বন্ধন গড়ার জন্য। আর তাই, কয়েকটি স্কুল তাদের গৃহকর্মের খাতায় লিখে দিয়েছে; 'প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা পরিবারের সঙ্গে খেল, গল্প করো, রান্নায় সাহায্য করো, ঠাকুমার কাছে গল্প শোনো বা বাবার সঙ্গে বাজার যেও।' এমন একটি নির্দেশ আসা যেমন অভিভাবকদের কাছে এক বিস্ময়, তেমনই ছাত্রছাত্রীদের মনেও তৈরি করেছে এক নতুন উত্তেজনা। বহু মা-বাবা মনে করছেন, এটি নিছক একটি ছুটি কাটানোর নির্দেশ নয়, বরং একটি সামাজিক এবং মানসিক সুস্থতার চর্চা। আজকের দিনে প্রযুক্তির বাড়বাড়ন্ত, স্মার্টফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্তি শিশুদের পারিবারিক জীবন থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সকালে স্কুল, বিকেলে কোচিং আর রাতে হোমওয়ার্কের চাপে সন্তানরা যেন নিজেদের বাড়ির মানুষগুলোর সঙ্গেই দূরত্বে চলে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় এই নতুন ধরণের হোমওয়ার্ক হয়ে উঠেছে এক মানসিক পুনর্মিলনের হাতছানি। এই উদ্যোগের অন্তরালে রয়েছে গভীর মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা। শিশু মনোবিদদের মতে, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো শিশুদের মধ্যে সহানুভূতি, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। বিশেষ করে ছুটির সময় যেটা খেলাধুলা বা শারীরিক কার্যকলাপের মাধ্যমে হওয়া উচিত, তা যদি শুধু শৈক্ষিক বা একাডেমিক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে মনোসংযোগ ও আবেগিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। কিছু স্কুল তাদের গৃহকর্মের খাতায় এমনকি লিখে দিয়েছে, 'সপ্তাহে একদিন পরিবারকে নিজে বানানো খাবার পরিবেশন করো', বা 'দাদু-দিদার সঙ্গে বসে তাদের ছোটোবেলার গল্প লেখো'। এই উদাহরণগুলি প্রমাণ করে যে স্কুলগুলি এখন আর কেবল পাঠ্যবইয়ের গণ্ডির মধ্যে আটকে নেই, তারা বুঝছে সময়ের দাবি। শিশুদের মধ্যে কেবল তথ্যভান্ডার গড়ে তোলাই নয়, তাদের মধ্যে তুলতে হবে সংবেদনশীলতা। করোনা মহামারীর পর এই বিষয়টি আরও প্রকট হয়ে উঠেছে, যেখানে দেখা গেছে বহু শিশু অবসাদ, উদ্বেগ ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছে। অনেকেই পরিবারে থেকেও 'আলাদা' হয়ে পড়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা নিয়েই হয়তো অনেক স্কুল এবারের ছুটির হোমওয়ার্কে এনেছে এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। শিক্ষাবিদদের মতে, এই ধরনের হোমওয়ার্ক পদ্ধতি শুধু মানসিক স্বাস্থ্যই নয়, শিশুর ভাষা চর্চা, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও চিন্তনশীলতাও বাড়ায়। যখন একটি শিশু রান্নাঘরে মায়ের সঙ্গে সময় কাটায়, তখন সে শেখে খাদ্য উপাদান, পদ্ধতি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্তর। যখন সে ঠাকুমার গল্প শুনে তা লেখে, তখন তার লেখার দক্ষতা তো বাড়েই, সেইসঙ্গে শিকড়ের প্রতি, পারিবারিক স্মৃতি ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে বোধাপড়াও গড়ে ওঠে। এগুলি কোনও বইয়ের পাতায় লেখা থাকে না, অথচ জীবনের গভীর পাঠ এখানেই। এই ধরনের হোমওয়ার্ক প্রথার আরও একটি বড় ইতিবাচক দিক হলো, এটি 'পারফরম্যান্স প্রেসার' বা ফলাফল ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার চাপ থেকে মুক্তি দেয়। অনেক সময়ই দেখা যায়, গ্রীষ্মকালীন ছুটির হোমওয়ার্ক মূলত অভিভাবকদের মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়ায়। তারা নিজেরাই সন্তানের হয়ে প্রজেক্ট বানান, আঁকা করেন, লেখালিখি করেন। এতে শিশুর নিজস্ব অংশগ্রহণের বদলে গৃহকর্ম হয়ে ওঠে এক অলিখিত প্রতিযোগিতা। কিন্তু পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর মত হোমওয়ার্কে সেই ভ্রান্ত প্রতিযোগিতা আর জায়গা পায় না। এক্ষেত্রে অবশ্য কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যেমন, সব পরিবারেই তো অনুকূল পরিবেশ নেই। অভিভাবকদের সময় বা ইচ্ছার অভাব, কর্মব্যস্ততা কিংবা পরিবারে বিবাদ সম্পর্কে ছুটির সময় অনেক ক্ষেত্রে শিশুর এই অভিজ্ঞতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। সেই দিকটি স্কুলগুলির খেয়াল রাখা জরুরি। তবে এর সমাধান হতে পারে;শিক্ষকদের পক্ষ থেকে কিছু 'গাইডলাইন' দেওয়া, যা এমনকি ছুটির পরে স্কুলে এসে শিশুদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার মতো শ্রেণিকক্ষভিত্তিক আড্ডার আয়োজন। এই নয়া প্রবণতা আরও বড় এক আলোচনার জন্ম দিয়েছে;শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? কেবল ভালো নম্বর পাওয়া নয়, জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়াই কি শিক্ষার মূল লক্ষ্য নয়? সেই অর্থে পরিবারকেন্দ্রিক গৃহকর্ম শিক্ষার মূল ভাবনার কাছাকাছি পৌঁছায়। এই হোমওয়ার্ক শিশুদের শেখায় কৃতজ্ঞতা, ধৈর্য, সামাজিক দক্ষতা; যা ভবিষ্যতে নাগরিক হয়ে উঠতে অপরিহার্য। অবশেষে বলাই যায়, এই পরিবর্তন শুধু এক মৌসুমি পদক্ষেপ নয়, বরং একটি ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থার রূপান্তরের প্রতিফলন। এ ধরনের হোমওয়ার্ক যেখানে শিশুকে বলা হয়: 'বই বন্ধ করো, জীবনটা পড়ো'; সেই জায়গায় পৌঁছতে পারাই তো সত্যিকারের শিক্ষার সাফল্য। পরিবার, শিশু, এবং শিক্ষা; এই ত্রিবেণীর সংমিশ্রণেই গড়ে উঠতে পারে এক মানবিক সমাজ, যা শুধু বুদ্ধিমত্তায় নয়, হৃদয়ের উষ্ণতাও সমৃদ্ধ হবে। গ্রীষ্মের ছুটিতে সেই মানবিক পাঠেই এখন শেখাচ্ছে কিছু প্রগতিশীল স্কুল, যা নিঃসন্দেহে এক আশার আলো।

অবিরত ভূমিধসের পেছনে সিকিমের পরিবেশ বিপর্যয় ও অব্যবস্থাপনার করুণ চিত্র

দুরন্তবার্তা, বিশেষ প্রতিনিধি, সিকিম : সিকিম;হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এক প্রাকৃতিক স্বর্গরাজ্য, যার সৌন্দর্য, সংস্কৃতি ও জীববৈচিত্র্য বিশ্বজুড়ে পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। তবে গত কয়েক বছর ধরে এই পাহাড়ি রাজ্য যেন এক ভয়ংকর অভিশাপের মুখোমুখি হচ্ছে। প্রায় প্রতি বর্ষায় কিংবা মাঝেমধ্যেই শোনা যাচ্ছে একের পর এক ভয়াবহ ভূমিধসের খবর। একদিকে প্রাণহানি, অন্যদিকে রাস্তাঘাট ও পরিকাঠামোর বিপর্যয়। প্রশ্ন ওঠে; কেন এত ঘন ঘন ভূমিধস সিকিমে? কেবলমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ নাকি এর পেছনে রয়েছে মানুষের সীমাহীন লোভ, পরিকল্পনাহীন উন্নয়ন ও পরিবেশ উপেক্ষার দীর্ঘস্থায়ী ফল? সিকিম হিমালয়ের খুবই সংবেদনশীল একটি অংশ। পাহাড়ি ভূপ্রকৃতি, খাড়া ঢালু অঞ্চল ও দুর্বল ভূতাত্ত্বিক গঠন একে প্রাকৃতিকভাবে ভূমিধসপ্রবণ করে তুলেছে। তবুও অতীতে এত ঘনঘন বা এত ব্যাপক ভূমিধসের নজির পাওয়া যায় না। এখন যা ঘটছে তা এক ধরনের ভূ-পরিবেশগত বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিপাত একটি প্রধান কারণ হলেও, প্রকৃত বিপদের শিকড় লুকিয়ে রয়েছে মানবসৃষ্ট কার্যকলাপে। গত এক দশকে সিকিমে যে হারে রাস্তা নির্মাণ, টানেল কাটা, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা এবং পর্যটন পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে, তা কোনো রকম পরিবেশ সমীক্ষা বা দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি বিশ্লেষণ ছাড়াই করা হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলে রাস্তা কাটা মানে পাহাড়ের ঢালু কাটতে হয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্য ধ্বংস করতে হয়, এবং সেই সঙ্গে ভূস্তরের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। সিকিমে বর্তমানে একাধিক জাতীয় সড়ক ও সীমান্তবর্তী স্ট্র্যাটেজিক রাস্তা তৈরি হচ্ছে, যার অধিকাংশই সেনাবাহিনীর কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় হলেও, এগুলির নির্মাণ পদ্ধতিতে পরিবেশগত দায়িত্ববোধের বড় অভাব দেখা যাচ্ছে। যেখানে পর্বত ভূপ্রকৃতির উপযোগী রাস্তা কাটার জন্য স্থায়ী রিটেইনিং ওয়াল, সঠিক ড্রেনেজ এবং ভূ-প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার দরকার, সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে খরচ বাঁচাতে বা সময়ের অভাবে এগুলিকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে পাহাড়ি নদীগুলোর উপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিও ভূমিধস বৃদ্ধিতে অনন্তম দায়ী। সিকিমে তিস্তা ও তার শাখা নদীগুলোর উপর একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়েছে, যেগুলির নির্মাণকালে প্রবল বিস্ফোরণ, খননকাজ, টানেল নির্মাণ এবং নদীপ্রবাহ বদলে দেওয়ার মতো প্রকৃতি-বিরোধী কাজ হয়েছে। এই সমস্ত কর্মকাণ্ড ভূগর্ভস্থ জলের স্বাভাবিক চলাচল ও ভূতাত্ত্বিক স্তরকে এতটাই দুর্বল করে দিয়েছে যে অল্প বৃষ্টিতেই পাহাড় ধসে পড়ছে। বহু অঞ্চলে টানেল নির্মাণের ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রাম বা বসতি এলাকায় ভূমি ফেটে যাচ্ছে। এমনকি যেসব অঞ্চলে আগে কখনও ভূমিধস হয়নি, সেখানেও এখন হঠাৎ করে ভূমিধসের ঘটনা দেখা যাচ্ছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো বনভূমি ধ্বংস। সিকিম একসময় প্রচুর ঘন অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। কিন্তু উন্নয়নের নামে, পর্যটনের চাহিদায় এবং আবাসন প্রকল্পের জন্য এই বনভূমি লাগাতার কাটা হয়েছে। গাছপালা মাটি ধরে রাখে;এই প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা যত সহজ, বাস্তবে তা ততটাই কার্যকর। গাছ কাটার ফলে বৃষ্টির জলে পাহাড়ি মাটি ধুয়ে যায়, ঢালু অঞ্চল হয় আরও দুর্বল, এবং ভূমিধস ঘটে সহজেই। পর্যটন শিল্প, যদিও সিকিমের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি, কিন্তু তারও একটি অন্ধকার দিক রয়েছে। যেভাবে বছর বছর পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে, হোটেল, হোমস্টে, কফিশপ, কেবল কার, পার্কিং স্পেস তৈরির নামে পাহাড়ের উপর দিয়ে ঢালু অঞ্চল কেটে বসতি গড়ে তোলা হচ্ছে, তা ভয়ঙ্কর। অধিকাংশ স্থাপনা তৈরি হচ্ছে বেআইনি বা অনুমতিহীনভাবে। স্থানীয় প্রশাসন কিংবা পর্যটন দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রায় অকার্যকর। এর ফলে একদিকে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, অপরদিকে অপরিকল্পিত নির্মাণ পাহাড়কে আরও ভঙ্গুর করে তুলছে। সাধারণ মানুষও ভূমিধসের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন নয়।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

শাশ্বতী

স্বার্থান্ধ অকৃতজ্ঞতা ও কপট প্রকৃতি যাদের স্বতঃ, যেমন পরিচর্য্যাই কর; তা'দের স্বস্থ ও সক্রিয় সুন্দর করে তুলতে পারবে কমই; তাদের ব্যাধি কঠিন কিন্তু, নিজেও সাবধান থেকো প্রতিষেধী চলন নিয়ে, যা'রা সুবিধা নেয় সংক্রামিত না হও । অথচ সেবা দেয় না স্বতঃস্বেচ্ছায় যে-কোন মুহূর্ত্তে ক্ষতি করতে পারে তা'রা কিন্তু, যারা সেবায় স্বার্থলোলুপ বা সেবাবিমুখ, কৃতঘ্ন তা'রা অন্তরে। আত্মস্বার্থী হীনম্মন্য অহং-এর পূজারী, তা'রা চাওয়াতেও অসরল, তা'দের চাওয়ার প্রকৃতিই এমনতর যা'তে হৃদয় খুলে দেয় না কা'রও, ভাঁওতার ভিতর-দিয়ে নিজের গরিমাকে; বজায়-প্রয়াসী; আত্মসমর্থনের একমাত্র অস্ত্রই হয়ে ওঠে তা'দের অকৃতজ্ঞতা, কাউকে আপন ভাবা যা'রা নতি-অভিবাদনে তা'দের পক্ষে সুদূরপরাহত। বা প্রণামে অসমর্থ, মাথা যেন কে ধ'রে রেখেছে মনে হয়।

কিংবদন্তি ভগবান শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের ইতিহাস

দুরন্তবার্তা, কৌশিক দাস ঃ ভগবান জগন্নাথ, মহাপ্রভু নামেও পরিচিত। জগন্নাথ শব্দটি দুটি সংস্কৃত শব্দের মিলনস্থল থেকে উদ্ভূত, জগৎ অর্থ 'ব্রহ্মাণ্ড' এবং নাথ অর্থ 'প্রভু' বা 'প্রভু'। সুতরাং, জগন্নাথ অর্থ 'বিশ্বের প্রভু'। মন্দিরে ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রা নিয়ে গঠিত ত্রয়ী দেবতার পূজা করা হয়। রত্নবেদীতে সুদর্শন চক্রের সাথে ভগবান জগন্নাথ, ভগবান বলদেব এবং মা সুভদ্রার পূজা করা হয়। এই চার দেবতা গাঢ় রঙের নিম কাঠ দিয়ে খোদাই করা হয়, যা সকল বর্ণের জন্য শুভ বলে বিবেচিত হয়। এর অর্থ হল জগন্নাথ স্থান ও কালের উর্ধ্বে এবং সর্বজনীন প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। এটি হিন্দু মন্দিরের অন্যান্য দেবতাদের থেকে ভিন্ন শ্রী জগন্নাথ দেবতার অনন্যতাকে চিত্রিত করে, যা পাথর এবং মূল্যবান ধাতু দিয়ে খোদাই করা হয়। দেবতাদের ঋতু অনুসারে বিভিন্ন পোশাক এবং রত্ন দিয়ে সজ্জিত করা হয়। স্কন্দ-পুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ এবং অন্যান্য পুরাণ এবং পরবর্তীকালে ওড়িয়া পুরাণে পাওয়া সুপরিচিত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, বিশ্ববাসু নামে এক সাভার রাজা, আদিবাসী প্রধান, ভগবান জগন্নাথকে পূর্বে শ্রী নীলা মাধব হিসেবে পূজা করতেন। সত্যযুগে, অর্থাৎ সত্যযুগে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মালব দেশ শাসন করছিলেন। তিনি ভগবান বিষ্ণুর একজন মহান ভক্ত ছিলেন। ভগবান সম্পর্কে জানার পর, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত বিদ্যাপতিকে নির্দেশ দেন বিশ্ববাসুর দ্বারা গোপনে পূজা করা দেবতাকে আবিষ্কার করার জন্য। বিদ্যাপতি স্থানটি খুঁজে বের করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শুরুতে তিনি ব্যর্থ হন। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত, তিনি বিশ্ববাসুর কন্যা ললিতাকে তার সাথে বিবাহের জন্য রাজি করাতে সক্ষম হন। বিবাহের পর, বিদ্যাপতির বারবার অনুরোধের কারণে, বিশ্ববাসু তার জামাতাকে চোখ বেঁধে একটি গুহায় নিয়ে যান যেখানে ভগবান নীলা মাধবের পূজা করা হত। বিদ্যাপতি বুদ্ধিমান ছিলেন, পথ চিহ্নিত করার জন্য, তিনি বিদ্যাপতির পাশ দিয়ে ভ্রমণ করার সময় মাটিতে সরিষার বীজ ফেলে দেন। কয়েক দিনের মধ্যে সরিষার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে গাছপালা হয়ে ওঠে, যা পরে গুহায় যাওয়ার পথ চিহ্নিত করে। তাঁর কাছ থেকে সুসংবাদ শুনে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাৎক্ষণিকভাবে ওড় দেশে, যা বর্তমানে ওড়িশা নামে পরিচিত, ভগবানের দর্শনের জন্য তীর্থযাত্রায় রওনা হন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তিনি দেখতে পান যে দেবতা অনুপস্থিত। রাজা বিষণ্ণ বোধ করেছিলেন কিন্তু ভগবানের দর্শন না করে ফিরে না যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি নীল পর্বতে আমরণ অনশন করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন একটি স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করে, 'তুমি তাকে দেখতে পাবে।' এরপর, রাজা এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ (যজ্ঞ) করেন এবং বিষ্ণুর জন্য একটি দুর্দান্ত মন্দির নির্মাণ করেন। নারদ ভগবান নৃসিংহের প্রথম মূর্তিটি এনেছিলেন যা মন্দিরে স্থাপন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, ঘুমের সময়, রাজা স্বপ্নে ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা এবং চক্র সুদর্শনের একটি মূর্তি দেখতে পান। একটি বিশ্বজগতের কণ্ঠস্বর তাকে সমুদ্রতীরে ভাসমান বিশাল কালো রঙের, দিব্য কাঠের লগটি আনতে এবং তা থেকে মূর্তি তৈরি করতে নির্দেশ দেয়। ঋষি নারদ কাঠের দিব্য কাঠের গুঁড়িটি একটি উঁচু বেদিতে আনার পরামর্শ দেন, যা বর্তমানে মহাবেদী হিসেবে পরিচিত। এরপর একজন বৃদ্ধ সূদ সূদ মিস্ত্রীর ছদ্মবেশে আবির্ভূত হন এবং রাজার কাছে অনুরোধ করেন যে তাকে কাঠের মূর্তিগুলি খোদাই করার সুযোগ দিন, যা দেবতা হয়ে উঠবে। সূদ মিস্ত্রী রাজা ও রাণীর কাছে একটি শর্ত রেখেছিলেন, ২১ দিন পর্যন্ত দরজা খুলবেন না। তবে, মাত্র দুই সপ্তাহ পরে, এক সুন্দর দিনে, রাণী খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন কারণ তিনি ভেতর থেকে কোনও শব্দ শুনতে পাননি। তিনি ধরে নেন যে সূদ মিস্ত্রী মারা গেছেন এবং রাজাকে দরজা খুলতে অনুরোধ করেন। ১৭তম দিনে, রাজা দরজা খুলে দেন, কিন্তু অবাক হয়ে তারা দেখতে পান যে তিনটি মূর্তি অসম্পূর্ণ হাতে তৈরি এবং সূদ মিস্ত্রী অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু একটি দিব্য কণ্ঠ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে মন্দিরে এই দেবতাদের স্থাপন করতে বলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন শ্রী বিশ্বকর্মাকে কল্পবটের কাছে দেবতাদের থাকার জন্য একটি দুর্দান্ত মন্দির তৈরি করতে অনুরোধ করেন। অবশেষে, ব্রহ্মা ঐশ্বরিক রীতিনীতির মাধ্যমে দেবতাদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। ভগবান জগন্নাথকে দারুব্রহ্ম ত নামে পরিচিত। স্কন্দ-পুরাণ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র মাহাত্ম্যের ২৮তম অধ্যায়ে, ভগবান ব্রহ্মা স্বয়ং ভগবান শ্রী জগন্নাথের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করেছেন যখন তিনি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে এই কথাগুলি দিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তহে মহারাজ, এটিকে কাঠের মূর্তি মনে করে তোমার মনে এই ধারণা যেন না থাকে যে এটি একটি নিছক মূর্তি; এটি প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বরের (সর্বব্যাপী ঈশ্বরের) রূপ। যেহেতু পরমব্রহ্ম সমস্ত দুঃখ দূর করে এবং অনন্ত আনন্দ প্রদান করেন, তাই তিনি দারু নামে পরিচিত। অতএব, চারটি বেদের মতে, ভগবান দারু (পবিত্র কাঠ) রূপে প্রকাশিত। তিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। তিনি নিজেকেও সৃষ্টি করেছেন। এরপর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন শাস্ত্র অনুসারে ভগবানের দৈনন্দিন এবং বিশেষ উৎসবের আচার-অনুষ্ঠান চালু করেন, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক নির্মিত ভগবান জগন্নাথের মন্দিরটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হয় যার উচ্চতা ১,০০০ হাত এবং ভগবান বিষ্ণুর সবচেয়ে সুন্দর মন্দিরও। জগন্নাথ, শ্রী বলদেব এবং মাতা সুভদ্রা রত্নবেদীতে সুদর্শন চক্রের সাথে পূজা করা হয়। এই সমস্ত দেবতা গাঢ় রঙের নিম কাঠ দিয়ে খোদাই করা হয়, হিন্দু মন্দিরের দেবতাদের থেকে ভিন্ন, যা পাথর এবং মূল্যবান ধাতু দিয়ে খোদাই করা হয়। শ্রী জগন্নাথের গায়ের রঙ কালো, শ্রী বলভদ্র সাদা, মাতা সুভদ্রা হলুদ এবং সুদর্শন চক্র লাল রঙের। এই দেবতারা অনন্য এবং ইঙ্গিত করে যে শ্রী জগন্নাথ স্থান ও সময়ের বাইরে এবং সর্বজনীন প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। সনাতন বৈদিক ধর্মের অনেক পবিত্র ধর্মগ্রন্থে শ্রীজগন্নাথের মহিমা এবং প্রকাশের বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বেদ থেকে পুরাণ পর্যন্ত , এবং তারপরে সংস্কৃত, ওড়িয়া এবং অন্যান্য ভাষায় সাহিত্য রচনাও রয়েছে। ভগবান শ্রী জগন্নাথ, পুরুষম মহত্তম, পরম দিব্য সত্তা তিনি (পরম ঐশ্বরিক সত্তা) হাত, পা ছাড়াই (তবুও) চলাফেরা করেন এবং ধরেন; তিনি চোখ ছাড়াই দেখেন; তিনি কান ছাড়াই শোনেন। তিনি যা জানা উচিত তা জানেন, এবং তাঁর সম্পর্কে, কেউ জানে না। তারা তাঁকে প্রথম, পুরুষ এবং মহান বলে উল্লেখ করে। শ্বেতাশ্বেতারা উপনিষদ (অধ্যায় ৩, শ্লোক ১৯)। শ্রী জগন্নাথ সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ। তিনি হলেন পরমেশ্বর (সর্বোচ্চ প্রভু) পরম-ব্রহ্ম (সর্বোচ্চ সর্বব্যাপী ঈশ্বর) এবং পরমাত্মা (সর্বোচ্চ স্বয়ং)। শ্রী জগন্নাথকে তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তরা নানা নামে শ্রদ্ধা ও প্রার্থনা করেন। সত্য এক; জ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে এর কথা বলেন। তিনি পুরুষোত্তম, অর্থাৎ পরম ঐশ্বরিক সত্তা (পুরুষ মানে ঐশ্বরিক সত্তা; উত্তম মানে সর্বোচ্চ)। তিনি হলেন মহাপ্রভু । তাঁর খোলা বাহু একটি স্বাগত ভঙ্গি। তিনি তাঁর ভক্তদের আমন্ত্রণ জানান, আলিঙ্গন করেন এবং রক্ষা করেন। তিনি হলেন ত মহাবাহু। তাঁর সমান্তরাল বাহুগুলি সীমাহীন বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী সীমাহীন ভক্তদের সাহায্য করে। তিনি ত নিরাকার। তাঁর এক ঐশ্বরিক প্রকাশ, যার মাথা চ্যাপ্টা, মুখ বুকের সাথে মিশে গেছে, ঘাড় নেই, কান নেই এবং অঙ্গ নেই। তিনি হলেন ত চাকাডোলা ত। তাঁর ঐশ্বরিক চোখ বড়, কালো এবং গোলাকার। তিনি সবকিছু দেখেন, সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন। ভগবান জগন্নাথ গাঢ়, কালো, গায়ের রঙে, বলভদ্র সাদা এবং মা সুভদ্রা হলুদ হলুদ। সুদর্শন চক্র লাল রঙের। হিন্দু হোক বা অহিন্দু, সকল ধর্মের প্রভু তাঁর কাছে সান্ত্বনা এবং স্বস্তি খুঁজে পান, যদিও তাঁর সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। এই কারণেই বলা হয় সত্য এক; জ্ঞানীরা বিভিন্ন উপায়ে এর কথা বলেন। এইভাবে, বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের ভক্তরা ভগবান জগন্নাথকে প্রার্থনা এবং পূজা করেন, প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব উপায়ে। ভগবান জগন্নাথের রথযাত্রা, যাকে 'রথ উৎসব'ও বলা হয় , এটি ১০-১২ দিনের একটি বার্ষিক ভ্রমণ যা ভগবান জগন্নাথ, তাঁর বড় ভাই ভগবান বলভদ্র এবং ছোট বোন ভগবান সুভদ্রাকে নিয়ে জগন্নাথ মন্দির থেকে ৩ কিমি দূরে পুরীর সারদা বালির কাছে মাউশি মা মন্দির (মামীর বাড়ি) হয়ে নয় দিন ধরে গুন্ডিচা মন্দিরে যান।

ভারতের রাজনৈতিক পরিকাঠামো বুঝতে না পারাই সিপিএমের বিপর্যয়ের মূল কারণ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভারতের বাম রাজনীতির ইতিহাসে সিপিএম (CPI(M)) একসময় ছিল এক অনড় শক্তি, যা শুধু রাজ্য নয়, জাতীয় স্তরেও তাদের সুদৃঢ় উপস্থিতি জানান দিত। তবে বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেই সিপিএম কার্যত অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। প্রশ্ন ওঠে, কেন? অনেক বিশ্লেষক তত্ত্ব, আদর্শ, নেতৃত্বহীনতা বা আধুনিক সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে না পারার দিকটি তুলে ধরেন। তবে বাস্তবিক অর্থে সিপিএমের এই অবক্ষয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ;তারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক পরিকাঠামোর রূপান্তরকে চিনে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে ক্রমেই এই দেশের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা গড়ে উঠেছে;নেতৃত্বকেন্দ্রিকতা এবং ভোটাভুটি-ভিত্তিক উন্নয়ন রাজনীতি। যেখানে জনগণের কাছে আদর্শ নয়, বরং ব্যক্তি নেতৃত্ব, সেবামূলক ভাবমূর্তি এবং সামাজিক বাস্তবতাভিত্তিক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি একবিংশ শতকে এসে রাজনৈতিক অবকাঠামো হিসেবে একদিকে যেমন মিডিয়ার প্রভাব, সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষমতা এবং ইভেন্ট-ভিত্তিক রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে রাজনীতির কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে জাত, ধর্ম এবং পরিচয়ভিত্তিক নির্বাচনী গণতন্ত্র। এই পরিবর্তনগুলোর ধারাকে সিপিএম আদৌ বুঝতে পারেনি বা বুঝেও সচেতনভাবে এড়িয়ে গিয়েছে। তাঁদের দলীয় কাঠামো ছিল বহু দশক ধরে একটি কঠোর লেনিনবাদী সংগঠন যেখানে পার্টির সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত, আর নেতারা ছিলেন জনসাধারণের থেকে একপ্রকার দূরবর্তী। এই দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘ সময় কাজ করলেও ১৯৯০-এর দশকের পর থেকে ভারতের রাজনীতিতে পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়ার পর, এই কাঠামো হয়ে পড়ে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের জনসংযোগে নবীন কৌশল নিচ্ছিল, সেখানে সিপিএম এখনও আটকে ছিল ক্লাস-ওয়ারদ বা শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিশেষত ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে পরাজয়ের পরেও সিপিএম আত্মসমালোচনার যে জায়গা নিতে পারত, তা নেয়নি। পরিবর্তে তারা পুরনো ভাষ্য, কৌশল এবং নেতাদের মুখকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তুলে ধরতে থাকে। ২০১৪ সালের পর ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপি যে বিশাল সামাজিক এবং সাংগঠনিক ভিত্তি তৈরি করেছে, তার সামান্যতম উপাদান নিয়েও সিপিএম গভীর বিশ্লেষণ করেনি। বিজেপি যখন প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে তথ্যভিত্তিক রাজনীতি করে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জনমত গঠনে নেমে পড়ে, সিপিএম তখনও ট্রেড ইউনিয়ন বা ছাত্র রাজনীতির পুরনো ছাঁচে আন্দোলন করায় ব্যস্ত। সবচেয়ে গভীর সংকট দেখা দিয়েছে বামেদের রাজনৈতিক ভাষ্যে। যেখানে দেশের মানুষ চায় পরিচয়ভিত্তিক নিরাপত্তা, আর্থিক উন্নয়ন এবং শক্তিশালী নেতৃত্ব;সেখানে সিপিএম তুলে ধরছে এক বয়স্ক ও ক্লান্ত আদর্শগত প্রবন্ধ, যার মধ্যে না রয়েছে আবেগ, না বাস্তব জীবনের প্রাসঙ্গিকতা। শ্রেণিসংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে তারা ভুলে যায় যে, আধুনিক ভারতে শ্রেণির সঙ্গে জাত, ধর্ম ও প্রাদেশিক সত্ত্বার দিকও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি কৃষক আন্দোলন বা শ্রমিক আন্দোলনের মতো প্রকৃত 'গ্রাসরুট' আন্দোলনেও সিপিএম নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আন্দোলনের মঞ্চ তৈরি হলেও নেতৃত্বের অভাবে তারা আড়ালে পড়ে গেছে। যে আরেকটি বড় ব্যর্থতা তাদের সাংগঠনিক পরিকাঠামোয় দেখা যায়, তা হল নতুন প্রজন্মের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে অক্ষমতা। আজকের ভারতে ভোটারদের বড় অংশ যুব সমাজ, যারা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব ও হোয়াটসঅ্যাপ কেন্দ্রিক তথ্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছে। এই নতুন তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে যারা রাজনৈতিক প্রচার ও জনমত গঠন করছে, তাদের পাশে সিপিএমের বক্তব্য প্রায় অদৃশ্য। ছাত্র রাজনীতি নিয়েও যারা একসময় গর্ব করত, সেই প্রেক্ষিতেও আজ এসএফআই-এর অস্তিত্ব সংকট চলছে বহু রাজ্যে। নতুন প্রজন্মের জন্য আদর্শ নয়, বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক কর্মসূচি এবং উদ্বেগের জায়গায় সাড়া দেওয়া প্রয়োজন ছিল, যা সিপিএম দেয়নি। একটি সময় ছিল, যখন কেরল, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা;এই তিন রাজ্যে বামপন্থী দলগুলির একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা থেকে কার্যত নির্মূল হয়ে গিয়েছে সিপিএম, আর কেরলেও একমাত্র সরকারে থাকলেও সেখানে নেতৃত্বের স্থবিরতা এবং নতুন দিশার অভাব প্রকট হয়ে উঠছে। নেতৃত্বে তরুণ মুখ নেই, জনপ্রিয় মুখ নেই, এবং যারা আছেন তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে আবেগ তৈরি করতে ব্যর্থ। বর্তমান রাজনৈতিক পরিকাঠামোয় দলীয় সিদ্ধান্ত, আদর্শ ও নীতির পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে জনসংযোগ, রাজনৈতিক যোগাযোগের ভাষা ও কৌশল। যে ভাষায় মানুষ নিজেকে খুঁজে পায়, যে নেতৃত্বে তারা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পায়, সিপিএম সেই ভাষা বা নেতৃত্ব উপস্থাপন করতে পারেনি। এমনকি তারা যে সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রের কথা বলে, সেটিও আজকের দুনিয়ার জন্য নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপি বা কংগ্রেসের মতো দলগুলি স্থানীয় ও জাতীয় উভয় স্তরে সাংগঠনিকভাবে নিজেকে সময়ের সঙ্গে মেলে ধরতে পেরেছে। তারা 'ইন্ডিয়া ভার্সাস ভারত' বিতর্ক হোক বা রাম মন্দির আন্দোলন;প্রতিটি ইস্যুতে একটি রাজনৈতিক আবেগ তৈরি করে ফেলেছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। সিপিএম সেই আবেগের জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজনীতি করতে চায়নি, বরং নিরাসক্তভাবে আদর্শের পাঠ দিতে থেকেছে। কিন্তু আদর্শ তখনই কার্যকর হয়, যখন তা জীবনের বাস্তবতায় প্রাসঙ্গিকভাবে মিলে যায়। সিপিএমের পতনের কারণ একটি নয়;তবে মূল ভিত্তি রয়ে গেছে তাদের রাজনৈতিক পরিকাঠামো বিশ্লেষণ ও পরিবর্তনের অক্ষমতা। একটি দল যদি সমাজের পরিবর্তনশীল চাহিদা ও কাঠামো বুঝে নতুন করে নিজেকে গড়ে না তোলে, তবে ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম থাকলেও বাস্তব রাজনীতিতে তারা হয়ে ওঠে প্রাসঙ্গিকতাহীন। সিপিএম এখন সেই সঙ্কটের মধ্যেই দিন গুনছে। আদর্শকে বজায় রেখেও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের রাজনৈতিক অবকাঠামো ও নেতৃত্বকে বদলানোই এখন একমাত্র মুক্তির পথ; যদি দল হিসেবে তাদের বাঁচার ইচ্ছে থেকে থাকে।

ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা- বিশ্বশান্তির পথে এক অদৃশ্য ছায়া

আধুনিক ভূ-রাজনীতির মানচিত্রে ইরান ও ইজরায়েলের দ্বন্দ্ব যেন ক্রমশ এক ভয়ঙ্কর মোড় নিচ্ছে। সাম্প্রতিক কূটনৈতিক ও সামরিক সংঘর্ষের আবহে বারবার উঠে আসছে পারমাণবিক অস্ত্রের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ। ফলে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগের পারদ চড়ছে দিন দিন। মধ্যপ্রাচ্যের দুটি প্রবল প্রতিপক্ষের এই সংঘাত শুধু সেই অঞ্চল নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের নিরাপত্তা ও শান্তির প্রশ্নে এক গভীর আশঙ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিশেষত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের সম্ভাবনা ঘিরে আশঙ্কা আজ আর কল্পনা নয়, বরং এক রাজনৈতিক ও সামরিক বাস্তবতা হয়ে উঠছে। ইজরায়েল ও ইরানের সম্পর্ক ইতিহাসের পাতা থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিরোধের, সংশয় আর অবিশ্বাসের। ইরান তার ধর্মতান্ত্রিক মতাদর্শ, বিশেষ করে ইসলামিক বিপ্লবের পর থেকে ইজরায়েলকে একটি অবৈধ রাষ্ট্র বলে মনে করে এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকারের প্রশ্নে তাদের পক্ষে অবস্থান নেয়। অন্যদিকে, ইজরায়েল দীর্ঘদিন ধরে ইরানকে একটি অস্তিত্বের হুমকি বলে দেখে এসেছে। এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন রয়েছে বহু দশক ধরে, এবং তাদের সংঘাত বহুবার সরাসরি ও পরোক্ষভাবে রূপ নিয়েছে গাজা, লেবানন বা সিরিয়ায়। সম্প্রতি এই সংঘাত যে মাত্রা নিচ্ছে, তা অতীতের তুলনায় অনেক বেশি আশঙ্কাজনক। ইরান যেখানে তার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ প্রকল্পকে এগিয়ে নিচ্ছে, সেখানে ইজরায়েল প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছে; যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে তারা একতরফাভাবে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালাতে দ্বিধা করবে না। এই উত্তেজনার আবহে বারবার শোনা যাচ্ছে 'প্রিভেনটিভ স্ট্রাইক' বা আগাম হামলার সম্ভাবনার কথা, যার অর্থ; ইজরায়েল ইরানকে পারমাণবিক শক্তি হয়ে উঠার আগেই ধ্বংস করতে প্রস্তুত। এই পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হলো; ইরানও যে হাতে চুপ করে বসে নেই, তার প্রমাণ মিলছে বিভিন্ন সামরিক মহড়ায় এবং রেভল্যুশনারি গার্ড বাহিনীর হুমকিতে। ইরান বারবার বলেছে, তাদের বিরুদ্ধে যদি আগ্রাসন হয়, তাহলে তারা 'পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে জ্বলন্ত আগুনে' পরিণত করবে। অর্থাৎ, যুদ্ধ শুরু হলে তা একতরফা থাকবে না। এই পারস্পরিক হুমকি এবং প্রতিশোধের অঙ্গীকার এক ধরণের পরমাণু ভয়কে উসকে দিচ্ছে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক সম্ভাবনাগুলির মধ্যে একটি। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে নানা বিতর্ক রয়েছে। ২০১৫ সালে 'জয়েন্ট কমপ্রিহেনসিভ প্ল্যান অব অ্যাকশন' নামে যে চুক্তি হয়েছিল, তার মাধ্যমে ইরান কিছু সময়ের জন্য তাদের পারমাণবিক কর্মসূচিকে সীমিত রাখে। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে যুক্তরাষ্ট্র সেই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। এরপর ইরান ধীরে ধীরে সেই চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করতে শুরু করে, এবং আজকের দিনে তারা এমন এক পরিণত অবস্থায় পৌঁছেছে, যেখানে তাদের হাতে 'নিউক্লিয়ার ব্রেকআউট' করার সক্ষমতা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ইজরায়েল এ পরিস্থিতিকে একেবারে সহ্য করতে পারছে না। তাদের অভিমত, ইরানের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র চলে গেলে তা শুধু ইজরায়েলের অস্তিত্ব নয়, গোটা মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতাবস্থা ও শক্তির ভারসাম্য পালটে দেবে। এই সম্ভাবনাকে ঠেকাতে ইজরায়েল যে কোনও মূল্যে যুদ্ধ শুরু করতে পারে, এমন আশঙ্কা অনেক আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক করছেন। এর ফলে 'প্রক্সি ওয়ার' থেকে সরাসরি পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে এগোনোর ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক কূটনীতি বড় এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন;সবাই এই উত্তেজনা প্রশমনের পক্ষে বক্তব্য রাখছে, কিন্তু কার্যত তাদের মধ্যে মতবিরোধ এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। কেউ ইজরায়েলের পাশে, কেউ ইরানের সঙ্গে কৌশলগত মৈত্রী গড়তে ব্যস্ত। ফলে মধ্যস্থতা কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। অন্যদিকে, এই সংকট আন্তর্জাতিক অস্ত্র প্রতিরোধ চুক্তিগুলির অস্তিত্বকেও প্রশ্নের মুখে ফেলছে। একদিকে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে সামরিক আগ্রাসনের প্রস্তুতি;এই দ্বৈত নীতির জেরে আজ পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ঝুঁকি কেবল তত্ত্ব নয়, বাস্তব আশঙ্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে যখন যুদ্ধ শুরু হলে সেটা আর এককভাবে ইরান-ইজরায়েলের মধ্যে থাকবে না, বরং সিরিয়া, লেবানন, গাজা, এমনকি সৌদি আরব, ইরাক, কাতার, বাহরিন;সব জায়গায় আগুন ছড়িয়ে পড়বে। বিশ্ববাসীর জন্য এই পরিস্থিতি যেন একটি অজানা বিস্ফোরণের প্রতীক্ষা। সংবাদপত্রে, টেলিভিশনে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে যুদ্ধের সম্ভাবনার ছবি। সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত, বিশেষত সেইসব দেশ যারা ইতিমধ্যেই যুদ্ধ বা রাজনৈতিক অস্থিরতার ধাক্কায় বিপর্যস্ত। এই মুহূর্তে প্রয়োজন এক সুসংহত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, যা কেবল বিবৃতি নয়, বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে উত্তেজনা হ্রাস করতে সক্ষম। আসলে পারমাণবিক অস্ত্রের ছায়া শুধু সামরিক নয়, তা মানব সভ্যতার উপর এক ভয়ানক মনস্তাত্ত্বিক চাপ। হিরোশিমা-নাগাসাকির ইতিহাস আজও বিশ্বকে কাঁদায়। কিন্তু তার থেকেও ভয়ঙ্কর বাস্তবতা এই যে, সেই ইতিহাস থেকে এখনও আমরা শিক্ষা নিতে পারিনি। আজকের ইরান-ইজরায়েল উত্তেজনা সেই ব্যর্থ শিক্ষার প্রতিচ্ছবি। একটি যুদ্ধ যখন শুধু রণনীতি নয়, বরং পুরো সভ্যতার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে, তখন তা কোনওভাবেই ন্যায্যতা পেতে পারে না। ইরান ও ইজরায়েলের এই উত্তপ্ত সম্পর্কের মধ্যে যতদিন না আন্তর্জাতিক মহল এক নিরপেক্ষ, শক্তিশালী ভূমিকা নেয়, ততদিন এই পারমাণবিক ছায়া বিশ্ব শান্তির মাথার উপর ঝুলতে থাকবে। এবং সেই ছায়া কেবল রাজনীতি নয়, মানবিক মূল্যবোধ, পরিবেশ ও ভবিষ্যতের প্রজন্মকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। এই মুহূর্তে সময় এসেছে, যখন কূটনীতিকে যুদ্ধের আগে প্রাধান্য দিতে হবে। প্রতিহিংসা নয়, সংলাপই হতে পারে স্থায়ী সমাধানের পথ। ইতিহাস সাক্ষী, যুদ্ধের মাধ্যমে কখনও দীর্ঘমেয়াদী শান্তি আসেনি। যদি এখনই পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতের ইতিহাস হয়তো শুধু এক শীতল পারমাণবিক ছায়ার কাহিনি লিখে যাবে।

সর্বভারতীয় মেডিকেল এন্ট্রান্স নিট-এ সফল জয়নগরের বহড়ুর মেধাবী ছাত্রী তিস্তা

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ জয়নগরের মেধাবী এক শিক্ষার্থী ২০২৫ এ সফল হয়ে সরকারি মেডিকেল কলেজে এম বি বি এস এ পড়ার সুযোগ পেল। কিন্তু তাদের পরিবারের আর্থিক সংকটের কারনে ভর্তি হওয়া এবং এম বি বি এস পড়া চালিয়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত। কৃতি এই পড়ুয়া হলো তিস্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার বাবা সজল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি একটি ছোট্ট দোকান চালায় এবং মাতা বনশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। তিস্তার বাড়ি জয়নগর থানার জয়নগর ১ নং ব্লকের বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের বহড়ু মাঝের পাড়ায়। তিস্তা পঞ্চম শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত দক্ষিণ বারাসত শ্রী শ্রী সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রতি ক্লাসে প্রথম হয়ে এসেছে। একাদশ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত দক্ষিন বারাসত শিবদাস আচার্য হাইস্কুলে পড়াশোনা করে। ২০২৪ সালে এই স্কুল থেকে ৯৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে। ছোট বেলা থেকে লেখাপড়ার প্রতি অদম্য জেদই আজ তাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। বাবার তেমন সামর্থ্য নেই। তাই স্থানীয় শিক্ষকদের কাছেই পড়াশোনা। আর বাবা, মা, ঠাকুমা, কাকা, কাকিমা,মাসি ও পরিবার পরিজনদের নিরন্তন সহযোগিতায় সে এগিয়ে চলেছে। ২০২৫ অর্থাৎ এবছরের সর্বভারতীয় মেডিকেল এন্ট্রান্স পরীক্ষা নিট-এ তিস্তা ৭২০-এর মধ্যে ৫১৮ নম্বর পায়, ও তার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে র‍্যাঙ্ক ৩৪০৩৭। ছোট বেলা থেকে তিস্তা ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখতো, সেই মতো তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে এবার সরকারি কলেজে এম বি বি এস পড়ার সুযোগ পেল। কিন্তু তার পরিবার আর্থিক সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে। এ ব্যাপারে তিস্তা বলেন, ছোট থেকেই আমার একটাই ভাবনা আমি কবে এম বি বি এস পড়বো। ডাক্তার হবো। আমি ডাক্তার হয়ে গ্রামের প্রকৃত গরীব মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দোবো। তার শিক্ষকরা চান তিস্তা যেন ভবিষ্যতে মানব সেবায় নিয়োজিত আদর্শ চিকিৎসক হিসাবে সমাজের কল্যাণে অবদান রাখে। আর তার এই সাফল্যে খুশি জয়নগর থানা এলাকার মানুষ।

আগামী রথযাত্রার আগে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণের দীঘা সৈকতের জগন্নাথ মন্দিরের ছবি এবং প্রসাদ। সেই ছবি আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় উপহার স্বরূপ তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। এই ছবি পেয়ে মাননীয়া ভীষণই আপ্লুত এবং আনন্দিত হন। আলোকিত মন্দিরের সন্ধ্যাকালীন এক অপরূপ দৃশ্য এই ছবিতে ধরা পড়েছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন এবং অধ্যক্ষের ঘরে ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ এই ছবির ভূয়সী প্রশংসা করেন। মুখ্যমন্ত্রী, স্পিকারকে অনুরোধ করেন বিধানসভার সব বিধায়ককে ছবিটি দেওয়ার জন্য। এছাড়া বিধানসভার লাইব্রেরী, আলিপুর জেল মিউজিয়াম ও নবান্নে এই ছবিটি প্রদর্শিত হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। মাননীয় গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতেও ছবিটি রাখা হবে। উল্লেখ্য ছবিটি কয়েকদিন আগে ফটোগ্রাফি অ্যাসোসিয়েশন অফ দমদম আয়োজিত আর্ট ফটোগ্রাফি এক্সিবিশনে গগণেন্দ্র প্রদর্শনীশালায় প্রদর্শিত হয়েছিল। উদ্বোধক ও প্রাক্তন বিচারপতি অসীম কুমার ব্যানার্জি সহ বহু দর্শক ছবিটির প্রশংসা করেন।- সুবল সাহা

ইস্টার্ন বাইপাসে জাল আধার কার্ড চক্র ফাঁস, পুলিশের জালে ৭

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ জুন ঃ শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন একটি বহুতল আবাসনে বিশেষ অভিযান চালিয়ে জাল আধার কার্ড তৈরির একটি চক্র ফাঁস করল স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (SOG), ভক্তিনগর থানার পুলিশ এবং আশিঘর আউটপোস্টের পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সোমবার অভিযান চালিয়ে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা হলেন - চিত্তরঞ্জন সরকার, ষষ্ঠী মণ্ডল, টিটু দাস, বিশ্বজিৎ রায়, মদন সিংহ গৌতম, হরি কিশোর রায় এবং আবেশ গুপ্তা। পুলিশের এক সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত চিত্তরঞ্জন সরকারের মালিকানাধীন উষা ডিজিটাল ফটো স্টুডিও থেকেই তৈরি করা হতো নকল আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং কাস্ট সার্টিফিকেট। পুলিশ ক্রেতা সেজে স্টুডিওতে গেলে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে আধার কার্ড তৈরির চুক্তি হয়। এরপরই হাতে - নাতে ধরা হয় অভিযুক্তদের। ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ জাল নথিপত্র, কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। বিশেষ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্যও এই স্টুডিও থেকে জাল নথিপত্র তৈরি করে দেওয়া হতো। পুলিশ এখন খতিয়ে দেখছে, এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না এবং আগে কাদের জন্য এমন নথি বানানো হয়েছে। ধৃতদের মঙ্গলবার শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানা থেকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও ভক্তিনগর থানার পুলিশ। নথিভুক্ত কেলেঙ্কারি ঘিরে শিলিগুড়ি জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পাথর খান্দান বন্ধ থাকায় শ্রমিক বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৭ জুন ঃ বীরভূমের মুরারই ১ নম্বর ব্লকের রাজগ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুরে এক বন্ধ পাথর খাদান খোলার দাবিতে শ্রমিকরা স্থানীয় বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়ে স্মারকলিপি জমা দিলো। এদিন (১৭ জুন) মঙ্গলবার এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট দলের শ্রমিক

সংগঠন AIUTUC - এর পক্ষ থেকে মুরারই ১ বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় পাশাপাশি শ্রমিকরা স্মারকলিপি জমা দেন বিডিওর হাতে। এদিন তারা মুরারইয়ের পশু হাট থেকে মিছিল করে এসে, মুরারই ১ বিডিও অফিসের সামনে, গোপালপুরের বন্ধ পাথর খাদান খোলার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। পরে দুপুর ১২ টা নাগাদ মুরারই একের বিডিও কে স্মারকলিপি জমা দেন। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন খান্দান শ্রমিক সহ নেতৃত্বরা। খাদান শ্রমিক মহম্মদ মোজাক্কেল বলেন, আমরা আর এস (রাজগ্রাম স্টোন কোম্পানি) কোম্পানির খাদান শ্রমিক। তিন মাসের বেশি সময় ধরে আমাদের এই কোম্পানি বন্ধ। প্রথমে কোম্পানির তরফে অজুহাত দেখিয়ে বলা হয় যে রেলের অসহযোগিতার জন্য এই খাদান বন্ধ। কিন্তু পরে জানা যায় যে জেলাশাসকের দপ্তরে প্রায় ৯৬ কোটি টাকা রাজস্ব জমা দেয়নি এই কোম্পানি। আমাদের প্রশ্ন এত বিপুল পরিমাণ রয়ালিটি বকেয়া পড়লো কেন? এতদিন কি এই বিভাগীয় দপ্তর ঘুমিয়ে ছিলেন? সেই কারণে আজকে আমরা মুরারই এক বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের কাছে আমাদের অভাব অভিযোগ দুঃখের কথা জানালাম। এই কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমরা পড়েছি চরম মুশকিলে। আমরা ভেবে পাচ্ছি না কি করে সংসার চালাবো। ভিডিও সাহেব আমাদের কথা শুনলেন। আশা করি সরকার একটা ব্যবস্থা করবেন। মুরারই এক বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারী জানান, অভিযোগ পত্র সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।

৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগারসহ যুবক গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ জুন ঃ শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়া থেকে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগারসহ যুবক গ্রেপ্তার। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে বিশাল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করল শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। শনিবার শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক যুবকের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় প্রায় ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃত যুবকের নাম এমডি কালাম (বয়স ৩০), সে টিকিয়াপাড়ারই বাসিন্দা। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ধৃত দীর্ঘদিন ধরেই মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত। উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা বলে অনুমান পুলিশের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে তারা অভিযান চালিয়ে এমডি কালামের বাড়িতে হানা দেয় এবং সেখান থেকেই মাদকের এই বিপুল পরিমাণ চালান উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদকের বড় চক্রের সঙ্গে কোনো যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শীঘ্রই তাকে আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশের এই অভিযানে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

তাজপুরের সমুদ্রে তলিয়ে গেল ৩ , মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৭ জুন ঃ সমুদ্রের নেমে তলিয়ে গেলেন তিন পর্যটক। মুহূর্তের আনন্দে বদলে গেল শোকে! সোমবারের এই ঘটনায় শোকের ছায়া তাজপুরে। দুই পর্যটকের হদিশ মিললেও এখনও তাঁদের সঙ্গীর হদিশ মেলেনি। নুলিয়ারা দুজনকে উদ্ধার করলেও একজনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবারের এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তাজপুর সমুদ্র সৈকতে। মঙ্গলবার দুপুরে তাজপুর সৈকতে স্নান করতে নেমে তিনজন পর্যটক সমুদ্রের স্রোতে তলিয়ে যান। খবর পেয়ে তৎপর হয় পুলিশ ও নুলিয়ারা। তড়িঘড়ি উদ্ধার করা হয় দুই পর্যটককে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি তৃতীয় পর্যটকের। সমুদ্রে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা দল ও নুলিয়া বাহিনী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পর্যটকরা কলকাতা থেকে তাজপুরে ঘুরতে এসেছিলেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা মরিয়ানি ষ্টেশনে আধুনিক ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম চালু

মালিগাঁও, ১৭ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) আধুনিকীকরণ এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তার প্রচেষ্টায় আরও একটি মাইলফলক অর্জন করেছে। তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে, মারিয়ানি (এমএক্সএন) স্টেশনে ১৩ জুন ২০২৫ তারিখে একটি ডিস্ট্রিবিউটেড ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং (ইআই) সিস্টেম সফলভাবে চালু করা হয়েছে। কমিশনিংয়ের পরে ২১.৫৫ টায় সিগন্যাল অতিক্রম করা প্রথম ট্রেনটি ছিল ট্রেন নং ১৫৬০৪ (গুয়াহাটি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস)। এই নতুন সিস্টেম স্টেশনে দক্ষ এবং নিরাপদ ট্রেন পরিচালনার একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। নতুন চালু হওয়া সিগন্যালিং সিস্টেমটিতে বিভিন্ন উন্নত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ট্রেনের নির্বিঘ্ন চলাচল সহজতর করে এবং পরিচালনার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে। উন্নত অপারেটর ইন্টারফেসের জন্য সিস্টেমটি ১৩৫ টি রুট দিয়ে কনফিগার করা হয়েছে এবং ০২ টি ডুয়াল ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিট (ভিডিইউ) দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। ট্র্যাক টার্নআউট কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য ১২টি লাইন (৫ টি চলমান লাইন এবং ৭টি চলমান নাথাকা লাইন) সহ মোট ৩৩ টি পয়েন্ট মেশিন

স্থাপন করা হয়েছে, যা পরিচালন ব্যবস্থাকে আরো সহজতর করবে। নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধি করে, ক্রমাগত ট্রেন সনাক্তকরণের জন্য এই সিস্টেমে ১৯ টি প্রধান সিগন্যাল এবং ৩০ টি শান্ট সিগন্যাল রয়েছে, যা ৪৪ টি ডিসি ট্র্যাক সার্কিট দ্বারা সমর্থিত। গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যালিং বস্তুগুলিতে অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য স্টেশনটিতে ৩ টি ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই (আইপিএস) ইউনিট এবং একটি ৩০০ এএইচ ব্যাটারি ব্যাংক দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। ৩ টি লগারের ব্যবস্থার মাধ্যমে ডেটা লগিং ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে, প্রতিটিতে ৫১২ টি ডিজিটাল এবং ৩২টি অ্যানালগ ইনপুট রয়েছে, যা সঠিক সিস্টেম পর্যবেক্ষণ এবং ত্রুটি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। স্টেশনের দুটি মানবচালিত ট্র্যাফিক গেটকেও সমন্বিত সিগন্যালিং পরিকাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে এবং অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য একটি ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। স্টেশনগুলির মধ্যে ব্লক ওয়ার্কিংয়ের জন্য, এইচএএসএসডিএসি সিস্টেম সহ ০৩ সেট ইউএফএসবিআই সরবরাহ করা হয়েছে, যা সুরক্ষিত যোগাযোগ এবং ট্রেন নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, এই কমিশনিংয়ে সমস্ত পুরোনো অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের সিগন্যালিং গিয়ার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে স্টেশনের পরিকাঠামো বর্তমান প্রযুক্তি এবং সুরক্ষার মানদণ্ডগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। মারিয়ানি স্টেশনে নতুন স্থাপিত ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমটি ট্রেন চলাচলের কার্য দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, মানবিক ত্রুটি হ্রাস করবে এবং ট্রেন চলাচলের সামগ্রিক সুরক্ষার উন্নতি করবে। এই উন্নয়নটি এই অঞ্চলে নিরাপদ, দ্রুত এবং আরও নির্ভরযোগ্য রেলওয়ে পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের প্রতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বৃহত্তর প্রতিশ্রুতির একটি অংশ।

TENDER NOTICE

Prodhan Som-II GP invites e-tender in authority's contact from reliable resource and eligible contractor for **NIT No-03/ 25-26/Som-II G.P up to 24.06.25 17;00 hrs** for others details visit website – **https:// wbtenders.gov.in** or Sompara-II G.P

Sd/-
Prodhan
Sompara-II G.P

NIMTITA GRAM PANCHAYAT
NIeT No: WB/MSD/NIMTITA/ 08/2025-26
TO
NIeT No: WB/MSD/NIMTITA/ 011/2025-26
(4 NOS)

Vide Memo No- **100/NGP/25 dated-12/06/2025** Last date of submission of tender- **24/06/2025 upto 10.00 AM** For Details See office notice board of Visit Website: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Aliyara Bibi
Prodhan
Nimtita Gram Panchayet

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/১৮, তারিখ ১৬.০৬.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা সামগ্রীর প্রেক্ষিতে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** জমা করতে হবে এবং **খুলবে দুপুর ৩.৩০ মিনিটে ঃ ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য; বায়না মূল্য ঃ (১) ই-কেজিপি-এইচকিউ-২৩-২০২৫;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/তমলুকের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে হাই স্পিড ৮ হুইলার টাওয়ার কারের স্টেবলিংয়ের জন্য হলদিয়া ওএইচই ডিপোতে বর্তমান ৪ হুইলার টাওয়ার ওয়াগন শেডের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি; ১,৪১,৫৬,২৪৫.২৮ টাকা; ২,২০,৮০০ টাকা। **(২) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-২৪-২০২৫;** খড়গপুর-টাটানগর ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/ওয়েস্ট/খড়গপুরের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা এবং তার বেশি গতির বিভিন্ন রুটে সাবওয়ের ব্যবস্থা; ৪৪,১৯,১৫,৬২৬.২৫ টাকা; ২৩,৫৯,৬০০ টাকা। **(৩) ই-কেজিপি-ইস্ট-৪৬-২০২৫;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/পাঁশকুড়ার অধীনে (১) ভোগপুর ইয়ার্ডে অ্যাপ্রোচে ড্রেনেজ সিস্টেম এবং ব্যাড ব্যাঙ্কের উন্নয়ন, পিএসআর-১১০ কিমি প্রতি ঘণ্টা অপসারণের জন্য ত্রুটিপূর্ণ লেআউটের উন্নতি এবং (২) সেস মেরামতি এবং ব্যাঙ্কের শক্তিবৃদ্ধির কাজ সম্পাদন; ১৪,৩৮,১৭,৬৩৯.০২ টাকা; ৮,৬৯,১০০ টাকা। **(৪) ই-কেজিপি-ইস্ট-৪৭-২০২৫;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/পাঁশকুড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা এবং তার বেশি গতির রুটগুলিতে সেফটি ফেন্সিং কাজ সম্পর্কিত হাইট গেজ এবং ড্রেনের ব্যবস্থা সহ পুশিং টেকনিক দ্বারা আরসিসি বক্স নির্মাণ; ১২,২৭,৫৩,৭০৯.৭১ টাকা; ৭,৬৩,৮০০ টাকা। **(৫) ই-কেজিপি-ইস্ট-৪৮-২০২৫;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/শালিমারের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা এবং তার বেশি গতির রুটগুলিতে সেফটি ফেন্সিং কাজ সম্পর্কিত হাইট গেজ এবং ড্রেনের ব্যবস্থা সহ পুশিং টেকনিক দ্বারা আরসিসি বক্স নির্মাণ; ১২,২৭,৫৩,৭০৯.৭১ টাকা; ৭,৬৩,৮০০ টাকা। **(৬) ই-কেজিপি-ইস্ট-৪৯-২০২৫;** ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/ইস্ট/খড়গপুরের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে হাওড়া-খড়গপুর শাখার মধ্যে ব্রিজ নং ৮৪ এমআইডি, ৮৭ আপ-এর জন্য নদীর জলস্তর মনিটরিং সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ; ১২,৯৩,১১৫.১৪ টাকা; ২৫,৯০০ টাকা। **(৭) ই-কেজিপি-সাউথ-২৯-২০২৫;** খড়গপুর ডিভিসনে রোড আন্ডারব্রিজ দ্বারা লেভেল ক্রসিং বাতিল করার জন্য ডিটেলড্ প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) সহ টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটি রিপোর্ট (টিএফআর) এবং জেনারেল অ্যারেঞ্জমেন্ট ড্রইং (জিএডি) প্রস্তুতকরণ; ৯৩,৫৪,৩১৪.১৮ টাকা; ১,৮৭,১০০ টাকা। **(৮) ই-কেজিপি-সাউথ-৩০-২০২৫;** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (সাউথ)/খড়গপুরের অধীনে খড়গপুর-ভদ্রক শাখায় ৬০.২৫০ টিআর. কিমি-র সেস কাটিং এবং শ্যালো স্ক্রিনিং; ২,৪১,৮৫,০৪৭.৪৫ টাকা; ২,৭০,৯০০ টাকা। **(৯) ই-কেজিপি-সাউথ-৩১-২০২৫;** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (সাউথ)/খড়গপুরের অধীনে খড়গপুর-ভদ্রক শাখায় ব্রিজ নং ২১৫ আপ ও ডাউন এবং ব্রিজ নং ২৬৩ আপ ও ডাউন-এর রিভার বেড ম্যাপিং; ১২,২০,৪৮২.৪০ টাকা; ২৪,৪০০ টাকা। **(১০) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-২৫-২০২৫;** ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/ওয়েস্ট/খড়গপুরের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে (১) বালিচক-খড়গপুর ঃ টিআরআর (পি) - ৫.৫৫৫ টিকেএম, খড়গপুর-টাটানগর ঃ টিআরআর (পি)-১.৬৬৪ টিকেএম, (২) বালিচক-খড়গপুর ঃ টিআরআর (এস) - ৮.৫২৭ টিকেএম, (৩) বালিচক-নিমপুরা ঃ টিএফআর - ৭.১ টিকেএম এবং (৪) বালিচক-টাটানগর ঃ টিবিআর - ৮.৫৮৭ টিকেএম-এর কাজ সম্পাদন (৩য় কল); ২,০৯,৩৪,৪৫৯.২৪ টাকা; ২,৫৪,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিটির জন্য ০.০০। **খোলার তারিখ ঃ** ক্রমিক নং ১-এর জন্য ০৩.০৭.২০২৫, ক্রমিক নং ২-এর জন্য ০৯.০৭.২০২৫, ক্রমিক নং ৩ থেকে ৯-এর জন্য ১০.০৭.২০২৫ এবং ক্রমিক নং ১০-এর জন্য ১৬.০৭.২০২৫। **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** ক্রমিক নং ১, ৬, ৮, ৯ ও ১০-এর জন্য ১২ মাস; ক্রমিক নং ২-এর জন্য ২৪ মাস; ক্রমিক নং ৩, ৪ ও ৫-এর জন্য ১৮ মাস এবং ক্রমিক নং ৭-এর জন্য ০৯ মাস। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ক্রমিক নং ১-এর জন্য ১৯.০৬.২০২৫ থেকে ০৩.০৭.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত; ক্রমিক নং ২-এর জন্য ২৫.০৬.২০২৫ থেকে ০৯.০৭.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত; ক্রমিক নং ৩ থেকে ৯-এর জন্য ২৬.০৬.২০২৫ থেকে ১০.০৭.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত এবং ক্রমিক নং ১০-এর জন্য ০২.০৭.২০২৫ থেকে ১৬.০৭.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য এবং অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনও ভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **"www.ireps.gov.in"** দেখতে পারেন। **(PR-282)**

বর্ধমানে ডিআইজি অফিসের উদ্বোধন, তিন জেলার দায়িত্বে নতুন দপ্তর

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ জুন ঃ মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমানে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলো ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (ডিআইজি) অফ পুলিশ, বর্ধমান রেঞ্জের নতুন দপ্তরের। বর্ধমান মহিলা থানার সন্নিকটে নির্মিত এই আধুনিক দপ্তরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইজি অশোক কুমার প্রসাদ, পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ সুপার সায়ক দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জি- সহ পুলিশের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ডিআইজি বর্ধমান রেঞ্জ শ্রী শ্যাম সিং (IPS) জানান, পূর্বে এই দপ্তর হুগলির চুঁচুড়ায় অবস্থিত ছিল। প্রশাসনিক প্রয়োজনে তা স্থানান্তর করে এবার পূর্ব বর্ধমানে নিয়ে আসা হলো। তিনি আরও জানান, এই নতুন অফিস মূলত তিনটি জেলার- পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম এবং হুগলি গ্রামীণ- আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক কার্যভার দেখবে। পুলিশ আধিকারিকদের মতে, নতুন দপ্তর চালু হওয়ায় সংশ্লিষ্ট তিন জেলার মধ্যে যোগাযোগ এবং প্রশাসনিক সমন্বয় আরও দ্রুত ও কার্যকর হবে। এতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবাতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেই আশা করা হচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, ৪র্থ তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১, হাওড়া ডিভিসনে ৫ বছর সময়সীমার জন্য অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম) স্থাপন ও পরিচালনার চুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও বিস্তারিত বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং : এটিএম-এইচডব্লুএইচ-জুন-৫। লট নং / শ্রেণী, স্থান** নিম্নরূপ: (১) এটিএম-এইচডব্লুএইচ-জেআইটি-জেন-১০২-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), জিরাট রেলওয়ে স্টেশন। (২) এটিএম-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-জেন-৭৩-২৫-২ (এটিএম - জেনারেল), কন্ট্রোল কার্যালয়ের নিকট হাওড়া ডিআরএম কার্যালয়। (৩) এটিএম-এইচডব্লুএইচ-এএমবিজি-জেন-৯৭-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), আরামবাগ রেলওয়ে স্টেশন। (৪) এটিএম-এইচডব্লুএইচ-পিডিএ-জেন-৯৯-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), পাণ্ডুয়া রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম-২। (৫) এটিএম-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-জেন-১০৯-২৫-১ (এটিএম - জেনারেল), পাকুড় রেলওয়ে স্টেশন। **অকশন শুরুর তারিখ/সময় :** ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। (HWH-145/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

একটা সময় ছিল, বাস মালিকদের লোকে সমীহ করত। আজ আর কেউ পাত্তা দেয় না। বললেন এক বাস মালিক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৭ জুন ঃ রাজ্যের অন্যতম পুরোনো বাসরুট শ্রীরামপুর ও বাগবাজারের মধ্যে প্রথম বাস চলাচল শুরু হয় ১৯২৮ সালে। পরবর্তীকালে সেটাকে বাড়িয়ে সল্টলেক করুণাময়ী পর্যন্ত করা হয়েছিল, যা ৩ নম্বর রুট হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিল। 'একটা সময় ছিল, যখন বাস মালিকদের লোকে সমীহ করত। আজ আর আমাদের কেউ পাত্তা দেয় না। এখন বাস ব্যবসায় টাকাও নেই, সামাজিক সম্মানটাও চলে গেছে।' আক্ষেপের সুর শ্রীরামপুর-বাগবাজার রুটের পুরোনো বাস মালিকের গলায়। এই রুটেই একাধিক বাস চলত। সবমিলিয়ে এই রুটে বাসের সংখ্যা ছিল ৬৯টি। যদিও এখন এই রুটে কোনও বাসই চলে না। পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করে জীবন বলেন, ' শ্রীরামপুর- বাগবাজার রুটের বাস হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও কলকাতা- এই চারটি জেলা ছুঁয়ে যেত। সেজন্য এক সময় এটা খুব জনপ্রিয় রুট ছিল। '৯০-এর দশকের শেষ দিক থেকে নানা কারণে এই রুটে বাসের সংখ্যা কমতে শুরু করে। প্যাসেঞ্জার না হওয়ায় লোকসানের ঠেলায় মালিকরা এক এক করে সবাই বাস বেচে দিয়েছেন। ফলে এই রুটের আর কোনও অস্তিত্ব নেই। মালিকরা বাস বেচে দিয়ে হয় অন্য কোনও ব্যবসা করছেন, নয় তো বেকার হয়ে বাড়িতে বসে আছেন।' শ্রীরামপুর-নিউটাউন রুটের বাস মালিক সংগঠনের সম্পাদক রঞ্জন প্রামাণিকের ব্যাখ্যা, ' জেলার একের পর এক রুটে বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হলো ছোট গাড়ি। চণ্ডীতলার ভগবতীপুর থেকে দক্ষিণেশ্বর হয়ে ডানকুনি, উত্তরপাড়া রুটে চলত প্রায় ১৫ টি বাস। এই রুটে চার বছর আগেই বাস চলাচল পুরোপুরি বন্ধ গেছে। চুঁচুড়া মহকুমার ৪ টি গুরুত্বপূর্ণ বাস রুট বন্ধ হয়ে পড়ে আছে অনেক বছর ধরেই। রাস্তায় টোটো, অটো, ট্রেকার বেড়ে যাওয়ায় বাসে আগের মতো যাত্রী হচ্ছে না। বাস চালিয়ে লাভ তো দূরের কথা, খরচটুকু উঠছে না। একটা বাস দিনে গড়ে ২০০-২৫০ কিমি যাতায়াত করে। যেমন টিকিট বিক্রি হয় তার নিরিখে কমিশন পান বাস চালক ও কন্ডাক্টর। তার সঙ্গে রয়েছে জ্বালানি, বাসের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ এবং ব্যাঙ্ক ঋণের কিস্তি। সব মেটানোর পরে বাস মালিকদের হাতে আর কিছু থাকে না। এ ভাবে চললে আগামী দিনে বাস ব্যবসা লাটে উঠে যাবে।' জেলা পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়া সদর মহকুমা শহরে মোট ৯ টি রুটে বাস পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ। বাকি রুটগুলিতেও বাসের সংখ্যা কমে গিয়েছে। বাস মালিকরা জানাচ্ছেন, প্যাসেঞ্জার না হওয়ার কারণেই বাস তুলে দিতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। করোনার পরেই বন্ধ হয়ে গেছে শ্রীরামপুর-তারকেশ্বর ১২ নম্বর রুটের বাস। আগে এই রুটের ৩০টি বাস চলত। শ্রীরামপুর-জাঙ্গিপাড়া ৩১ নম্বর রুটের বাসও অনেক দিন ধরেই বন্ধ। আগে এই রুটে প্রায় ২৬ টি বাস চলত। শ্রীরামপুর-ডোমজুড় রুটে প্রায় ১৮টি মিনিবাস চলত। এখন একটাও চলে না। চুঁচুড়া স্টেশন থেকে চুঁচুড়া আদালত পর্যন্ত ১ নম্বর রুটে ১৫টি'র মতো বাস ছিল। দু'বছর আগেই এই বাসরুট উঠে গেছে। সেখানে এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বেআইনি ম্যাজিক গাড়ি ও টোটো। শ্রীরামপুর-বীরশিবপুর ৪০ নম্বর রুটে ৩০টি এবং শ্রীরামপুর-নিউটাউন ২৮৫ নম্বর রুটে এখন প্রায় ১৭টি বাস চলে। করোনার পর বন্ধ হয়ে যায় চুঁচুড়া-বাঘখাল ২ নম্বর রুটের বাস। প্রায় ৮০টি বাস চলত এই রুটে। কিন্তু ২০২১ সাল থেকে সেখানে বাস চলছে না। বছর চারেক আগে আর্থিক লোকসানের কারণে চুঁচুড়া মেমারি ৪ নম্বর রুটে প্রায় ৩০টি বাস বসিয়ে দেন মালিকেরা। চুঁচুড়া কালনা ৮ নম্বর রুটে প্রায় ১০-১২টা বাস চলত। এখন তার কোনও অস্তিত্ব নেই। চুঁচুড়া থেকে পোলবা ভায়া পাণ্ডুয়া ৩৯ নম্বর রুটে চলত কমপক্ষে ৭-৮টি বাস। করোনা ও লকডাউনের ধাক্কায় চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় বাস রুটটি। অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাস ধর্মঘট আরামবাগে, দায়ী টোটো, অটো? চুঁচুড়া- হরিপাল ১৮ নম্বর রুটে বাসের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে আটে। চুঁচুড়া থেকে তারকেশ্বর হয়ে গুড়াপ ২৩ নম্বর রুটে বাস চলত ৪৪ টি। সেটা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। ২৩ নম্বর রুটের বাস মালিক সংগঠনের সভাপতি সুরজিত দাস বলেন, '২০১৫ সালে প্রশাসনিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, টোটো-অটো ভিতরের রাস্তায় চলবে। মেন রাস্তায় শুধুই বাস চলাচল করবে। কিন্তু সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না। ফলে আগামী দিনে প্রাইভেট বাস থাকবে না।'

E-Tender Notice
N.I.T. No. 03/BUDBUD/2025-26

Online bids are invited from bonafide contractors for Listed works under 15th CFC (Tied Fund). Last date of online bid submission- **26/06/2025**. For details information contact.

Sd/-Prodhan,
Budbud Gram Panchayat
Budbud, Galsi-I, Purba Bardhaman

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br-III, KMC invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/EE-III/29/6/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repair of passage at 15/3 Chamru Singh Lane, 3/16 N.M. Road, 48 Canal East Road and its surrounding area in Ward No-29 disturbed by W/S Deptt.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,80,505.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE-III/014/10/25-26 (1st Call)
Name of work : **Cleaning of water body at 18, Canal East Road in Ward No-14 to secure compliance of Notice U/S 496A.** Estimated Cost : **Rs.1,76,294.00.** Earnest Money : **Rs.3,900.00.** Period of Completion : **40 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **26.06.2025 upto 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** Date and Time of opening of Tender : **28.06.2025 on or after 12 noon (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **18.06.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil)/Br-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT No. : KMC/EEC/VII/66/11/25-26/U (2nd Call)
Name of work : **Repairing of Uttaran Passages at 25, 41 South Tangra Road and surroundings in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,93,366.46.** Earnest Money : **Rs.5,900.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **30.06.2025 upto 2 p.m.** Tender will be opened on **02.07.2025 at 2 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **19.06.2025 at 6.55 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Br-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/015/07/2025-2026 / UTTARAN.
Name of work : **Repairing of Uttaran Sewer Line at 252/2, APC Road, 3B Nandan Bagan Street, 45, 46 Simla Road, 247 APC road and other places in Ward No-015.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,99,105.03.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/019/07/2025-2026 / UTTARAN.
Name of work : **Repairing of Uttaran Sewer Line at 6,9, Sen Lane, 15, 17, 18 Beniatola Street, 143/6 MD Road, 6 Ramdhan Khan Lane etc. in Ward No-019.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,99,379.67.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/017/05/2025-2026 / UTTARAN.
Name of work : **Repairing of sewer line, SIP, Catch Pit etc. at 44D, Masjid Bari Street and others Uttaran in Ward No-017.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,49,582.11.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **15 Days.** Last date and time of submission of Bid : **28.06.2025 upto 11 a.m. (for Sl.No.1 to 3).** Bid will be opened on **30.06.2025 at 11 a.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details will be available on and from **17.06.2025 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 3).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil)/ Borough-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/039/E12/25-26/R
Name of work : **Through repairing of concrete passage at 2, Mitra Lane to 84, Muktaram Babu Street due to laying of S.W Pipe in Ward No-039.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.3,30,168.53.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/4/25-26/R
Name of work : **Renovation of Community Hall at 18, Harinath De Road in Ward No-28.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.4,33,017.83.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/009/ 2025-2026/R
Name of work : **Repairing of Vidyasagar Community Hall at 1/1/2 Vidyasagar Street in Ward No.38.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.3,59,514.03.** Earnest Money : **Rs.7,200.00.** Period of Completion : **40 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **25.06.2025 - 11 a.m. (for Sl.No. 1 to 3).** The tender will be opened on : **28.06.2025 - 11 a.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **17.06.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), Br-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/IX/078/009/2025-2026/SU
Name of work : **Renovation of sewer line at Uttaran Area at 28, Mominpore Road, 3A, Shah Aman Lane, 3B, Rajab Ali Lane and its surrounding area in Ward No-78.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.1,91,922.48.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

2. NIT No. : KMC/IX/075/010/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Improvement of Uttaran I.P.S. passages near 3,5,Canal Road; 3C, Hospital Lane; 2,3/H/17, Shah Rajab Road etc. in Ward No.75.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.2,99,437.49.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

3. NIT No. : KMC/IX/078/008/2025-2026/US
Name of work : **Renovation of sewer line at 28/1, 29 Ekbalpore Lane in Ward No-78.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.2,99,275.02.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

4. NIT No. : KMC/IX/078/008/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. and paver block passage at 42/1, 42/51 Ekbalpore Lane, and 5/1, 5/2 B.K. Road and its surrounding areas in Ward No-078.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.2,96,568.15.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

5. NIT No. : KMC/IX/078/009/2025-2026/R
Name of work : **Repairing of I.P.S. passage at 3,5,7, Bindubasini Street, 18, Branfield Row and adjacent area in Ward No-78.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.1,94,975.08.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

6. NIT No. : KMC/IX/078/010/2025-2026/R
Name of work : **Repairing of IPS passage and footpath at M.M.Ali Road & 8 Mayurbhanj Road in Ward No-78.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.2,93,380.61.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days (for Sl.No.4 to 6).**

7. NIT No. : KMC/IX/074/019/2025-2026
Name of work : **Improvement of bustee I.P passage at 4/1 Burdwan Road, 3, Alipore Park Road, 42A Raja Santosh Road etc. in Ward No-74.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.2,99,976.06.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

8. NIT No. : KMC/IX/074/001/2025-2026/R
Name of work : **Cleaning & maintenance of pond and ancillary works at 2/2, Thakkery Road in Ward-74.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.2,99,919.60.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

9. NIT No. : KMC/IX/077/028/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Repairing of latrine at Uttaran Premises at 11/H/1, 18/H/2, 11/H/4, M.M Ali Road, 1/H/2, Ibrahim Road, 17, Dent Mission Road etc. in Ward No-77.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.3,99,654.97.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last date and time of submission of bid : **26.06.2025 - 12 noon (for Sl.No. 1 to 9).** Tender will be opened on : **28.06.2025 - 12 noon (for Sl.No.1 to 9).** The bid forms and other details are available on and from **17.06.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 9).**

10. NIT No. : KMC/IX/077/031/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Improvement of Uttaran I.P.S. passage at 39/H/9, Dent Mission Road, 3, Ibrahim Road, 78,76, Dr. Sudhir Bose Road, 7, M.M Ali Road in Ward No-77.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.1,99,841.27.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

11. NIT No. : KMC/IX/082/006/2025-2026/R
Name of work : **Improvement of passage by laying paver block & allied works at 22, Sabjibagan Lane in Ward-82.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.4,82,679.00.** Earnest Money : **Rs.9,700.00.** Period of Completion : **45 Days.**

12. NIT No. : KMC/IX/082/030/2025-2026/R
Name of work : **Urgent repair of road surface at 29/2, Chetla Central Road, 49, J.M. Lane, 9, Sankar Bose Road, 17, P.G. Lane etc. in Ward No-82.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.2,91,029.62.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

13. NIT No. : KMC/IX/074/021/2025-2026
Name of work : **Improvement of footpath by laying paver block and allied works infront of Multilayer Car Parking in Ward No-74.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.2,91,991.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last date and time of submission of bid : **28.06.2025 - 12 noon (for Sl.No. 10 to 13).** Tender will be opened on : **30.06.2025 - 12 noon (for Sl.No. 10 to 13).** The bid forms and other details are available on and from **18.06.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.10 to 13).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 13).**

458 / 25-26

রূপচর্চা-ফ্যাসন

শুধু সুস্থ থাকতেই নয়, রূপচর্চাতেও উপকারী ডাব

ত্বকের নানা সমস্যা কীভাবে দূর ব্যবহার করবেন

গরমকাল তো বটেই, যে কোনও মরশুমেই ডাবের জল বিশেষভাবে উপকারী। তবে ডাবের জল পান করার পাশাপাশি তা রূপচর্চার জন্যও ব্যবহার করতে পারেন। কীভাবে ব্যবহার করবেন, কী উপকার পাবেন জেনে নিন।

ডাবের জলে থাকে এমন এক উপাদান যা আপনার ত্বককে ব্রণ, ফুসকুড়ি বা যেকোনও র‍্যাশের হাত থেকে বাঁচায়। এতে থাকা ইলেক্ট্রোলাইট ত্বককে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে। ডাবে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। আর তাই ত্বককে সুন্দর রাখতে ডাবের জল ব্যবহার করতে পারেন টোনার হিসাবে। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে স্কিন কেয়ার আবশ্যিক। এই সময় টোনার হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন ডাবের জল। কীভাবে ব্যবহার করবেন, একটি তুলো ডাবের জলে ভিজিয়ে নিন। এবার হালকা হাতে ভালো করে মুখে ঘষুন। তুলোয় থাকা ডাবের জল টোনার হিসাবে কাজ করবে। চাইলে ফ্রিজে রেখে আইস কিউব করে নিয়েও তা মুখে ঘষে নিতে পারেন। মুলতানি মাটির সঙ্গে ডাবের জল মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। মুখে মেখে রেখে দিন কিছুক্ষণ। চাইলে এতে অল্প মধুও মেশাতে পারেন। এই উপায়ে ডাবের জল ব্যবহার করলে ত্বকে ব্রণ বা র‍্যাশ হওয়ার সম্ভাবনা কমবে। ডাবের জলে চিনি কিংবা কফি মিশিয়ে নিয়ে তা হালকা হাতে ম্যাসাজ করে কিছুক্ষণ রেখে দিন। এতে আপনার মুখের মৃতকোষ দূর হবে। ত্বক হবে আরও উজ্জ্বল। ব্যস, আর দেরি কীসের। ডাবের জল দিয়ে আজই শুরু করুন রূপচর্চা। দেখবেন আপনার ত্বকের জেল্লা সকলের হিংসার কারণ হয়ে উঠেছে।

বাটি ভর্তি বরফে মুখ ঢুকিয়ে ত্বকের যত্ন? বড় ভুল করছেন না তো?

প্রচণ্ড গরম। বাইরে বেরলে ত্রাহি ত্রাহি রব। হাত-পায়ে জ্বালাপোড়া। বাড়ি ফিরে তন্বী আয়নার সামনে দাঁড়াতেই মনখারাপ। তাঁর ত্বকের নাকি রোদের তাপে যাচ্ছে তাই দশা। সমাধানের উপায় হিসাবে, তাঁর মাথায় প্রথমেই বরফের কথা মনে পড়ে। যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। সেলেবদের মতো বরফ ভর্তি বাটিতে মুখ ডুবিয়ে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা। সত্যি কি তাতে ভালো থাকে ত্বক নাকি সর্বনাশ? রূপচর্চার নয়া ট্রেন্ড 'আইস ডাঙ্কিং' নিয়ে কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?

বাটি ভর্তি করে বরফ নিয়ে তার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে রূপচর্চার পন্থাকে বলে ' ডাঙ্কিং'। তার ফলে ত্বক তরতাজা হয় বলে অনুমান অনেকের। বিশেষজ্ঞদের মতে,বরফ ত্বকের জ্বালা কমায়। অতিরিক্ত গরমের ফলে ত্বকের প্রদাহের সমস্যা মেটায় বরফ। তবে এই ধরনের রূপচর্চা দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল নাকি তেমন ভালো নয়। কিছু কিছু ত্বক বিশেষজ্ঞের মতে, তার ফলে ত্বকে দাগছোপ তৈরির সমস্যা দেখা দেয়। আবার কারও কারও মতে, 'আইস ডাঙ্কিং'য়ের ফলে ত্বকে লালভাব তৈরি হয়। ' ডাঙ্ক'য়ের ফলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়ার সমস্যা তৈরি হয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, 'আইস ডাঙ্ক' যে একেবারেই ত্বকের জন্য খারাপ তা নয়। নিয়ম মেনে ব্যবহার করলে তাতে ত্বকের সমস্যা কমে।

ঠিক কোন নিয়মে ' ডাঙ্কিং' করা প্রয়োজন? একেবারে শুরুর দিকে ১৫ সেকেন্ডের বেশি এই পন্থায় রূপচর্চা করা উচিত নয়। ধীরে ধীরে সময় বাড়ানো যেতে পারে। তবে সর্বোচ্চ ৩০ সেকেন্ডের বেশি নয়। ' ডাঙ্কিং'য়ের পর অবশ্যই ত্বকে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন। নইলে ত্বকের ক্ষতি রুখতে পারবেন না কেউ। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে 'আইস ডাঙ্ক' একেবারেই অনুচিত। কারা রয়েছেন সেই তালিকায়?

যাঁদের ক্রনিক ত্বকের প্রদাহের সমস্যা রয়েছে। লিউপাস ইরিথেম্যাটোসাসের মতো অটোইমিউন সমস্যায় যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে 'আইস ডাঙ্কিং' যেন যম। যাঁদের ত্বক বেশি সংবেদনশীল তাঁদের বরফ ভর্তি বাটিতে মুখ ডুবিয়ে রূপচর্চা করা অনুচিত। দীর্ঘদিনের ব্রণর সমস্যা থাকলেও এই পন্থায় রূপচর্চা করা ঠিক নয়।

গরমের পারদ যতই চড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ত্বকের সমস্যাও। ঘাম চিটচিটে ত্বকে ব্রণ, র‍্যাশ, ঘামাচি এই সময়ের পরিচিত সমস্যা। তেমনি গরমে অনেকেই আবার শুষ্ক ত্বকের সমস্যাতেও ভোগেন। এক্ষেত্রে গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের তাপমাত্রাও বাড়তে থাকে। অতিরিক্ত তাপ ও আর্দ্রতা সহ্য করতে না পেরে ত্বক শুষ্ক হয়ে ফাটতে শুরু করে। এই সমস্যার হাত থেকে বাঁচতে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা ঘরোয়া টোটকায় আস্থা রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। সহজ উপায়ে কীভাবে এর মোকাবিলা করা যায়, রইল তারই হদিশ। আগেকার দিনে ঠাকুমা-দিদিমারা ত্বক পরিচর্যায় মুলতানি মাটি, চন্দন- এইসব ঘরোয়া উপাদানের উপরই ভরসা রাখতেন। বর্তমানে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরাও কেমিক্যাল ফেস মাস্কের বদলে আবার সেই পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁদের দাবি, এতেই মিলবে সুফল। কোন ফেস মাস্কের সন্ধান দিচ্ছেন তাঁরা?

মুলতানি মাটি ও চন্দনের ফেস মাস্ক- মুলতানি মাটি ও চঃদন বাটা একসঙ্গে মিশিয়ে এই ফেসমাস্ক ঘরোয়া উপায়ে তৈরি করা যায়। অথবা বাজার চলতি মুলতানি মাটি ও চন্দনের ফেস মাস্কও এক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে। এই প্যাকটির প্রলেপ ত্বকে লাগিয়ে শুকনো হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। শুকনো প্যাক ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেললেই ত্বকে মিলবে ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল আমেজ। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ রেশমি শেট্টি এই প্যাকের উপকারিতা নিয়ে নিজের সোশাল মিডিয়া পেজে কথা বলেছেন। তাঁর দাবি, 'গ্রীষ্মে ত্বকের সমস্যা দূর করতে সেটিং মাস্ক সবচেয়ে ভালো। শুধু শুষ্ক ত্বকের সমস্যা নয়, তৈলাক্ত ত্বক, পোড়া বা ট্যান হওয়া-সহ ত্বকের নানা সমস্যার মোকাবিলায় এই প্যাক খুবই উপকারি। এই প্যাকের ব্যবহারেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা।'

নেভি ব্লু বডিকন ড্রেস, সঙ্গে স্টাইলিশ ম্যান্ডারিন কলার। কোমরে কালো বেল্ট আর পোশাকজুড়ে জিপার স্পেসস্যুট যখন ফ্যাশন

নেভি ব্লু বডিকন ড্রেস, সঙ্গে স্টাইলিশ ম্যান্ডারিন কলার। কোমরে কালো বেল্ট আর পোশাকজুড়ে জিপার। প্রথম দেখায় যে কেউ ভাবতেই পারেন, কোনো ফ্যাশন উইকের প্রস্তুতি নিচ্ছেন মডেলরা? কোন তারকা র‍্যাম্প মাতাবেন এই পোশাকে? আদতে সম্প্রতি এই পোশাক গায়ে চাপিয়েছেন পপ তারকা কেটি পেরি। আর পোশাক তৈরি করেছেন ডমিনিকান রিপাবলিকের ফার্নান্দো গার্সিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার লরা কিমের মতো হেভিওয়েট ফ্যাশন ডিজাইনার। কিন্তু এই পোশাক কোনো ফ্যাশন শো কিংবা র‍্যাম্পে শোভাবর্ধন করেনি বরং পরেছেন মহাকাশচারীরা। ১৪ এপ্রিল মহাকাশভ্রমণে যান পপ তারকা কেটি পেরি। ১১ মিনিটের মহাকাশযাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন সাংবাদিক গেইল কিং, সমাজসেবী লরেন সানচেজ, মহাকাশ প্রকৌশলী আইশা বোয়ি, বায়ো-অ্যাস্ট্রোনটিকস গবেষক আমান্ডা নুয়েন ও চলচ্চিত্র প্রযোজক কেরিয়ান ফ্লিন। অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা ও মার্কিন ধনকুবের জেফ বেজোসের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ব্লু অরিজিনের মহাকাশযানে করে সাব-অরবিটাল স্পেসে ভ্রমণ করেন তাঁরা। ' অরিজিন এনএস-৩১' মহাকাশ মিশন একটা রেকর্ডও বটে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম মহাকাশ অভিযান, যেখানে অংশ নিয়েছেন কেবলই নারীরা। ১৯৬৩ সালে রুশ নারী নভোচারী ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভার একক মহাকাশযাত্রার পর এবারই প্রথম শুধু নারীদের নিয়ে মহাকাশ ভ্রমণ করেছে কোনো মহাকাশযান। কেটি পেরির মহাকাশযাত্রা নজর কেড়েছে ঠিক অন্য একটা কারণে। মহাকাশযাত্রা যেমন ব্যয়বহুল, তেমনই ঝুঁকিপূর্ণ। আর এই ঝুঁকিতে নভোচারীদের ভরসা থাকে ভারী স্পেসস্যুটে। যেখানে প্রতিমুহূর্তে নিশ্চিত করা হয় অক্সিজেন। সামান্যতম ভুলের অবকাশ থাকে না সেখানে। চাঁদে যখন প্রথমবারের মতো পা রাখেন নিল আর্মস্ট্রং, তখন তাঁর কাঁধে ছিল অক্সিজেনের ট্যাংক, গায়ে ভারী স্পেসস্যুট। সেখান থেকে আজকের নীল বডিকন স্যুট, নভোযাত্রায় এত পরিবর্তন এল কীভাবে?

এ জন্য অবশ্য খুব একটা পেছন ফিরতে হবে না। মর্ত্যলোক জয় করে মহাকাশের পথে পা বাড়ানোর অঙ্গীকার ফ্যাশনজগতে বহুদিন ধরে। তার একমাত্র উপায় মহাকাশচারীদের জন্য আলাদা পোশাক তৈরি করা। নভোচারীদের পোশাক আর ফ্যাশনজগ তো এক নয়। তাঁদের পোশাকের ধরন, কাপড়ের মান থেকে শুরু করে সেলাই-সবকিছুতে থাকে ভিন্নতা। একচুল এদিক-সেদিক হলে শুধু নভোচারী নয়, পুরো মহাকাশযাত্রা পড়তে পারে সংকটে। তাই ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলো উদ্যোগ হাতে নিলেও বেশ কয়েকবার পিছিয়ে এসেছে শুধু সঠিক উপকরণের অভাবে। ২০১৬ সালে প্রথম ডিজাইনার স্পেসস্যুটের আইডিয়া নিয়ে আসেন ইলন মাস্ক। আয়রনম্যান ভার্সেস সুপারম্যান' সিনেমার কস্টিউম ডিজাইনার হোসে ফার্নান্দেসকে নিয়ে আসেন স্পেসএক্সে। লক্ষ্য ছিল নভোচারীদের ' বানানোর। দূর থেকে দেখেই যাতে তাঁদের হিরো বলে মনে হয়। প্রথমবারের মতো মিনিমালিস্টিক স্পেসস্যুটের দেখা পায় বিশ্ব। ২০২০ সালে সেই স্পেসস্যুট গায়ে চাপিয়ে মহাকাশযাত্রা সম্পন্ন করেন দুই মার্কিন নভোচারী ডগ হার্লি ও বব বেনকেন। তবে সেটা কোনো ফ্যাশন ব্র্যান্ডের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ ছিল না। ছিল ইলন মাস্কের পাগলামির ফসল। ২০২৩ সালে প্রথমবারের মতো ঘোষণা আসে, ইতালীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড প্রাডা সরাসরি কাজ করতে চলেছে স্পেসস্যুট নিয়ে। তখন জানা যায়, টেক্সাস-ভিত্তিক অ্যারোস্পেস কোম্পানি অ্যাক্সিওম স্পেস বানাতে চলেছে ডিজাইনার স্পেসস্যুট। নাসার 'আর্টেমিস ৩' অভিযানের জন্য প্রাডার তৈরি স্পেসস্যুট প্রকাশিত হয় ২০২৪ সালের অক্টোবরে। সাদার সঙ্গে লাল ও ধূসর রঙের মিশ্রণে তৈরি স্পেসস্যুটটি অনেকের নজর কাড়ে। সেখানে অবশ্য অক্সিজেন ট্যাংক, হেলমেট-সবকিছুই ছিল। স্যুটটি তৈরি করা হয়েছে চাঁদের ধুলা ও তাপমাত্রাসহনীয় উপাদানে। ২০২৭ সালে চাঁদের উদ্দেশে পৃথিবী ছাড়বে 'আর্টেমিস ৩'।

তবে কেটি পেরিদের স্যুট বানাতে বেশ বিপত্তিতে পড়তে হয়েছিল গার্সিয়া-কিম জুটিকে। সাধারণত স্পেসস্যুট বানানো হয় পুরুষদের কথা ভেবে। নারী নভোচারীদের জন্য আলাদা কিছু করার লক্ষ্য ছিল তাঁদের। শুধু তা-ই নয়, যেখানে নভোচারী হিসেবে আছেন কেটি পেরি, গেইল কিংয়ের মতো তারকা, সেখানে হেলাফেলার প্রশ্ন আসে না। তাই মার্কিন ফ্যাশন ব্র্যান্ড ' স্পেসস্যুট তৈরি করেছে নারী নভোযাত্রীদের আরাম ও স্বস্তির কথা মাথায় রেখে। প্রত্যেকের জন্য তৈরি করা হয়েছিল আলাদা আলাদা স্পেসস্যুট। এর সঙ্গে নারী নভোযাত্রীদের পরনে ছিল কিম কার্ডাশিয়ানের লেবেল ' শেপওয়্যার। ১১ মিনিটের মহাকাশযাত্রায় শুধু রেকর্ড নয়, ফ্যাশনটাও যে ছিল মুখ্য। কেটি পেরির নভোযাত্রা নতুন ট্রেন্ড তৈরি করল ফ্যাশনজগতে। ডিজাইনার ব্র্যান্ডগুলো পানির নিচ থেকে পৌঁছে গেল মহাকাশের গহিনে। ভবিষ্য নভোচারীদের বিভিন্ন রূপে দেখা এখন সময়ের ব্যাপারমাত্র।

ইজরায়েলি হামলার মধ্যেই ভারতীয়দের তেহেরান ছাড়ার নির্দেশ দূতাবাসের

অবিলম্বে তেহরান ছেড়ে দেশে ফিরে আসুন। আটকে পড়া ভারতীয়দের জন্য নির্দেশিকা জারি করল ভারতীয় দূতাবাস। গত পাঁচদিন ধরে ইরানের রাজধানী লক্ষ্য করে লাগাতার হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল। তার জেরে লাফিয়ে বাড়ছে ক্ষয়ক্ষতি। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের অবিলম্বে তেহরান ছেড়ে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছে দূতাবাস। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কোনও শহরে ভারতীয়দের আশ্রয় নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইরানে আটকে থাকা ভারতীয় পড়ুয়াদের নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছিল। এরই মধ্যে সোমবার থেকে আটকে পড়া ভারতীয় পড়ুয়াদের আর্মেনিয়া হয়ে ইরান থেকে সরিয়ে আনা শুরু হয়। কিন্তু তার পরের দিনই ইরানে থাকা ভারতীয় নাগরিক এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস। মঙ্গলবার দূতাবাসের তরফ থেকে বলা হয়, দেরি না করে করে প্রত্যেকে যেন তেহরান ছাড়েন। যাঁদের সামর্থ্য রয়েছে, তাঁরা যেন নিজেরাই অন্য কোনও শহরে চলে যেতে পারেন।

ইরানে আটকে থাকা যেসব ভারতীয় এখনও পর্যন্ত দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি, তাঁরা যেন অবিলম্বে নিজের নাম এবং লোকেশান দূতাবাসে জানান, এমনটাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৯৮ ৯০১০১৪৪৫৫৭, ৯৮ ৯১২৮১০৯১১৫, ৯৮ ৯১২৮১০৯১০৯- এই তিনটি হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, আদৌ তেহরান থেকে সরে যাওয়ার মতো সামর্থ্য রয়েছে আটকে পড়া ভারতীয়দের? প্রসঙ্গত, তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস সিরাজ ইউনিভার্সিটি অফ মেডিক্যাল সায়েন্স কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করেছিল, তারা যেন ভারতীয় পড়ুয়াদের নিরাপদস্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবধরনের ব্যবস্থা করে। ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের তরফেও গত ১৫ জুন একটি নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছিল, পড়ুয়াদের নিরাপদ স্থানে সরানোর জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইজলায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপাত্র এফি ডেফরিন জানিয়েছিলেন, ইরান থেকে ভারতীয় পড়ুয়াদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতকে সবধরনের সহযোগিতা করা হবে।

সড়ক সংস্কারের দাবিতে অবরোধ, চাপের মুখে আধাঘন্টায় কাজ শুরু

কদমতলা (ত্রিপুরা), ১৭ জুন ঃ সড়ক সংস্কারের দাবিতে উত্তর জেলার ধর্মনগর-কদমতলা মূল সড়ক মঙ্গলবার অবরোধ করলেন ইচাই জয়পুরের জনগণ। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার এর আশ্বাসে অবরোধ পরবর্তী সময়ে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। উত্তর ত্রিপুরার ৫৫-বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ইচাই জয়পুর গ্রামের প্রধান সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। লালছড়া থেকে ইচাই জয়পুর পর্যন্ত এই সড়কটি বর্তমানে মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। যার ফলে এলাকাবাসী চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। প্রায় দেড় বছর আগে এলাকার বিধায়ক যাদবলাল নাথ এই সড়কটি বারো হাত চওড়া করে পাকা নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিলান্যাস করেছিলেন। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও কাজ শুরু না হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এই সড়কের বেহাল দশার কারণে অ্যাম্বুলেন্স, টমটম, বাইক সহ কোন যানবাহন চলাচল করতে পারছে না। ছাত্রছাত্রীদেরও চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। এমনকি রোগীদের হাসপাতালে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে, ইচাই জয়পুরের সাধারণ মানুষ লালছড়া এলাকায় ধর্মনগর-কদমতলা মূল সড়ক অবরোধ করেন। এই অবরোধের ফলে রাস্তার দুই পাশে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। অবরোধের খবর পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয়রা দ্রুত সড়ক সংস্কারের দাবি জানিয়ে বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিশ্রুতি শুনে আসছি, কিন্তু বাস্তবে কোন কাজ হয়নি। তারা জানান, অবিলম্বে সড়ক সংস্কার না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নেতৃত্বে ভারতীয় রেল এক ঐতিহাসিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছেঃ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

মানেসার, হরিয়ানা, ১৭ জুন ঃ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১১ বছরে ভারতীয় রেল এক অভূতপূর্ব রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছে। তিনি বলেছেন যে ২০১৪ সালের আগে, রেলওয়ে কয়েক দশক ধরে অবহেলার শিকার ছিল, যেখানে বার্ষিক বিনিয়োগ ছিল মাত্র ২৫-৩০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু এখন এই বিনিয়োগ বেড়ে ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে, যা রেলের অবকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। শ্রী বৈষ্ণব বলেন, বছরের পর বছর ধরে রেলওয়েতে জমে থাকা উত্তরাধিকার সমস্যাগুলি এখন একে একে দূর করা হচ্ছে। স্টেশন, ট্রেন, শৌচাগার, ট্র্যাক, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, প্রযুক্তি - প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি করা হয়েছে। যাত্রীদের জন্য নতুন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে এবং শিল্পের সাথে সহযোগিতায় সমন্বিত উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। হরিয়ানার মানেসরের মারুতি প্ল্যান্টে রেলওয়ে সাইডিং সুবিধার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, শ্রী বৈষ্ণব প্রধান ঘোষণা এবং সাফল্যের তালিকা তৈরি করেন।১০০টি নতুন মেইন লাইন ইএমইউ (মেমু) ট্রেনযাত্রী ট্রেনের উন্নয়নের জন্য, এখন ১৬টি এবং ২০টি কোচের মেইন লাইন ইএমইউ ট্রেন তৈরি করা হবে। এখন পর্যন্ত, ৮টি বা ১২টি কোচ দিয়ে মেমু তৈরি করা হত। তেলেঙ্গানার কাজিপেটে চালু হওয়া একটি নতুন কারখানায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এটি স্বল্প দূরত্বের ভ্রমণে বিরাট স্বস্তি দেবে। ৫০টি নতুন 'নমো ভারত' এসি যাত্রীবাহী ট্রেন'নমো ভারত' ট্রেন যাত্রীদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পেয়েছে। এখন ৫০টি নতুন এসি যাত্রীবাহী ট্রেন যুক্ত করা হবে। এর আগে, আহমেদাবাদ-ভুজ এবং পাটনা-জয়নগরের মধ্যে দুটি ট্রেন চালু করা হয়েছিল। মোট ১৫০টি নতুন যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবায় আসবে। ১২০০টিরও বেশি নতুন সাধারণ কোচগত বছর ২০১৮ সালে, যাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে, রেলওয়ে ১২০০টিরও বেশি সাধারণ কোচ যুক্ত করেছে। এই অভিযান গত আড়াই বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পএখন পর্যন্ত ১৩০০টি অমৃত ভারত স্টেশনের কাজ অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে সম্প্রতি ১০৩টি স্টেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী বিকানের থেকে এটি উদ্বোধন করেছেন। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ১০০টি স্টেশন এবং ২০২৬ সালের মধ্যে আরও ৫০০টি স্টেশন সম্পন্ন হবে। টিকিট ব্যবস্থার উন্নতিতকাল টিকিট বুকিংয়ে বটের অপব্যবহার রোধ করতে, ১ জুলাই থেকে কেবল কেওয়াইসি যাচাইকৃত যাত্রীরা অনলাইন বুকিংয়ের সুবিধা পাবেন। উইন্ডো বুকিংয়ে আইডিও বাধ্যতামূলক করা হবে। চার্ট প্রকাশনায় উদ্ভাবনবিকানের বিভাগ একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে ২৪ ঘন্টা আগে (আগে এটি ৪ ঘন্টা আগে ছিল) চার্ট প্রকাশ শুরু করেছে। এটি যাত্রীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা হ্রাস করেছে এবং তাদের আরও ভাল পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করছে। বন্দে ভারত এবং অমৃত ভারত ট্রেনের সম্প্রসারণ অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সংখ্যা শীঘ্রই আরও ৬টি বৃদ্ধি পাবে। আরও ৫০টি ট্রেন নির্মাণাধীন রয়েছে। বন্দে ভারত ট্রেনগুলিকেও নতুন রুটে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। মালবাহী করিডোর এবং মালবাহী পরিষেবামালবাহী এবং যাত্রী পরিবহন উভয় ক্ষেত্রেই ভারত এখন বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। গত বছর, ৭.২ বিলিয়ন যাত্রী রেলপথে ভ্রমণ করেছিলেন এবং ১৬১৭ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহন করা হয়েছিল। মালবাহী করিডোরটি এখন সম্পূর্ণরূপে চালু এবং প্রতিদিন প্রায় ৪০০টি মালবাহী ট্রেন এতে চলাচল করছে। হরিয়ানায় রেলওয়ে অবকাঠামোর পরিবর্তন। মিঃ বৈষ্ণব জানান যে ২০১৪ সালের আগে, হরিয়ানা মাত্র ৩১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পেত, যা এখন বেড়ে ৩৪১৬ কোটি টাকা হয়েছে। হরিয়ানায় ৮২৩ কিলোমিটার নতুন ট্র্যাক স্থাপন করা হয়েছে - সংযুক্ত আরব আমিরাতের মোট রেল নেটওয়ার্কের চেয়েও বেশি। রেল নেটওয়ার্কের ১০০ বিদ্যুতায়ন ৩৪টি স্টেশনঃ অমৃত ভারত যোজনার আওতায় পুনর্বিকাশ করা হচ্ছে। ৫৪০টি ফ্লাইওভার এবং আন্ডারপাস নির্মিত হয়েছে। সোনিপতে রেলওয়ে কারখানা আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। রেলওয়ে হরিয়ানায় ১১,৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। গতি শক্তি মাল্টি-মডেল টার্মিনাল প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রেখে, রেলওয়ে ২০২১ সালে মাল্টি-মডেল লজিস্টিকসকে শক্তিশালী করার জন্য বড় ধরনের সংস্কার গ্রহণ করে, যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ১০৮টি মাল্টি-মডেল কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়। হরিয়ানার যে টার্মিনালটিতে এই ঘোষণা করা হয়েছিল, সেটি ৪৫ একর জমি জুড়ে বিস্তৃত এবং ৪.৫ লক্ষ গাড়ি পর্যন্ত কার্গো পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে। শ্রী বৈষ্ণব উপসংহারে বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় রেলের রূপান্তরের যাত্রা একটি নতুন যুগের রেলওয়ে তৈরি করছে-দ্রুত, পরিষ্কার, আধুনিক এবং জনবান্ধব। আমরা আগামী বছরগুলিতে এটিকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

হারানো ব্যাগ যাত্রীকে ফিরিয়ে দিল মেট্রোর আরপিএফ কর্মী

কলকাতা, ১৭ জুন ঃ ১৫.০৬.২০২৫ তারিখে, বিকেল ৪,২০ মিনিটে, ময়দান মেট্রো স্টেশনে কর্তব্যরত একজন আরপিএফ কর্মী নিয়মিত টহল দেওয়ার সময় একটি বেওয়ারিশ ব্যাগ উদ্ধার করে স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। ব্যাগটি খোলার পর, তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়।এরপর, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা করে ব্যাগের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে ব্যাগটি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সমস্ত স্টেশনে একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও পাঠানো হয়। কিছুক্ষণ পরে, একজন পুরুষ যাত্রী ময়দান মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে উদ্ধার করা ব্যাগ এবং তাতে থাকা জিনিসপত্রের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর, ব্যাগটি এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্র তার কাছে হস্তান্তর করা হয়। তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে তিনি তাকে হারিয়ে যাওয়া ব্যাগটি এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্র ফিরে পেতে সাহায্য করেছেন। পরবর্তী সময়ে তারা মেট্রোর সমস্ত কর্মীদেরই সহায়তা করতে তারা প্রস্তুত বলে তিনি জানিয়ে দেন।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে অতিরিক্ত এসি তৃতীয় শ্রেণীর কোচ যুক্ত করবে

গোরখপুর, ১৭ জুন ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেল প্রশাসন ১৮ জুন, ২০২৫ থেকে গুয়াহাটি থেকে ০৫৬৩৬ / ০৫৬৩৫ গুয়াহাটি-শ্রী গঙ্গানগর-গুয়াহাটি স্পেশাল ট্রেনে এবং ২২ জুন, ২০২৫ থেকে শ্রী গঙ্গানগর থেকে ০১টি অতিরিক্ত এসি তৃতীয় শ্রেণীর কোচ যুক্ত করবে। ফলস্বরূপ, পরিবর্তিত কাঠামো অনুসারে, এই ট্রেনে ০২টি জিএসএলআর, ১৮টি স্লিপার ক্লাস এবং ০১টি এসি তৃতীয় শ্রেণীর কোচ সহ ২১টি কোচ স্থাপন করা হবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে রেল প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত ০৩২১৫ / ০৩২১৬ পাটনা-থাও-পাটনা স্পেশাল ট্রেনের কার্যক্রম, যা আগে থেকে ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত চালানো হচ্ছে, ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অতিরিক্ত ৯২টি ট্রিপের জন্য বাড়ানো হবে। ০৩২১৫ পাটনা-থাওয়ে স্পেশাল ট্রেনটি ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত পাটনা থেকে ১২.১০ মিনিটে ছেড়ে যাবে, ফুলওয়ারি শরীফ থেকে ১২.২২ মিনিটে, পাটলিপুত্র থেকে ১২.৪৫ মিনিটে, দিঘা ব্রিজ হল্ট থেকে ১২.৫১ মিনিটে, দিঘোয়ারা থেকে ১৩.৫২ মিনিটে, গোল্ডিংগঞ্জ থেকে ১৪.২৫ মিনিটে, খাইরা থেকে ১৫.১৩ মিনিটে, মাধৌরা থেকে ১৫.৩২ মিনিটে, মাসরখ থেকে ১৫.৪৮ মিনিটে, রাজাপট্টি থেকে ১৬.০২ মিনিটে, দিঘোয়া দুবাউলি থেকে ১৬.১৭ মিনিটে, সিধওয়ালিয়া থেকে ১৬.৩২ মিনিটে, রতন সরাই থেকে ১৬.৪৭ মিনিটে এবং গোপালগঞ্জ থেকে ১৭.০৭ মিনিটে থাওয়ে পৌঁছাবে এবং ১৭.৪০ মিনিটে পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৩২১৬ থাওয়ে-পাটনা স্পেশাল ট্রেনটি ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত থাওয়ে থেকে ১৮.২৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং ১৮.৩৫ মিনিটে গোপালগঞ্জ, ১৮.৫৫ মিনিটে রতন সরাই, ১৯.১২ মিনিটে সিধওয়ালিয়া, ১৯.৩০ মিনিটে দিঘোয়া দুবাউলি, ১৯.৪৫ মিনিটে রাজাপট্টি, ১৯.৫৭ মিনিটে মাসরখ, ২০.২২ মিনিটে মাধৌরা, ২০.৩৮ মিনিটে খাইরা, ২১.২০ মিনিটে গোল্ডিংগঞ্জ, ২১.৩২ মিনিটে দিঘোয়ারা, ২৩.৩২ মিনিটে দিঘা ব্রিজ হল্ট, ২৩.০০ মিনিটে পাটলিপুত্র এবং ২৩.১০ মিনিটে ফুলওয়ারি শরীফ পৌঁছাবে এবং ২৩.৪৫ মিনিটে পাটনা পৌঁছাবে।

নাম পরিবর্তন

আমি Saharjan Bibi Molya alias Shaharjan Bibi (পুরাতন নাম) পিতা Nasiruddin Molla স্বামী Safikul Ali Molla ঠিকানা Sat Bhaiya, Nangla Palpur Paschimpara, Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700135 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 17-06-2025 এর Affidavit no 19/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Saharjan Bibi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Saharjan Bibi (নতুন নাম) ও Saharjan Bibi Molya, Shaharjan Bibi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Mohammed Safikul Islam, Safikulali Molla, Safikul (পুরাতন নাম) পিতা Fakir Ali Molla ঠিকানা Sat Bhaiya, Nangla Palpur Paschimpara, District - South 24 Parganas, Pin - 700135 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 17-06-2025 এর Affidavit no 16/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Safikul Ali Molla (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Safikul Ali Molla (নতুন নাম) ও Mohammed Safikul Islam, Safikulali Molla, Safikul (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Ashok Kr Goel alias Ashok Goel (Old Name) S/o Mani Ram Goel Residing at Block -I, Flat No. 1D, Natural City, 43, Shyamnagar Road, Bangur Avenue, P.o - Bangur Avenue, District- North 24 Parganas, Pin - 700055 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Ashok Kumar Goel (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 18/2025 Dated 17-06-2025. Ashok Kr Goel, Ashok Goel (Old Name) and Ashok Kumar Goel (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Rakhi Deb (পুরাতন নাম) পিতা Late Swapan Kumar Sarkar Ñ¬à¾ã Rupas Deb ঠিকানা 60A, Becharam Chatterjee Road, Arabinda Pally, KMC Parnasree, Behala, District - Kolkata, Pin - 700034 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 17-06-2025 এর Affidavit no 20/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rakhi Deb Sarkar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rakhi Deb Sarkar (নতুন নাম) ও Rakhi Deb (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Sangita Goel (Old Name) W/o Ashok Kumar Goel Residing at Natural City, Block -I, Flat - 1D, 1st Floor, 43, Shyamnagar Road, Bangur Avenue, Dum Dum, District- North 24 Parganas, Pin - 700055 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sangita Devi Goel (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 17/2025 Dated 17-06-2025. Sangita Goel (Old Name) and Sangita Devi Goel Goel (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Narendar Sharma son of Munshi Ram Sharma, residing at 3 C Block 1, 5 N. S. C. Bose Road, Regent Park, Kolkata-700040, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Narendra Sharma as declared before the Notary Public at Kolkata dated 16/06/2025. Narendar Sharma and Narendra Sharma both are same and one identical person.

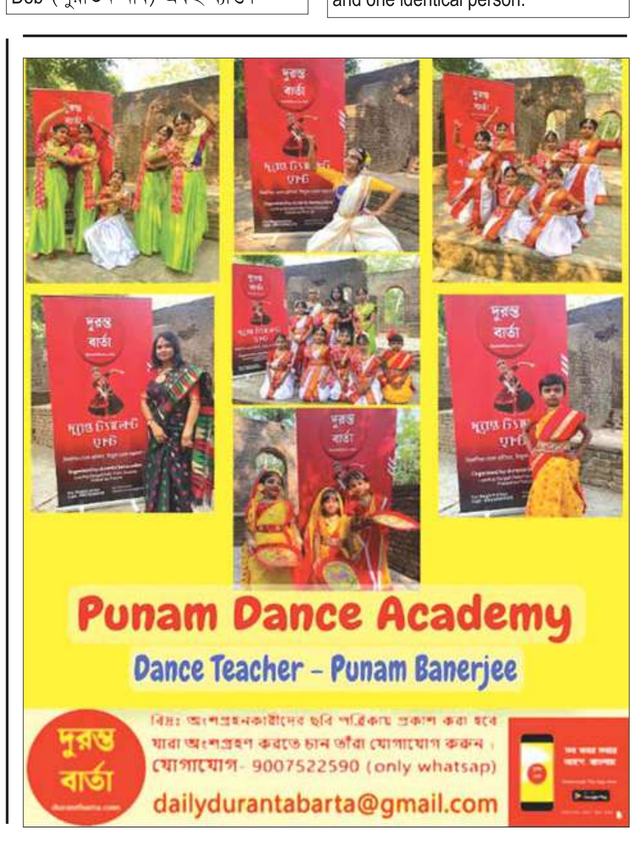

আজকের দুই মীরজাফর বিজেপি ও বাম-কংগ্রেসের জোটকে ভোট দেবেন না- একান্ত সাক্ষাৎকারে দাবী আলিফা আহমেদের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৭ জুন ঃ ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে রাজ্যের একমাত্র উপনির্বাচন নদীয়ার

৮০ কালিগঞ্জ বিধান সভা উপনির্বাচন। আর এই উপনির্বাচনকেই পাখির চোখ করে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছে শাসক থেকে বিরোধী সব রাজনৈতিক দল। আগামী ১৯ জুন এই কেন্দ্রে রয়েছে উপনির্বাচন। ইতিমধ্যে প্রচারেও ঝড় তুলতে দেখা গেছে শাসক বিরোধী সকলকেই, আর কালিগঞ্জ বিধান সভার উপনির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আলিফা আহমেদ একান্ত সাক্ষাৎকারে এদিন বিজেপ ও বাম কংগ্রেসের জোটকে মীরজাফর বলে কটাক্ষ করেন। **প্রশ্ন**- এখনো পর্যন্ত কেমন সারা পাচ্ছেন। **উত্তর** - সারা খুবই ভালো, সর্বস্তরের মানুষের উচ্ছাস আমাকে আরও অনুপ্রানিত করছে প্রতিদিন। **প্রশ্ন**- জিতলে সবার আগে কোন কাজগুলোকে প্রাধান্য দেবেন। **উত্তর**- সবার আগে বাবার যে কাজ গুলি অসম্পূর্ণ আছে সেগুলি করার চেষ্টা করব। এছাড়াও বিগত দিনে বহু উন্নয়ন এলাকায় হয়েছে আগামীদিনে আরো উন্নয়ন হবে। **প্রশ্ন**- একটা সোজাসাপটা প্রশ্ন মানুষ আপনাকেই কেন ভোট দেবে? **উত্তর** - দেখুন মানুষ আমাকে কেন ভোট দেবে, এটা মানুষ বলবে, কারন আমি মা-মাটি- মানুষের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছি, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে থাকা সরকারের উন্নয়ন মূলক কাজ আর পরিষেবা যেভাবে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে, এর পর আমাকে কেন ভোট দেবে নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। **প্রশ্ন**- বিগতদেনের ফলাফলের থেকে এই উপনির্বাচনের ফলাফলে কেমন পার্থক্য হতে পারে? উত্তর- বিগত নিচর্বানে যে ব্যবধান ছিল এবারের নির্বাচনেতার থেকে ছাপিয়ে যাবে বলে আমরা আশাবাদী। **প্রশ্ন**- দলের গোষ্ঠীকোন্দল কি আছে? বা এই নির্বাচনে তার কতোটা প্রভাব পরতে পারে? **উত্তর**- আমাদের এখানে কোন গোষ্ঠীদন্দ্ব নেই, এখানে আমরা সকলেই হাত হাত রেখে একসাথে কাজ করে চলেছি। শুধু মিডিয়ার কাছ থেকেই শুনতে পাই গোষ্ঠীকোন্দলের কথা। আমরা সকলে একটা পরিবারের সদস্য, আর আমাদের অভিভাবক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। **প্রশ্ন** -প্রচারে বিরোধী কোন দলের প্রভাব নজরে এসেছে? আর কোন দলকে আপনার প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখছেন? **উত্তর** -বিরোধী হিসাবে বিজেপি কে মনে করলেও প্রচারে বেরিয়ে বিজেপি বা কংগ্রেস কাউকেই সেভাবে দেখতে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না। **প্রশ্ন**- বিরোধীদের অভিযোগ এলাকার কোন উন্নয়ন সেভাবে হয়নি, এখানকার স্বাস্থ্য পরিষেবাও ঠিক নেই, কর্মস্থানের কোন প্রসার ঘটেনি এই বিষয়ে কি বলবেন? **উত্তর** - কালীগঞ্জ বিধানসভা হলো একটা বড় এলাকা, সেখানে প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার শিকার আমাদের রাজ্য সরকার, তা সত্ত্বেও আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে মানুষের পাশে থেকে উন্নয়নের চেষ্টা করছেন সেজন্য মাননীয়াকে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। **প্রশ্ন**- স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির জন্য কোন পদক্ষেপ নেবেন? **উত্তর** - কালীগঞ্জ হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা এলাকা অনুপাতে যথেষ্ট ভাল, তবে আগামীতে আরো উন্নত ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা যাতে দেওয়া যায় সেদিকে লক্ষ থাকবে। **প্রশ্ন**- যুব সমাজের প্রতি আপনার কি বার্তা থাকবে? **উত্তর**- যুব সমাজের কাছে একটাই বার্তা দেব যে, তোমরা ভালোভাবে পড়া সোনা করে যাও তারপর চাকরির বিষয়ে যেসব পড়াশোনা দরকার সেদিকে নজর দাও, আমার ভাবে ব্যক্তিগত যে অভিজ্ঞতা আছে সেগুলি দিয়ে সবসময় তোমাদের পাশে থাকার চেষ্টা করব। **প্রশ্ন**- প্রচারে কোন ফ্যাক্টারটা বেশি কাজে আসছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী না লাল সাহেবের কন্যা? **উত্তর** - দীর্ঘদিন আমি রাজনীতির সঙ্গে জুক্ত সেক্ষেত্রে যেমন আমার বাবার সঙ্গে থেকে যা অভিজ্ঞতা হয়েছে এছাড়াও দলনেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা কে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে লড়াই করছি। **প্রশ্ন**- এখনো পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে? **উত্তর** - এখনো পর্যন্ত সেভাবে সাক্ষাৎ হয়নি তবে আশা করছি খুব দ্রুত তার সাথে দেখা হবে ও আশীর্বাদ পাবো। **প্রশ্ন**- বিধানসভার ভোটারদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন? **উত্তর** - কালীগঞ্জের ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলবো আগামীদিনে আপনাদের পাশে থেকে কাজ করতে চাই সেই সুযোগটুকু আমাকে আপনারা করে দেবেন। বিরোধীদের চক্রান্তে পা দেবেন না, আগামী ১৯ জুন সকাল সকালি নিজ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোটটি দিন, পাশাপাশি বলবো সেদিন একজনের বিশ্বাস ঘাতকায়, আমরা পরাজিত হয়েছিলাম পলাশীর যুদ্ধে, আজও বিজেপি, ও বাম- কংগ্রেসের জোট মীরজাফরদের ভোট দেবেন না। **প্রশ্ন**- এলাকায় অনেকেই বলে লাল সাহেব বিধায়ক হলেও তাকে ঘরের মানুষ হিসেবেই পেয়েছিলেন, আলিফা আহমেদ জিতলে তাকেও কি সাধারণ মানুষ ঘরের মেয়ে হিসেবেই পাবে? **উত্তর**- যদি আপনারা বা কালীগঞ্জের মানুষ সেই সুযোগ দেন তাহলে অবশ্যই সকলের সাথে থাকা চেষ্টা করব। **প্রশ্ন**-প্রশাসনের ভূমিকা কেমন নজরে এসেছে? **উত্তর**- প্রশাসন তাদের মতো করে করে চলেছে, এই ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই তবে কালীগঞ্জের নির্বাচনে অতীতে কোন গন্ডগোল হয়নি এবারেও সেরকম কিছু হবে না, ভোট শান্তিপূর্ণ ভাবেই হবে বলেই আমরা আশাবাদী।

বরিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের খালিনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে প্রার্থীই দিতে পারল না বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, এগরা, ১৭ জুন ঃ বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। শুভেন্দু গড়ে সমবায় ভোটে রক্তক্ষরণ অব্যাহত বিজেপির। পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা ১ ব্লকের খালিনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি এবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতল তৃণমূল। এগরা ১ নম্বর ব্লকের বরিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের খালিনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি। এই সমবায় সমিতিতে আসনসংখ্যা ৯। নিয়মাফিক ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর ভোটাভুটি হল না। সবকটি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা। এদিন মঙ্গলবার ছিল মনোনয়ন পেশের শেষদিন। কিন্তু একটি আসনেও প্রার্থী দিতে পারল না বিজেপি-সহ বিরোধীরা। সমবায় ভোটের মনোনন পেশের শেষদিনেই বিজয়োৎসবে মেতে উঠলেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। এই জয়কে 'মা-মাটি-মানুষের জয়' বলে বর্ণনা করে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন তৃণমূল নেতা সিদ্ধেশ্বর বেরা। এবার লোকসভা ভোটে পূর্ব মেদিনীপুরে ভালো ফল করতে পারেনি তৃণমূল। জেলার দুটি লোকসভা কেন্দ্রেই জিতে বিজেপি। তবে বিধানসভা ভোটের আগে একের এক সমবায় নির্বাচনে জয় পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূলকে শক্ত গড়ে দিচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিজেপির ব্লক সাধারণ সম্পাদক শক্তিপদ সাহুর অবশ্য দাবি, 'রাতের অন্ধকারে ভোট করিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে তৃণমূল। আর্থিক তছরুপে জর্জরিত খালিনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে আমরা ইচ্ছে করেই প্রার্থী দিইনি'। বলেন, 'বরিদা সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলকে খোলা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি'।

MALIARA GRAM PANCHAYAT
MALIARA, BANKURA
Notice Inviting e-tender
E-NIT No 03/MGP/2025-26
Pradhan Maliara Gram Panchayat Invite Percentage Rate e-tender for the 12 nos different works at different Places. All Information is available **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Maliara Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Rakhera –Bishpuria Gram Panchayat
Vill+ PO-Bishpuria, PS-Hura, Dist. Purulia,
e-mail id : rbishpuriagp@gmail.com
Notice of Inviting E-Tender
From Rakhera Bishpuria Gram Panchayat, Hura, Purulia Published the following **NIT-06/RBGP** Dated- **12/06/2025.** Last Date of Application- **24/06/2025 up to 5.00 pm.** Last date of Dropping- **24/06/2025 up to 5.00 pm.** Opening date- **27/06/2025 at 5.00 PM.** For More Details **www.wbetender.gov.in.**
Sd/- Pradhan/Secretary
Rakhera-Bishpuria Gram Panchayat.

NOTICE INVITING QUOTATION NO.: 02/DPD-VI, DPMU-II, WBMIFMP of 2025-2026, issued on 17.06.2025
Sealed quotation is invited by Deputy Project Director(Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP,I & W Dte, Jalasampad Bhawan, 9th Floor, Kol-91 from reliable & reputed resourceful Agencies for "Procurement of Cartridge and its installation for SPMU and DPMU-II, WBMIFMP". Last date of receiving application is-**26/06/2025 up to 2:00 PM.** All document and details can be obtained from the office of DPMU-II, WBMIFMP, 9th Floor, Jalasampad Bhawan, Kol-91"
Sd/- Deputy Project Director (Civil)-VI,
DPMU-II, WBMIFMP,
Irrigation & Waterways Dte.

আলিপুরদুয়ার জংশনে রক্ষণাবেক্ষণ ও আনুষঙ্গিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৫১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৩-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং ঃ ১৬-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম ঃ** "এডিইএন/ওয়েস্ট/আলিপুরদুয়ার জংশনের আওতাধীন এসএসই/পি. ওয়ে/হাসিমারা -এ কিলোমিটার ১১৩/২-১৬৬/৯ অবধি, ট্র্যাকের নিরাপত্তার জন্য স্থায়ী ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কাজ।" **টেন্ডার মূল্য:** ২,৩০,৬৩,৯৯৯.২০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৬৫,৩০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ০৭-০৭-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the
SOMPARA-I GRAM PANCHAYAT
NARIKELBARI, SOMPARA, MURSHIDABAD
(UNDER BELDANGA- II DEV. BLOCK)
NOTICE INVITING e-TENDER No: 02/Sompara-I GP/2025-26
For and on behalf of the Sompara-I GP, the Prodhan, invites sealed percentage rate tenders for total 9 (Nine) Nos. Different works. Last date of submission of bid (online) **18.06.2025 up to 17.00 Hours**. Date of Opening of Bid(online) **23-06-2025 at 17.00 Hours**. For others details visit website –**https://wbtenders.gov.in** or Sompara-I G.P
Sd/- Prodhan
Sompara-I Gram Panchayat

আমমোক্তারনামা

সাহাবুদ্দিন সেখ, পিতা- মৃত মোঃ খালেক সেখ, সাং- বৈকুন্ঠপুর, পোঃ- রাজানগর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- **মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর** A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২২ সালে **Book-I, 6330** নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) হাজরা বেওয়া, ২) জান্নাতুন খাতুন আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১৪৫ নং নতুনগঞ্জ মৌজাস্থিত এল. আর. ২০৭ নং দাগের এল. আর. ২১৫৮, ২১৫৯ নং খতিয়ানের ২১ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

E-Tender Notice
N.I.T. No-02/25-26
Online bids are invited from bonafide contractors for Listed works under 15th CFC (Tied Fund). Last date of online bid submission-26/06/2025. For details information contact.
Sd/-Prodhan,
Budbud Gram Panchayat
Budbud, Galsi-I, Purba Bardhaman

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বাবা ও মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু, শোকের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, মন্তেশ্বর, ১৭ জুন ঃ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বাবা ও মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু। মন্তেশ্বরে নেমেছে শোকের ছায়া। মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত গন্ধারপাড়া এলাকায় মঙ্গলবার সকালে ঘটে এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক ছাত্রী ও তার বাবার। মৃতদের নাম বর্ষা নন্দী (১২) ও অরুণ নন্দী (৪৫)। ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালবেলা বৃষ্টির মধ্যে জামা মেলতে গিয়েছিল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী বর্ষা। বাড়ির পাশে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে সংযুক্ত একটি জিআই (গ্যালভানাইজড আয়রন) তার তখন বিদ্যুৎ পরিবাহীতে পরিণত হয়েছিল। অজান্তেই ভিজে অবস্থায় সেই তারের সংস্পর্শে চলে আসতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় বর্ষা। মেয়ের চিৎকার শুনে তাকে বাঁচাতে ছুটে যান বাবা অরুণ নন্দী। কিন্তু তিনিও বিদ্যুতের শকের কবলে পড়ে যান। দু'জনকেই স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে মন্তেশ্বর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। চিকিৎসকরা বাবা -মেয়েকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিদ্যুতের খুঁটির জিআই তারে দীর্ঘদিন ধরেই ত্রুটি ছিল। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী বর্ষার মৃত্যুর পর এই বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগকে দায়ি করে ক্ষোভপ্রকাশ করেন প্রতিবেশীরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এলাকা জুড়ে বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা পরিকাঠামোর খতিয়ে দেখা হোক ও এই মর্মান্তিক ঘটনার পিছনে দায়িদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক। স্থানীয় বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠরত বর্ষা পড়াশোনায় ভালো ও শান্ত স্বভাবের মেয়ে হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিল। বাবা-মেয়ের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা গন্ধারপাড়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। একটা তার যে এমন করুণ বীভৎস পরিণতি ডেকে আনতে পারে, তা বিশ্বাস করতে পারছেন না এলাকাবাসী। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

TENDER NOTICE
Jagatballavpur-II Gram Panchayet
E-tenders is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide Etender-**NIT MEMO No. JBPUR-II/211/2025, Date: 12/06/25**. Last date of Tender droping: **25.06.2025, 11.00am**, Date of opening of Bibs: **27.06.2025, 11.30 AM**, Details Contact: **wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Jagatballavpur-II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block, Howarh

কাটিহার ডিভিশনে বিজি টিটিআর (পি)-এর জন্য সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-১৮, তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিইএন/।/কাটিহার অধিক্ষেত্রে কুমারগঞ্জ ইয়ার্ডে বিদ্যমান ৬০ কেজি রেল ১ ইন ১২ (এফএস) দ্বারা ৬০ কেজি রেল ১ ইন ১২ (টিডব্লিওএস) পিটি নং. ১০৪, ১১০, ১০৯, ১০৩, ১০৫, ১০১, একলাখিতে পিটি নং. ১২২-এর বিজি টিটিআর(পি) জন্য সিগন্যালিং কাম। টেন্ডার মূল্যঃ ১৭,৬১,৫৬১.২৮ টাকা, বায়নার ধনঃ ৩৫,২০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

E-Tender is invited by the undersigned from the Bonfide, resourceful contractor for eNIT- **07/JARAGRAM/25-26 & eNIT- 08/JARAGRAM/25-26.** Last date of apply **25.06.2025 at 09:00 am.** For more details contact Jaragram GP
Sd/-
Prodhan, Jaragram GP

আমমোক্তারনামা

বেদারুল সেখ, পিতা- নয়েশ সেখ, সাং- রানীনগর, পোঃ- দিয়া। রানীনগর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৩ সালে Book-I, 7471, 6840 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) এবরান সেখ, ২) বদর সেখ, ৩) জালেকা বিবি, ৪) শহরবানু বিবি, ৫) নুর মহম্মদ সেখ, ৬) নুরবানু বিবি, ৭) জাহিরুল সেখ, ৮) লালবর সেখ, ৯) আনুয়ারী বিবি, ১০) লাইলি বিবি আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১৪৩ নং রানীনগর মৌজাস্থিত এল. আর. ১৩৪১, ১৪২৩ নং দাগের এল, আর. ১১৯ নং খতিয়ানের ৪২.০৫৫ শতক এবং ১৪৫ নং নূতনগঞ্জ মৌজাস্থিত এল. আর. ২০০, ২১৬ নং দাগের এল, আর. ৫০ নং খতিয়ানের ৩১.৩২০৫ শতক সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং ৭৬_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ১৬.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ:** জোন নং ৩০ - সম্পূর্ণ হাওড়া ডিভিসনে এসএসই/বিআর/এইচডব্লুএইচ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা ব্রিজগুলির সুপার স্ট্রাকচারের রক্ষণাবেক্ষণ সহ ব্রিজগুলির আনুষঙ্গিক কাজ, মেয়াদ সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৬। **আনুমানিক ব্যয়:** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **বায়না মূল্য:** ২,০০,০০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ :** সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০২.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-146/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পানীয় জল এবং রাস্তার দাবিতে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ১৭ জুন ঃ দিনহাটা দুই নং ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদেরকুঠি এলাকা। দীর্ঘ সময় ধরে এই এলাকায় সঠিক রাস্তার দাবী তুলছিলেন স্থানীয়রা। জানা যায়, বিগত বহু বছর ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে চাঁদেরকুঠি এলাকার বেশকিছু রাস্তা। তবে সেগুলির মধ্যে একটি রাস্তা দিয়ে শতাধিক মানুষের চলাচল। আর সেই রাস্তার একেবারেই বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষেরা। পর্যাপ্ত পানীয় জলের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। সামান্য বৃষ্টিতেই গ্রামে ঢোকার রাস্তার একেবারেই পরিস্থিতি খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। চলাচল করা যায় না সাইকেল অথবা মোটরসাইকেল নিয়ে। এই বিষয়ে কোচবিহারের ওই এলাকার এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, স্থানীয়দের অভিযোগ ভোট আসে ভোট যায় প্রতিশ্রুতি মেলে একগুচ্ছ। তবে রাস্তার বেহাল দশার পরিবর্তন হয় না বিন্দুমাত্র। যেকোন জরুরী পরিষেবায় যানবাহন অথবা অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে পারে না গ্রামে। সেই কারণেই আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি দ্রুত রাস্তার সংস্কার এবং পর্যাপ্ত পানীয় জলের যোগান। এই দুই সমস্যা সমাধান করা হলেই তাঁরা খুশি। তাই তাঁরা এবার জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। যদিও এখনও পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন উত্তর পাননি তাঁরা এই বিষয়ে। এলাকার আরেক বাসিন্দা জানান, এই ঘটনার

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং সদস্যা। এছাড়াও এসেছিল সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। বিক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করা হয়। দ্রুত পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা সংস্কার করা হবে এমনটাই জানানো হয় সকলকে। এছাড়া এই প্রসঙ্গে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিমল বর্মন জানান, রাস্তা ও জলের পরিস্থিতি পরিবর্তন করার জন্য তাঁরাও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দ্রুত রাস্তাটি পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় সংস্কার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এছাড়া এলাকার জলের সমস্যাও সমাধান করা হবে। যদিও এলাকার মানুষেরা এই সমস্যা সমাধান করার বিষয়ে অনেকটাই সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। দ্রুত এই এলাকার এই সমস্যাগুলি সমাধান করা হবে এমনটাই জানাচ্ছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এবং সদস্যারা। তবে যদি দ্রুত এই সমস্যা সমাধান না করা হয়। তবে অদূর ভবিষ্যতে স্থানীয় মানুষেরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানিয়েছেন।

ভোটের আগে মুর্শিদাবাদের নিরাপত্তায় বাড়তি নজর দিল প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৭ জুন ঃ ভোটের আগে মুর্শিদাবাদের নিরাপত্তায় বাড়তি নজর দিল প্রশাসন। এই জেলায় নিরাপত্তার স্বার্থে বড়সড় পদক্ষেপ করা হয়েছে। সোমবার রাজ্য পুলিশের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, পুলিশের সশস্ত্র ৮ নং ব্যাটেলিয়নকে বারাকপুর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মুর্শিদাবাদের সুতিতে। সদর দপ্তর থেকে সমস্ত বাহিনী, অস্ত্র, গাড়ি সবই স্থানান্তর করা হয়েছে। আপাতত জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত আহিরণ মডেল স্কুলে সব স্থানান্তরিত হয়েছে। ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে দফায় দফায় মুর্শিদাবাদের একাধিক এলাকা অশান্ত হয়ে ওঠে। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্যই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের ৮নং ব্যাটেলিয়ন এতদিন ছিল উত্তর ২৪ পরগনার বারাকপুরে। ১৬ জুন রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টরেটের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে তা স্থানান্তরের কথা বলা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, সুতি অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় তা সরিয়ে দেওয়া হল। ফলে এই মুহূর্তে বারাকপুরের যেখানে ব্যাটেলিয়ন ছিল, সেই জায়গাটি খালি হয়ে গেছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই মুহূর্তে ব্যাটেলিয়নের কর্মীদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেইসঙ্গে বারাকপুর থেকে সমস্ত গাড়ি, অস্ত্রশস্ত্রও পৌঁছে যাবে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার আহিরণ মডেল স্কুলে। আধিকারিক এবং তাঁদের পরিবারগুলিকে সুতিতে নিয়ে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা বারাকপুরেই থাকবেন বলে জানানো হয়েছে। আরও জানা গেছে, আপাতত ৯ নং ব্যাটেলিয়নের কমান্ডান্টই স্থানান্তরিত ৮ নং ব্যাটেলিয়নের কাজকর্ম দেখভাল করবেন, যতদিন না এই ব্যাটেলিয়নের জন্য নতুন কমান্ডান্ট হিসেবে কাউকে নিয়োগ করা হচ্ছে। ওয়াকিবহাল মহলের মত, এসবই জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার নিরাপত্তা বাড়ানোর স্বার্থে করা হয়েছে।

প্লাস্টিক বর্জনের বিরুদ্ধে প্রচারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে প্রশাসনিক কর্তারা

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৭ জুন ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলায় ২১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পূর্বস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েতকে ওডিএফ প্লাস পঞ্চায়েত হিসেবে ঘোষণা হতে ঘোষণার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। জেলার মধ্যে এই প্রথম কোন পঞ্চায়েত এই ওডিএফ প্লাস ঘোষণা হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে, আর সেই কারণেই প্লাস্টিক বর্জন করে এলাকাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে, চুপি হাটতলা এলাকায় হাট চলাকালীন প্লাস্টিক বর্জনের কথা বলতে গিয়েই, বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিডিও, জয়েন বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পঞ্চায়েত - এর উপপ্রধান সহ বিডিও অফিস এবং পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কর্মীরা। পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লক এর চুপি হাটতলা এলাকায় সপ্তাহে সোম এবং শুক্রবার বসে হাট। আর হাট চলাকালীন এদিন প্লাস্টিক বর্জনের বিষয়ে এলাকার মানুষ কে বোঝাতে যাওয়ার পরই বিক্ষোভের মুখে পড়েন তারা। বিক্ষোভকারীদের দাবি যেখান থেকে প্লাস্টিক উৎপন্ন হচ্ছে সেই কলকারখানা গুলিকে বন্ধ করা হোক তাহলে আমরা আর প্লাস্টিক পাব না আর মানুষকেও দেব না। সেগুলি না করে আমাদের মতন গরিব মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। এরপরই সেখান থেকে চলে যান বিভিন্ন আধিকারিকরা। এই প্রসঙ্গে দিন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুমা তরফদার তিনি বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য মানুষকে সুস্থ জীবন ও সুস্থ পরিবেশ প্রদান করা, সেই কারণেই সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধ করার অনুরোধ জানাতে গিয়ে এই ঘটনা। পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কাজল শেখ তিনি বলেন, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না। তার বদলে কাপড়ের ব্যাগ থলে এগুলি ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এলাকার মানুষ কল-কারখানা বন্ধ করার কথা বলছে। স্থানীয় ব্যবসাদারেদের দাবি আমাদের বারন না করে কলকারখানা গুলোকে বন্ধ করুক তাহলেই আমরা এই প্লাস্টিক মানুষকে দেবো না। এদিন বিক্ষোভের মুখে পড়ে কর্মসূচি একপ্রকার বাতিল করে ফিরে যান আধিকারিকরা। এ প্রসঙ্গে বিডিও পৌষালী চক্রবর্তীকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

ইমারতি সামগ্রী মজুত রেখে অবৈধ কারবার, ঘটছে দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৭ জুন ঃ বীরভূমের মধ্যে অন্যতম সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ। আর এই তারাপীঠ ঢোকার মুখে রাস্তার ধারে বালি,পাথর সহ নানা

ইমারতি সামগ্রী মজুত রেখে অবৈধ কারবার চলছেই। এবার তা চলে এসেছে একেবারে পিচ রাস্তার উপর। পর্যটন কেন্দ্র তারাপীঠ যাওয়ার রাস্তার উপর রমরমিয়ে চলেছে এই কারবার। আর তার জেরে ঢাকা পড়ছে সেলফি জোন তারাপীঠ এর তোরণ। রাস্তার বড় একটা অংশ ইমারতি সামগ্রীর দখলে চলে যাওয়ায় পর্যটক থেকে র স্থানীয়দের চলাচলে সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং দুর্ঘটনাও ঘটছে। সেই সঙ্গে পর্যটকদের আকর্ষণ হারাচ্ছে তোরণটি। প্রসঙ্গত ২০১৫ সালে রামপুরহাটের প্রশাসনিক সভা থেকে টিআরডিএ'র সূচনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই তারাপীঠ জুড়ে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। কংক্রিটের জঙ্গল সরিয়ে মন্দির চত্বরে খোলামেলা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। চওড়া রাস্তার দেখুরিয়া মোড়ের কাছে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে মা তারার প্রতীকী মূর্তি বসিয়ে তোরণ নির্মাণ করা হয়, যা এলাকার মাইল স্টোনে পরিণত হয়। অনেক পর্যটক তারাপীঠ এ পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সেই তোরণের সামনে ছবিও ক্যামেরা বন্দি করেন। বিশেষ বিশেষ তিথিতে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে নানা রঙের আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় তোরণ। বিশেষ করে ভাদ্র মাসের কৌশিকী অবশ্যই আলোর সাজে সেজে ওঠে তোরণ। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে সেই তোরণ সামনে বালি, পাথর মজুত রেখে অবৈধ কারবার চলছে। সামনে বর্ষা তখন নদনদী থেকে বালি তোলার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে। তাই এখন থেকেই বালি মজুত শুরু হয়েছে। ভূমি দফতর সূত্রে জানা গেছে, অনুমতি সাপেক্ষে বৈধ ঘাট থেকে বালি তুলে মজুত করা যেতে পারে। তবে রাস্তার অন্তত ২০০ মিটার দূরে বালি মজুত করতে হবে। কিন্তু সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না। উল্টে রাস্তার উপর চলছে কারবার। নেওয়া হচ্ছে না প্রশাসনিক পদক্ষেপ। রাতের অন্ধকারে যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা।

Office of The Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender are hereby invited by the undersigned for differemt Schemes under Bishnupur-I Panchayat Samity, details of which as noted below: **1. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-09(06)/2025-26**, **Dated: 17.06.2025. i)** Bid submission start date: **18.06.2025 at 11:00 Hrs**. **ii)** Bid submission closing date: **28.06.2025 at 15:00 Hrs**. **2. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-10(07)/2025-26**, **Dated: 17.06.2025. i)** Bid submission start date: **18.06.2025 at 11:00 Hrs**. **ii)** Bid submission closing date: **28.06.2025 at 15:00 Hrs**. For further details please visit the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas

DURKU GRAM PANCHAYAT
Vill. & P.O.:-Durku, P.S.: Tamna, Dist.-PURULIA(W.B), Pin.-723102
E-mail: gp.durku@gmail.com
NIeT No:-WBPUR/DGP/NIeT-02/25-26, Date: 17/06/2025
For the Durku Gram Panchayat, Purulia-I Dev. Block Purulia, invites tender through E-tendering for total 27(Twenty-seven)Nos. similar nature of work(s). Last date of submission of Bid(Online): **26/06/2025 at 5:00 P.M.** Bid Opening Date for Technical Proposals(Online): **30/06/2025 at 11:00 AM.** For more details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Durku Gram Panchayat

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for 02 Nos. different works vide **E-NIT NO - 178/CAGP/2025, Date: 16/06/2025**. Bid submission start date : **16/06/2025 from 18:00 PM**. Bid submission end date : **26/06/2025 up to 18:00 PM**. Bid opening date : **30/06/2025 at 10:30 PM**. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/- Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

SMT ENGINEERING LIMITED
(Formerly known as Adarsh Mercantile Limited)
CIN: L33120WB1992PLC055082
Regd. Office : 8a & 8b, Satyam Towers 3, Alipore Road, Kolkata-700027 (West Bengal) India
Corporate Office: Plot No. 23 D Sector A Sanwer Road Industrial Area, Near Parle G Biscuit Factory, Indore 452015 Madhya Pradesh, India
Email Id: compliance@saimachinetools.com | Website: www.adarshmercantile.in | Contact Details: +91 9109197950

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(Rs. In Lakhs except in figures of EPS)

S.No	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2025 Audited	31.03.2024 Audited	31.03.2025 Audited	31.03.2024 Audited	31.03.2025 Audited	31.03.2024 Audited	31.03.2025 Audited	31.03.2024 Audited
1	Total Income From Operations	632.62	52.39	757.49	317.30	1,965.16	52.39	2,110.02	317.30
2	Net Profit/(Loss) for the Period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	0.91	-426.05	18.76	-185.57	290.17	-426.05	308.02	-185.57
3	Net Profit/(Loss) for the Period Before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	0.91	-426.05	18.76	-185.57	294.79	-428.05	312.64	-185.57
4	Net Profit/(Loss) for the Period After Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	0.90	-414.17	18.08	-173.69	259.74	-414.17	276.92	-173.69
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.92	-373.23	18.10	1.96	269.76	-417.85	338.03	50.67
6	Paid-up Equity Share Capital	1,652.00	367.50	1,652.00	367.50	1,652.00	367.50	1,652.00	367.50
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	3,705.76	-373.23	4,010.59	267.64	4,326.00	-432.47	4,630.81	389.73
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (For Continuing and Discontinued Operations) i) Basic	0.02	-11.27	0.47	-4.73	6.68	-12.65	7.44	-4.57
	ii) Diluted	0.02	-11.27	0.47	-4.73	6.68	-12.65	7.44	-4.57

Note: The above is an extract of detailed format of Quarterly/Annual Audited Financial Results filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of Quarterly/Annual Audited Financial Results is available on the stock exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.adarshmercantile.in) and the same can be accessed by scanning the QR Code attached below.By order of the Board.

Place: Indore
Dated : 16.06.2025

For SMT ENGINEERING LIMITED
Sd/-
Ajay Jaiswal
Managing Director
DIN: 01754887

বাগানে ফিরবেন কিয়ান নাসিরি? প্রবল সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা কলকাতা, ১৭ জুনঃ গত সিজনে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টে সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য ছিল চেন্নাইয়িন এফসির। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি ওয়েন কোয়েলের ছেলেদের পক্ষে। লিগ টেবিলের তলানিতে থেকেই শেষ হয়েছে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। যা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি দলের সমর্থকরা। সেই হতাশা ভুলে এবারের কলিঙ্গ সুপার কাপে সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য থাকলেও ছিটকে যেতে হয়েছে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসির কাছে পরাজিত হতে হয়েছিল বিরাট বড় ব্যবধানে। যা নিঃসন্দেহে বড়সড় ধাক্কা ছিল সকলের

কাছে। আশানুরূপ ফল না হওয়ায় খুশি নয় ম্যানেজমেন্ট। তবে এই সমস্ত কিছু ভুলে বহু আগে থেকেই নতুন মরসুমের জন্য ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিতে মরিয়া দক্ষিণের এই আইএসএল জয়ীরা। সেক্ষেত্রে বেশকিছু বদল যে দেখা যেতে পারে দলের অন্দরে সেই ইঙ্গিত মিলেছিল আগেই। যার মধ্যে আক্রমণভাগের পাশাপাশি বদল ঘটানো হতে পারে মাঝমাঠের বেশকিছু ফুটবলারদের। সেক্ষেত্রে এবার বিভিন্ন মাধ্যমের তরফে ব্যাপকভাবে উঠে আসছে একাধিক বিদেশি ফুটবলারদের নাম। আসলে দলের বেশ কিছু ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তির বৃদ্ধি করার পাশাপাশি টুর্নামেন্টে প্রভাব বিস্তারকারী কয়েকজন ফুটবলারদের দিকেও নজর রয়েছে আইএসএল জয়ী এই ফুটবল দলের। তার মধ্যেই উঠে আসতে শুরু করেছিল এক বিশেষ তথ্য। নয় তথ্য। যে নয়া ফুটবল সিজনে ভারতীয় ফরোয়ার্ড কিয়ান নাসিরিকে নাকি নিজেদের দলে ধরে রাখতে রাজি নয় দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। হিসাব অনুযায়ী দেখলে আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি থাকলেও কিয়ানের পারফরম্যান্স নিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট নয় চেন্নাইয়িন ম্যানেজমেন্ট। বলাবাহুল্য, শেষ ফুটবল সিজনে আইএসএলে প্রায় ১৫টি ম্যাচ খেলেছিলেন মোহনবাগানের এই প্রাক্তন তারকা। যার মধ্যে মাত্র একটি অ্যাসিস্ট ছিল এই ফুটবলারের। তাছাড়া ম্যাচ টাইম নিয়ে ও দেখা দিয়েছিল সমস্যা। আসলে অধিকাংশ সময় পরিবর্ত ফুটবলার হিসেবেই তাঁকে মাঠে নামিয়েছিল চেন্নাইয়িন। সেজন্য, দক্ষিণের এই ফুটবল দল ছেড়ে নিজের পুরনো ফুটবল ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে ফিরতে মরিয়া এই ভারতীয় তারকা। এমনকি তাঁকে দলে নিতে ও রাজি কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। তবে এক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে ট্রান্সফার ফি জনিত সমস্যা। শেষ পর্যন্ত আদৌও তিনি সবুজ-মেরুনে ফেরেন কিনা সেটাই দেখার বিষয়।

কমতে চলেছে টেস্ট ক্রিকেটের দিন সংখ্যা

বিশেষ ছাড় পাবে এই তিন কুলীন দেশ

লন্ডন, ১৭ জুনঃ টি-২০ ক্রিকেটের আগমনের পর থেকে অনেকেই বলেছিলেন কৌলিন্য হারাবে টেস্ট ক্রিকেট। পাঁচ দিনের টেস্ট ক্রিকেট দেখার মতো ধৈর্য আর দেখাবেন না দর্শকরা। কারণ একটা সময় ছিল, যখন বেশির ভাগ টেস্ট ম্যাচেরই কোনও ফলাফল হত না। কিন্তু এখন দিন বদলেছে। বেশিরভাগ টেস্টই আর নিস্ফলা থাকছে না, চার দিন বা তার কম সময়েই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এদিকে, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হওয়ার পর থেকে টেস্ট ক্রিকেটের রোমাঞ্চ দ্বিগুণ হয়েছে। ম্যাচ ড্র করার পরিবর্তে জয়ের জন্য ঝাঁপাচ্ছে দলগুলি। তবে, টেস্টকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে আইসিসি কিছু পরিবর্তন আনতে চলেছে। একটি প্রতিবেদন অনুসারে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল ২০২৭-২৯ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে ছোট দেশগুলির জন্য চার দিনের টেস্ট ম্যাচ অনুমোদন করতে চলেছে। তবে ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মতো বড় দলগুলি ব্যতিক্রম হবে। এই তিনটি দেশ একে অপরের বিরুদ্ধে ঐতিহ্যবাহী পাঁচ দিনের ম্যাচই খেলবে। পাশাপাশি জানা গিয়েছে, টেস্ট বাড়াতে কমতে পারে একদিনের ম্যাচের সংখ্যা। আইসিসি বিশ্বাস করে যে, এটি ছোট দেশগুলিকে আরও বেশি করে টেস্ট এবং দীর্ঘ সিরিজ খেলতে সহায়তা করবে। 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'গত সপ্তাহে লর্ডসে ডব্লিউটিসি ফাইনালে আলোচনার সময় আইসিসি সভাপতি জয় শাহ ২০২৭-২৯ ডব্লিউটিসি চক্রের জন্য চার দিনের টেস্টের প্রতি তাঁর সমর্থন প্রকাশ করেছেন। ফাইনালের সময় এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল যাতে নিয়মটি সময়মতো অনুমোদিত হয় এবং এর জন্য নিয়ম তৈরি করা যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত এখনও অ্যাশেজ, বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি এবং পতৌদি ট্রফির জন্য পাঁচ দিনের টেস্ট সিরিজ খেলতে পারবে। পতৌদি ট্রফি শুক্রবার হেডিংলিতে ইংল্যান্ড এবং ভারতের মধ্যে প্রথম টেস্ট ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে।'

২০১৭ সালে প্রথমবারের মতো চার দিনের টেস্টের অনুমোদন দেওয়া হয়। আইসিসি ২০১৭ সালে দ্বিপাক্ষিক ম্যাচের জন্য চার দিনের টেস্টের অনুমোদন দেয়। ২০১৯ এবং ২০২৩ সালে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে চার দিনের টেস্টের পর গত মাসে ট্রেন্ট ব্রিজে জিম্বাবোয়ের সঙ্গে চার দিনের ম্যাচ খেলেছিল ইংল্যান্ড। প্রতিবেদন

অনুসারে, 'সময় এবং খরচের কারণে অনেক ছোট দেশ টেস্ট ম্যাচ আয়োজন করতে দ্বিধা করে, কিন্তু চার দিনের ক্রিকেটের দিকে এগিয়ে গেলে তিন সপ্তাহেরও কম সময়ে তিনটি টেস্ট ম্যাচের পুরো সিরিজ খেলা সম্ভব হবে।'

দিনে ৯০ ওভারের পরিবর্তে ৯৮ ওভার বল করা হবে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'চার দিনের টেস্ট ম্যাচে সময়ের অপচয় কমাতে প্রতিদিন সর্বনিম্ন ৯৮ ওভার বলা করা হবে। পাঁচ দিনের টেস্টে দিনে সর্বোচ্চ ৯০ ওভার বল করা হয়।' ডব্লিউটিসি ফাইনাল চলাকালীন আলোচনায় আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ প্রস্তাব দেন, এবার থেকে টেস্ট ম্যাচের দৈর্ঘ্য চারদিনে নামিয়ে দেওয়া হোক। উল্লেখ্য, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম অস্ট্রেলিয়া ম্যাচও সাড়ে তিনদিনের কমেই শেষ হয়েছে। গার্ডিয়ানের রিপোর্টে বলা হয়েছে, টেস্ট চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার কথা মাথায় রেখেই টেস্ট ম্যাচের দৈর্ঘ্য কাটছাঁটের কথা ভাবছে আইসিসি। চ্যাম্পিয়ন হলেও খুব কম সদস্যের দল নিয়ে খেলতে এসেছিলেন তেম্বা বাভুমারা।

বর্তমান ডব্লিউটিসি চক্রটি পাঁচ দিনের খেলার উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে। তবে, ২০২৫-২৭ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পাঁচ দিনের ম্যাচের বর্তমান ফরম্যাটেই চলবে। মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের মধ্যে দু'টি টেস্ট সিরিজের মাধ্যমে এটি শুরু হবে। ২০২৫-২৭ চক্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নয়টি দেশের মধ্যে ২৭টি টেস্ট সিরিজের মধ্যে ১৭টিতে মাত্র দু'টি ম্যাচ এবং ছয়টিতে তিন ম্যাচের সিরিজ থাকবে। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত একে অপরের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলবে।

বয়স ভাঁড়িয়ে খেলেছেন বৈভব? ধোঁয়াশা কাটাতে 'বোন টেস্ট' নিয়ে নয়া নিয়ম চালু করল বিসিসিআই

মুম্বই, ১৭ জুনঃ বয়স ভাঁড়িয়ে খেলার চল রুখতে নতুন নিয়ম চালু করল বিসিসিআই। আর এই পদক্ষেপের মূলে রয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। যতই ব্যাট হাতে তুফান তুলুন না কেন, সমস্তিপুরের কিশোরকে নিয়ে আইপিএল চলাকাকালীন বিতর্ক উস্কেছে। তিনি বয়স লুকিয়ে খেলছেন, মুখে তেরো বললেও, বৈভব আসলে পনেরো বছর পেরিয়েছেন-এই নিয়ে একাধিক মহল অভিযোগ তোলে। যদিও রাজস্থান রয়্যালসের ওপেনারের বাবা এই দাবি মানতে চাননি। সাফ জানান, তাঁর ছেলের আদত বয়স ১৩ বছর ২৮৮ দিন। এত কম বয়সে এর আগে কোনও খেলোয়াড় আইপিএল খেলননি। সেদিক দিয়ে মাঠে নামার আগেই রেকর্ড তৈরি করেন বৈভব। ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকায় তাঁকে সই করায় রাজস্থান শিবির। আসলে একটি ভাইরাল ভিডিওকে কেন্দ্র করে যাবতীয় ধোঁয়াশার শুরু। কয়েক বছর আগের পুরনো একটি সাক্ষাৎকারে বৈভব তাঁর অন্য বয়স জানান। যার সঙ্গে ১৩ বছরের হিসেব মেলেনি। কিন্তু তাতেও পিছিয়ে না গিয়ে বৈভবের বাবা বলে দেন, ''বৈভবের যখন সাড়ে আট বছর বয়স, ওর প্রথম বিসিসিআইয়ের বোন টেস্টে অংশ নেয়। আমার ছেলে ইতিমধ্যে জাতীয় দলের হয়ে অনূর্ধ্ব-উনিশ টুর্নামেন্ট খেলে ফেলেছে। আমরা কাউকে ভয় পাই না। ও বয়সের যে কোনও পরীক্ষায় নামতে রাজি।'' যদিও এই প্রতিবাদ-পাল্টা প্রতিবাদের নিরসন সেই সময় হয়নি। এতদিন বাদে যার সুরাহা করতে বোন টেস্ট নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এতদিন জুনিয়র লেভেলে বয়স নির্ধারণ করতে 'টিডব্লু৩ পদ্ধতি' এবং '১ ফ্যাক্টর' নিয়ম প্রয়োগ করা হয়। পাশপাশি সামনের মরশুমে তিনি নামতে পারবেন কি না, সেই হিসেবও এই দুই পদ্ধতি থেকে জানা যায়। বিসিসিআই বলছে, যদি '১ ফ্যাক্টর' নিয়মের জেরে কোনও ক্রিকেটার বাদ পড়েন, তাহলে এবার থেকে অনূর্ধ্ব-১৬ স্তরের ক্রিকেটারদের বয়সের যোগ্যতামান নির্ধারণে পরের সিজনেও আরও একবার বোন টেস্ট করানো হবে। বয়স যাচাইয়ে আঙ্কিক নিয়ম বা সার্টিফিকেটের হিসেব নয়, বৈজ্ঞানিক গণনাপদ্ধতিকেই যে কাজে লাগানো হচ্ছে, সেটা সাফ করে দিয়েছে বিসিসিআই। তাতে খেলোয়াড়ের আসল বয়স জানা যাবে। শুধু অঙ্কের হিসেবে তাঁকে বাদ পড়তে হবে না। বোর্ডের এক আধিকারিকের কথায়, ''এই নয়া নিয়মের অর্থই হচ্ছে, একজন ক্রিকেটারের বোন এজ আগামী মরশুমের জন্য ১৬.৪ বা তার কম হতে হবে। এটা ছেলেদের হিসেব। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে হতে হবে ১৪.৯ বা তার কম।'' আরেকটু ভেঙে বললে, ধরা যাক, ২০২৫-২৬ সিজনে একজন অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রিকেটারের (পুরুষ) বোন এজ ১৫.৪। এর মানে, তাঁকে আর পরের মরশুমে বোন টেস্টে বসতে হবে না। সেক্ষেত্রে '১ ফ্যাক্টর' জুড়ে যাবে এবং ২০২৬-২৭ সিজনে সেই খেলোয়াড়ের বোন এজ দাঁড়াবে ১৫.৪১ ১৬.৪। হাড়ের বিকাশ যাই হোক না কেন, সামনের মরশুমে ১৬.৪ বোন এজ নিয়েই তিনি অনূর্ধ্ব-১৬ টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবেন।

বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগের মাঝে অসুস্থ স্নেহাশিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল তথা সিএবির সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় আচমকা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। মঙ্গলবার সকালে তাঁকে কলকাতার এক নামী বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল এবং চিকিৎসক সপ্তর্ষি বসুর তত্ত্বাবধানে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে। স্নেহাশিসের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বাইরে থেকে খাবার আনানো হয়েছিল। রাত থেকেই তিনি পেটে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেন। মঙ্গলবার ভোরে ব্যথা বাড়তে থাকায় পরিবারের সদস্যারা দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। স্নেহাশিসের স্ত্রী অর্পিতা জানিয়েছেন, রাতে বাইরের খাবার খাওয়ার পর থেকেই পেটে ব্যথা শুরু হয়। সকালে অবস্থার অবনতি হলে ঝুঁকি না নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকরা বলছেন, সম্ভবত খাদ্যে সংক্রমণের কারণে এমনটা হয়েছে। এখন স্যালাইন ও ইঞ্জেকশন চলছে। আশা করছি, তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। সোমবার রাতেও স্নেহাশিস সিএবি'র কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বর্তমানে বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ চলছে, যেখানে প্রতিদিন ছেলে ও মেয়েদের ম্যাচের তদারকি করতে তাঁকে সময় দিতে হচ্ছে। এর মাঝেই তাঁর অসুস্থতা সিএবি-র দৈনন্দিন কাজে প্রভাব ফেলতে পারে। তবে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল থাকায় আপাতত উদ্বেগ কিছুটা কম। স্নেহাশিসের অসুস্থতার খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন তাঁর ভাই, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, তিনি দাদাকে দেখতে হাসপাতালে যান। হাসপাতালে উপস্থিত যান সৌরভের বাল্যবন্ধু ও বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় দাস। এর আগেও স্নেহাশিসের স্বাস্থ্য সমস্যার খবর এসেছিল।

মরোক্কোর দাপুটে ডিফেন্ডার আদিল তাহিফের নিতে মরিয়া কেরালা ব্লাস্টার্স

তিরুঅনন্তপুরম, ১৭ জুনঃ সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে গত বছর শক্তিশালী দল গঠন করেছিল কেরালা ব্লাস্টার্স। আক্রমণভাগের পাশাপাশি রক্ষণভাগকে মজবুত করতে একের পর এক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারদের যুক্ত করা হয়েছিল দলের সঙ্গে। কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছুই হয়নি। ইভান জামানার অবসান ঘটিয়ে সুইডিশ কোচ মিকেল স্ট্যাহরে দলের দায়িত্বে আসলেও খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি এই ম্যানেজার। সিজনের প্রথম টুর্নামেন্ট তথা ডুরান্ড কাপে দল কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত গেলেও পরবর্তীতে প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য ছিল কেরালার। কিন্তু সেখানেও মিলেছিল একরাশ হতাশা। প্রথম থেকেই ধাক্কা খেতে হচ্ছিল বেশ কিছু ম্যাচে। মাঝে দল ঘুরে দাঁড়ালেও সেটা বজায় থাকেনি বেশিদিন। যারফলে প্রভাব পড়েছিল পয়েন্ট টেবিলে। তবুও টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় লেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে দলকে সুপার সিক্সে নিয়ে যাওয়াই অন্যতম লক্ষ্য ছিল সকলের। কিন্তু সেটা হয়নি। আসলে মিকেল

স্ট্যাহরে চলে যাওয়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দলের দায়িত্ব সামাল দিয়েছিলেন টমাস টচর্জ এবং থেক্কাথারা পুরুযোথামণ। তাঁদের তত্ত্বাবধানে অন্তত ভদ্রস্থ পয়েন্ট সংগ্রহ করে আইএসএল অভিযান শেষ করেছিল দল। পরবর্তীতে নয়া কোচ নিয়োগ করা হলেও ভালো পারফরম্যান্স পাননি সুপার কাপে। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে দল কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করতে সক্ষম হলেও ছিটকে যেতে হয়েছিল দ্বিতীয় ম্যাচেই। যারফলে ট্রফিহীন ভাবেই শেষ হয়েছে আরও একটা মরসুম। সেই খরা কাটাতেই এখন তৎপর দক্ষিণের এই ফুটবল দল। এক্ষেত্রে ডেভিড কাতলার পছন্দ অনুযায়ী দল গঠনের কাজে হাত দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। ভারতীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি এক্ষেত্রে বিদেশি নির্বাচনেও হয়তো দেখা যেতে চলেছে চমক। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে আদিল তাহিফের নাম। বর্তমানে সেই দেশের প্রথম টায়ারের ফুটবল ক্লাব বারকেনে দ্যা রেনেসাঁর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বছর চব্বিশের এই ডিফেন্ডার। দলের হয়ে খেলে ফেলেছেন একাধিক ফুটবল ম্যাচ। হিসাব অনুযায়ী দেখলে চলতি জুনের শেষেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি শেষ হতে চলেছে সেই ফুটবল ক্লাবের। এরপরেই তাঁকে দলে টানতে আগ্রহী কেরালা ব্লাস্টার্স।

যুবদলকে শক্তিশালী করতে এই বাঙালি গোলরক্ষককে নিতে চলেছে সবুজ-মেরুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সিনিয়র দলের পাশাপাশি গত কয়েক বছর ধরেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে যুব দল। গত মরসুমে কলকাতা ফুটবল লিগে খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স না থাকলেও ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। বিশেষ করে রিলায়েন্স কতৃক আয়োজিত ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট লিগে যথেষ্ট প্রভাব দেখা গিয়েছিল মেরিনার্সদের। তারপর সৃষ্টি হয় এক অনন্য রেকর্ড। একটি গোলের ব্যবধানে ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান। যারফলে বাংলার প্রথম ফুটবল ক্লাব হিসেবে এই সর্বভারতীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট জয় করে গঙ্গাপাড়ের এই দল। বলতে গেলে এখনও পর্যন্ত বঙ্গের একমাত্র দল হিসেবে এই খেতাব জয়ের রেকর্ড রয়েছে সবুজ-মেরুনের। সেই নিয়ে যথেষ্ট গর্বিত সমর্থকরা। নয়া ফুটবল সিজনে ও সেই ধারা বজায় রাখার লক্ষ্য বাগান ম্যানেজমেন্টের। সেইমতো অনেক আগে থেকেই দল গঠনের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে তাঁদের তরফে। এক্ষেত্রে এবার উঠে আসতে শুরু করেছে দীপ্রোভত ঘোষের নাম। গত ফুটবল সিজনে কলকাতার অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বছর তেইশের এই গোলরক্ষক। খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ না পেলেও

মাঠে নেমে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এই ফুটবলার। এমনকি তৃতীয় ডিভিশন আইলিগে দলের হয়ে ক্লিনশিট ও ছিল বাংলার এই গোলরক্ষকের। সবদিক মাথায় রেখেই এবার তাঁকে দলে টানতে তৎপর গঙ্গা পাড়ের এই ফুটবল ক্লাব। তাঁর উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অনেকটাই সুরক্ষিত করে তুলতে পারে দলের তিন কাঠি। আসলে সাফল্যের মধ্যেই নিজেদের রাখতে পছন্দ করে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। গত কয়েক বছরে যার প্রমাণ মিলেছে বারংবার। ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ থেকে শুরু করে প্রথম ডিভিশন লিগ তথা আইএসএল লিগ কাপ হোক কিংবা লিগ শিল্ড। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজেদের মেলে ধরেছিলেন সিনিয়র দলের ফুটবলাররা। গত বছর বড়দের পাশাপাশি সাফল্য পেয়েছে ছোটরা। সেই ধার বজায় রাখতেই দলকে শক্তিশালী করতে মরিয়া ম্যানেজমেন্ট।

অনলাইন বেটিং অ্যাপ

ইডির তদন্তের আওতায় হরভজন ও যুবরাজ

নয়াদিল্লি, ১৭ জুনঃ অনলাইন বেটিং অ্যাপ নিয়ে নানা অভিযোগ উঠছে প্রায়শই। বিশেষত সেলিব্রিটিরা এই ধরনের জুয়ার অ্যাপের প্রচারে যুক্ত বলে যুব ও ছাত্র সমাজ সব থেকে বেশি আসক্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই সব অ্যাপে টাকা লাগিয়ে ইতিমধ্যে অনেকে সর্বস্বান্তও হয়েছেন। ২০২৫ আইপিএল চলাকালীন প্রচুর অভিভাবক অভিযোগ জানিয়েছিলেন, তাঁদের সন্তানরা প্রচুর টাকা খুইয়েছেন, এমনকি তাঁদের অজান্তেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নিয়ে অনলাইন বেটিং অ্যাপে লাগিয়েছেন। এক অভিযোগকারী বলেছেন, ''এই অবৈধ প্ল্যাটফর্মগুলিতে হাজার হাজার লক্ষ টাকা জড়িত... এটি পরিবারগুলিকে, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তদের দুর্দশার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।'' সম্প্রতি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অবৈধ অনলাইন বেটিং অ্যাপগুলির তদন্ত আরও বিস্তৃত করেছে। তারা তাদের তদন্তে যুক্ত করেছে ক্রিকেটার হরভজন সিং ও সুরেশ রায়না এবং অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলার নাম। এই তিনজনই বেটিং অ্যাপের প্রচারের সঙ্গে যুক্ত। ইডির সূত্র এনডিটিভি প্রফিট-কে জানিয়েছে, 1xBet-এর মতো নিষিদ্ধ প্ল্যাটফর্মের প্রচার চালাচ্ছিলেন এই তিন জন-সহ অন্যান্য সেলিব্রিটিরা। তাই তাঁদের তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। ইডি বলেছে, এই নিষিদ্ধ প্ল্যাটফর্মগুলি 'সারোগেট নাম' বিজ্ঞাপন প্রচারে ব্যবহার করছে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বলে যেতে পারে 1xBet অ্যাপের নাম। এসব ক্ষেত্রে ওয়েব লিঙ্ক (অনলাইন সামগ্রীর জন্য) এবং কিউআর কোড অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা

ব্যবহারকারীদের মূল (এবং অবৈধ) বেটিং প্ল্যাটফর্মে পুনঃনির্দেশিত করে, যা বর্তমান আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে অভিহিত। ইডি বলেছে যে, এই প্ল্যাটফর্মগুলি নিজেদেরকে দক্ষতা-ভিত্তিক গেম হোস্টিং হিসাবে উপস্থাপন করলেও বর্তমান ভারতীয় আইনের অধীনে 'জুয়া কার্যক্রম' হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করে এমন জালিয়াতিপূর্ণ অ্যালগরিদম ব্যবহার করেছে। এই সব অ্যাপগুলি শুধু হরভজন, রায়নাকে নয়, তাদের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেছে যুবরাজ সিংয়ের মতো ক্রিকেটারকেও। ফলে 1xBet-এর মতো অ্যাপগুলি 'ব্যাপক দৃশ্যমানতা' অর্জন করছে ও ক্রমশ মানুষ এতে আসক্ত হচ্ছে। সোজা কথায় বলতে গেলে এর ফলে প্রতারিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। ফেডারেল এজেন্সির প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে, এই সব বেটিং অ্যাপগুলির মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি আইন, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন এবং কঠোর মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের পাশাপাশি সরকারি বিজ্ঞপ্তি-সহ একাধিক আইন লঙ্ঘন করা হতে পারে। যদিও যুবরাজ ও রায়নার প্রতিনিধিরা এনডিটিভি প্রফিটের সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অন্যদিকে রাউতেলা এবং জনপ্রিয় অভিনেতা সোনু সুদ-সহ অন্যদের প্রতিনিধিরা কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি। সংবাদমাধ্যমগুলিও তদন্তের আওতায় রয়েছে বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। ইডি জানিয়েছে বিজ্ঞাপন প্রচার চালানোর জন্য বিভিন্ন কোম্পানিকে ৫০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। এর আগে অবৈধ বেটিং অ্যাপ এবং প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে এই অভিযান চালাতে গিয়ে মে মাসে তেলেঙ্গানা পুলিশ রানা দাগ্গুবাতি এবং প্রকাশ রাজ-সহ ২৫ জন জনপ্রিয় অভিনেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল। যদিও দাগ্গুবাতি এবং রাজ তাঁদের কর্মকাণ্ডকে অবৈধ বলে অস্বীকার করে যুক্তি দিয়েছেন, তাঁরা বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মগুলিকে আর সমর্থন করেন না। পাশাপাশি এই দুই তারকা বলেছিলেন, যখন তাঁরা এগুলিকে সমর্থন করেছিলেন, তখন প্রচারগুলি কেবলমাত্র সেই অঞ্চলগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল যেখানে অনলাইন দক্ষতা-ভিত্তিক গেমগুলি আইনত অনুমোদিত। পাশাপাশি দাগ্গুবাতির মুখপাত্র সেসময় বলেছিলেন, এই অনলাইন গেমগুলিকে সুপ্রিম কোর্ট জুয়া থেকে আলাদা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, কারণ এই গেমগুলি দক্ষতার উপর ভিত্তি করে নয়, সুযোগের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। আনুমানিক ১১ কোটি ভারতীয় প্রতিদিন এই অ্যাপগুলি ব্যবহার করেন। এই আর্থিক জালিয়াতির কবলে পড়ে টাকা খুইয়ে স্কুল ছাত্র-ছাত্রী সহ ১,০০০ জনেরও বেশি আত্মহত্যা করেছেন এর মধ্যে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com